



প্রতিবাদী কলম



PRATIBADI KALAM • Daily • 12th Year, 335 Issue • 14 December, 2021, Tuesday • ২৭ অগ্রহায়ণ, ১৪২৮, মঙ্গলবার • আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা • ৮ পৃষ্ঠা • ৫ টাকা • R.N.I. No. TRIBEN/2010/33397

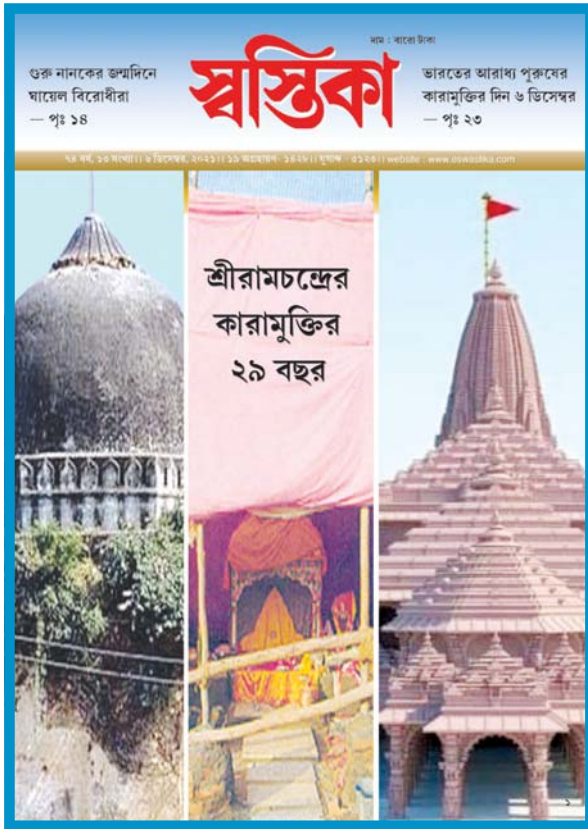
সেটিং রাজনীতিতে সফল ভারত

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ ডিসেম্বর। বিজেপি বিরোধী তৃণমূলের 'খেলা হবে' আসলে মমতা ব্যানার্জী'র সাথে নরেন্দ্র মোদির বোঝাপড়া। দিদি'র সাথে প্রধান সেবক'র আত্মবিক্রম, ভারতের



রাজনৈতিক ভবিষ্যত সেট করার কৌশল। মমতা আপাতত মোদির কংগ্রেস ক্লিয়ারিং এজেন্ট। আরএসএস ঘনিষ্ঠ সাপ্তাহিক 'স্বস্তিকা' ম্যাগাজিন'র 'মোদি-মমতার রহস্য জোট রয়েছে, দু'জনের লক্ষ্য কংগ্রেস মুক্ত ভারত'-র সারসংক্ষেপ এই। খেলা শুরু হলো। আসল খেলা। যে খেলায় বিজেপি বিরোধিতা নামকাওয়াস্তে কংগ্রেস বধের নীল নকশা পুরো রণকৌশলে এই মুহূর্তে তৃণমূলের রাজনীতি নিয়ে বলা ভালো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গেম প্ল্যানকে এই ভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। আরএসএস। সম্প্রতি দলের বাংলা মুখপত্র স্বস্তিকাতে এই ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বিশদভাবে। আরএসএস মুখপত্র বলছে মোদিও আগামীদিনে কংগ্রেস বিরোধী মুখ হিসেবে মমতা থেকেই রাজনীতির প্রদীপের আলোয় দেখতে

চান। কারণ, যদি ধরে নেওয়া যায় ২০২৪ ফের ক্ষমতায় ফিরবে বিজেপি সরকার, তাহলে অবশ্যই এটা মানতে হবে মোদি ছাড়া প্রধানমন্ত্রী হওয়ার দ্বিতীয় মুখ অন্তত বিজেপির ধারে-কাছেও নেই। কিন্তু তখন মোদির বয়স হবে ৭৪। বিজেপির দলগত নিয়ম অনুসারে দলের নেতাদের ৭৫ বছর বয়সে অবসর নেওয়ার সময়সীমা চূড়ান্ত। অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী হওয়ার এক বছর পরেই নিয়ম অনুসারে মোদিকে সন্ন্যাস নিতে হবে। যদি না বিজেপি এই নিয়মে মোদির জন্য সংশোধনী আনায়। সেই সময়ে অর্থাৎ ২০২৪-এ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বয়স হবে ৭০। মোদির লক্ষ্য যেহেতু কংগ্রেস মুক্ত ভারত, ইদানীং মমতার লক্ষ্যও কংগ্রেস মুক্ত ভারত। ফলে দুইয়ে দুইয়ে চারের মতোই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি মমতাকে সামনে রেখে কট্টর কংগ্রেস বিরোধিতার দ্বিতীয় লাইন এখন থেকেই খুলে রেখেছেন — এমনটাও মনে করা হবে। আরএসএস-র মুখপত্র স্বস্তিকা। বিজেপির বায়োজিক্যাল পিতা আরএসএস হঠাৎ করেই তার সৃষ্টিকে নিয়ে এমন মূল্যায়ন কেন করতে শুরু করেছে সেটারও এক আলাদা ব্যাখ্যা। সম্প্রতি দিল্লি গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে



সাক্ষাৎ করেছেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একটি অঙ্গরাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দেশের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে মমতার এই বৈঠক আগেও হয়েছে, এবারও হলো। এতে নতুনত্বের কিছু নেই। কিন্তু

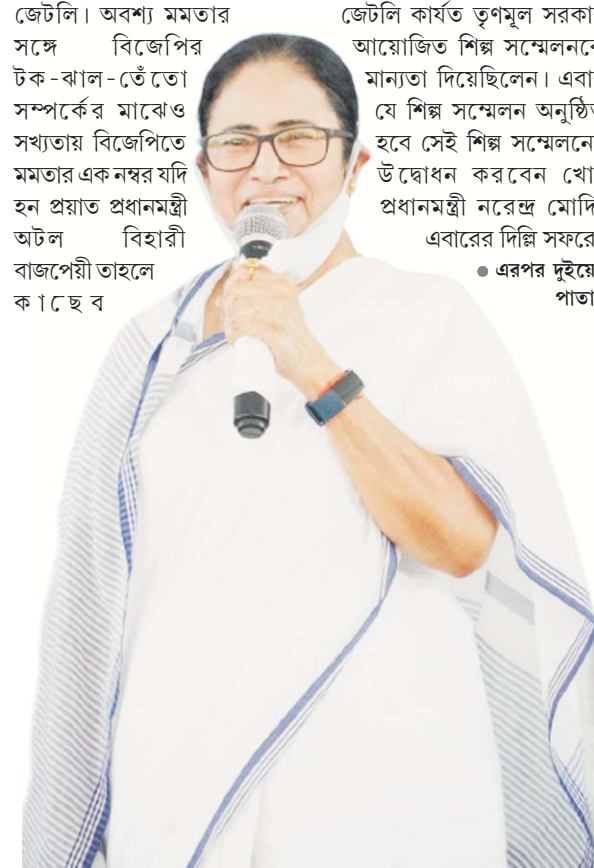
দিল্লির মাটিতে দাঁড়িয়ে প্রায় একই সময়ে মমতা ঝাঁঝালো কণ্ঠে যোভাবে বলেছেন, দিল্লি এলেই রাষ্ট্র গান্ধির সঙ্গে দেখা করতে হবে, সোনিয়া গান্ধির সঙ্গে বৈঠক করতে হবে, এর কোনও মানে

থাকে প্যারেনা — এতেই আশ্চর্য হয়েছেন রাজনীতি সচেতন সকলে। কারণ, এখনও দেশে বিজেপি বিরোধী মহাজোটের নেতৃত্বে কংগ্রেসই। কংগ্রেসের নেতৃত্বে ১৬টি বিজেপি বিরোধী রাজনৈতিক দলের জোটের দিকে আর মমতার সঙ্গে দুটো দল বহুজন সমাজবাদী পার্টি এবং আম আদমি পার্টি। তারা প্রচার করেন, এই মুহূর্তে দেশের মধ্যে মমতাই নাকি বিজেপির বিকল্প মুখ। কিন্তু যে এনসিপি নেতা শারদ পাওয়ারের সঙ্গে এবার বৈঠক করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেই দলের নেতা প্রকাশোই বলেছেন, দেশে এখনও বিজেপির বিকল্প শক্তি হিসেবে কংগ্রেসের বিকল্প নেই। কিন্তু রাজ্যে বিজেপি বিরোধিতা থাকলেও মূলত কংগ্রেসকেই টাগেট করেছেন মমতা। ত্রিপুরা, মেঘালয়, গোয়া, হরিয়ানা সবখানেই কংগ্রেসকে ধরামাধী করে বেড়ে উঠছে তৃণমূল। মমতা-মোদির গোপন আঁতাতকে সামনে তুলে ধরে আরএসএস মুখপত্র জানাচ্ছে হঠাৎ করেই এই বছর যখন কংগ্রেস বিরোধিতা পুরোদমে শুরু করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তখন পশ্চিমবঙ্গে আয়োজিত বিশ্বব্দ শিল্প সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন

বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এর আগে একবার পশ্চিমবঙ্গের এই শিল্প সম্মেলনে উপস্থিত থেকে প্রায় চমক দিয়েছিলেন বিজেপি নেতা অরুণ জেটলি। অবশ্য মমতার সঙ্গে বিজেপির টক-বাল-তে তো সম্পর্কের মাঝেও সখ্যতায় বিজেপিতে মমতার এক নম্বর যদি হন প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী তাহলে কী হবে

দ্বিতীয় বন্ধু ছিলেন প্রয়াত বিজেপি নেতা অরুণ জেটলি। সেই সময়ে মমতা বিজেপির অল্প মধুর সম্পর্কের মাঝেই বিশ্বব্দ শিল্প সম্মেলনে হাজির হয়ে অরুণ জেটলি কার্যত তৃণমূল সরকার আয়োজিত শিল্প সম্মেলনকে মান্যতা দিয়েছিলেন। এবার যে শিল্প সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে সেই শিল্প সম্মেলনের উদ্বোধন করবেন খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এবারের দিল্লি সফরে

● এরপর দুইয়ের পাতায়



ফুটো হাই-সিকিউরিটি এক স্কুলেই তিনবার চুরি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ ডিসেম্বর। মন্ত্রীদের সরকারি বাড়ি সার ধরে একের পর এক, আছে এমএলএ হোস্টেল, বিধানসভার অধ্যক্ষ ও বিরোধী দলনেতার সরকারি বাড়ি, তার মাঝেই দুটো স্কুল, শিশু বিহার হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল আর এই স্কুলের একটা অংশেই উমাকান্ত আকাজেডি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল, পুলিশের সদর দফতর থেকে শ-কদম দূরে। এই উমাকান্ত আকাজেডিতে গতরাতে আবার চুরি হয়েছে, গত কিছুদিনে এই নিয়ে তিনবার চুরি হল এই স্কুলে। প্রধান শিক্ষক অলক ভট্টাচার্য বলেছেন, মাসখানেক সময়ের মধ্যে তিন, তিনবার চুরি হয়েছে। একবার জলের মোটর, দিন সাতকে আগে স্মার্ট ক্লাসের ডিসপেন্সে বোর্ড ও প্রজেক্টর, আর গতরাতে কম্পিউটার ও প্রিন্টার। দরজা ভেঙে চুরি হয়েছে। এই স্কুল থেকে পশ্চিম-ব্রিটিশ মিটার দূরে বিধায়কদের হোস্টেল। পেছনেই শিক্ষা দফতরের অফিস, পাশেই পানীয় জল সরবরাহের পাম্প ও বিশাল ট্যাঙ্ক। আর যে স্কুলের দালানে এই স্কুলটি হচ্ছে, তার সীমানার পাশেই মন্ত্রীদের থাকার জায়গা, বিরোধী দলনেতার ● এরপর দুইয়ের পাতায়

মধ্যরাতে যুবক খুন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ ডিসেম্বর। বেসরকারি কোম্পানি থেকে কাজ সেরে বাড়ি ফেরার পথে আততায়ীদের নিশানায় পড়লেন যুবক বিশ্বজিৎ সাহা। মধ্যরাতে নৃশংসভাবে খুন হলো এই যুবক। ঘটনা, রানিরবাজার পেট্রোল পাম্প এলাকায়। তার বাড়ি রানিরবাজার বৃদ্ধনগর এলাকাতেই। রক্তাক্ত অবস্থায় বিশ্বজিৎকে ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা উদ্ধার করে নিয়ে আসে জিবি হাসপাতালে। একই সাথে



ভারতীয়'র বিশ্বজয় পুলিশের বাসে ভয়ঙ্কর জঙ্গি হামলা; মৃত ৩, আশঙ্কাজনক বহু পয়সা দিয়েও মেলেনি ভোট! নির্বাচনে হেরে দুই দলিতকে মার, বাধা করা হল খুঁচু চাটতে

পথচারীরাও পুলিশকে খবর দেয়। বিশাল পুলিশ বাহিনী অকুস্থলে পৌঁছে তথাকথিত তদন্ত শুরু করলেও পুলিশের জ্ঞাতসারে খুনিরা পালিয়ে যায় বলে অভিযোগ।



বিশ্বজিৎয়ের পরিবারকে খবর দেওয়ার আগেই তাকে জিবিতে আনার ব্যবস্থা করা হয়েছে। যদিও জিবি হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসকরা বিশ্বজিৎকে মৃত বলে ঘোষণা করে। তবে, পুলিশ এ বিষয়ে অব্যাহািবিক মৃত্যু মামলা রঞ্জু করলেও মুখ খুলতে নাহাল। একটি বেসরকারি কোম্পানিতে কাজ করে বিশ্বজিৎয়ের পরিবারের তথ্যই থমকে আছে। অথচ ট্রাফিক সংসারের ঘানি টানলেও এদিন আততায়ীর হাতে নিজের জীবনের

ইতি টানলেন। বিশ্বজিৎয়ের পরিবার এবং এলাকার নাগরিকদের দাবি, বিশ্বজিৎকে পরিকল্পিত ভাবে খুন করা হয়েছে। বিশ্বজিৎয়ের মাথায় আততায়ীরা আঘাত করে পালিয়ে

যেতে সক্ষম হয়েছে বলে অনেকেরই অভিমত। সংবাদ লেখা পর্যন্ত এ ঘটনায় পুলিশ কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি। গোটা পরিবারটি আজ নিঃশ্বাস হয়ে গেছে। কারণ, গোটা পরিবার বিশ্বজিৎয়ের উপরই নির্ভরশীল ছিল। বেসরকারি কোম্পানিতে কাজ করে সংসার প্রতি পালন করা বিশ্বজিৎয়ের মৃত্যুতে তার মা ও ভাইকে নিয়ে সংসারের ঘানি টানলেও এদিন আততায়ীর হাতে নিজের জীবনের

রাজ্য পুলিশের ওয়েবসাইটে ব্রাত্য ট্রাফিক দফতর

২২টি ব্রেথ এনালাইজার বিকল ব্যবহারহীন বহু আধুনিক যন্ত্রপাতি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ ডিসেম্বর। রাজ্য পুলিশের কাছে 'ট্রাফিক পুলিশ' বিষয়টি সংসত্তানের মতো। পুলিশের ওয়েবসাইটে ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা নিয়ে যে যৌক্তিক কল্পনা আছে, তার থেকে আদতে আরো অনেক বেশি কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে রয়েছে রাজ্য ট্রাফিক দফতর। ১৯৯১ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ২১ তারিখ আলাদাভাবে এই দফতর তার যাত্রা শুরু করে। তদানীন্তনকালে আইপিএস মদনামোহন প্রথম ট্রাফিক এনসিপি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। তারপর থেকে এখন পর্যন্ত অনেক পুলিশ আধিকারিকরাই এই

দফতরটির দায়িত্বভার সামলেছেন। কিন্তু বাম আমল থেকে শুরু করে রাম আমল, প্রতিনিয়তই এই দফতরটিকে রাজ্য পুলিশের সদর দফতর থেকে 'ধূর-ছাই' ব্যবহার পেতে হয়েছে। রাজ্য পুলিশের ওয়েবসাইটে যথানে প্রতি মাসে অপরাধের ৮-৯টি বিভাগে তথ্য আপডেট করা হয়, সেখানে ট্রাফিক দফতর গত দেড়-দুই বছর আগের তথ্যই থমকে আছে। অথচ ট্রাফিক দফতরের জন্য আলাদা কোনও ওয়েবসাইট এখনও পর্যন্ত গড়া হয়নি। রাজ্য পুলিশের মূল ওয়েবসাইটের মধ্যে ১৭টি লাইন ব্রাকড আছে 'ট্রাফিক পুলিশ' বলে একটি বিভাগে। এই পর্যন্তও মেনে

নেওয়া যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, দফতর গত দেড়-দুই বছরে এমন অনেক বিষয়ে নিজেদের এগিয়ে নিয়ে গেছে যেগুলোর কোনও তথ্য ওয়েবসাইটে আপডেট করা হয়নি। দুঃখের হলেও এটা সত্য, রাজ্য ট্রাফিক পুলিশের বর্তমানে প্রায় ১২টি আত্মাধুনিক জিনিষ রয়েছে। টিনটেড মিটার, ব্রেথ এনালাইজার, স্পীড রেডার, ডিজিটাল ক্যামেরা, ই-চালান মেশিন, বডিওগ্রাফ ক্যামেরা, ইন্টারসেক্টর ভেহিক্যাল, হুইল জেমার, আরএলভিডি ক্যামেরা, এনএনপিআর ক্যামেরা সহ আরো বহু জিনিষ ট্রাফিক দফতরের মাধ্যমে রয়েছে। কিন্তু রাজ্য পুলিশ এই

তথ্যগুলোকে নিজেদের ওয়েবসাইটে আপডেট করার কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করে না। পুলিশের ওয়েবসাইটে বলা আছে, রাজ্য ট্রাফিক দফতরে চারটি স্পীড রেডার, ৮টি ব্রেথ এনালাইজার এবং দুটি ডিজিটাল ক্যামেরা রয়েছে। অর্থাৎ বাকি প্রচুর সংখ্যক আধুনিক যন্ত্রপাতি নির্ভর বিষয়গুলোকে অবজ্ঞা করা হয়েছে ওয়েবসাইটে। অথচ রাজ্য পুলিশের ওয়েবসাইটে বলা আছে, এটি ডিসেম্বরের ১৩ তারিখ আপডেট করা ওয়েবসাইটে ট্রাফিক দফতরে এ বিষয়গুলো নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই কোষ বিভাজন। গত বহু মাসের মধ্যে ট্রাফিক পুলিশের তেমন কর্মকাণ্ড শহরবাসীর

চোখে পড়ে না। শহর জুড়ে বেআইনি পার্কিং বাড়ছে। বিভিন্ন সড়ক নিয়ম কবেরেই বেআইনি পার্কিং-এর দখলে চলে যায় সকাল থেকেই। উচ্চ আদালতের নির্দেশ অমান্য করেও শহরের বহু জায়গায় যানবাহন রেখে দেন চালকরা। দুর্ঘটনাও পাল্লা দিয়ে বাড়ছে প্রতি মাসে। এতো কিছু'র পরও ট্রাফিক দফতরের আলাদা কোনও ওয়েবসাইট কেন নেই, কেনই বা রাজ্য পুলিশ এই দফতরটিকে সংসত্তানের মতো দেখে আসছে, থাকা সত্ত্বেও কেন পুলিশ সদর দফতরের তরফে ওয়েবসাইটে প্রতিটি বিষয় আপডেট করা হয় না—

● এরপর দুইয়ের পাতায়

ডায়ালিসিসের জল নেই রোগীরা কাতর যন্ত্রণায়

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ ডিসেম্বর।। সোমবার সকালের পর থেকেই রোগীর পরিবার যখন উড়িয়ে সময় কাটাচ্ছিলেন, তখন দুপুরের পর ওই পরিবারগুলোর মাথায় বাজ পড়ছে যেন! সকালের পর থেকেই কিডনি ডায়ালিসিস করার জন্য যেসব রোগীদের লম্বা লাইন লেগেছিলো জিবি হাসপাতালে, তারা সকলেই চোখের জল আর নাকের জল এক করেছেন এদিন। পেছনে যে কারণটি দায়ী, তা হতশাশ্বত। বিশুদ্ধ যে তরল পদার্থ (পডুন জল) কিডনি ডায়ালিসিস করার জন্য প্রয়োজন, সেই পানীয়'র অভাবে সোমবার বহু ডায়ালিসিস রোগী বিনা পরিষেবা পেয়ে বাড়ি ফিরে গেছেন। অত্যন্ত কষ্ট সহ্য করেও রোগীরা বিষয়টি মানতে বাধ্য ছিলেন। জিবি হাসপাতাল চত্বরে এই ঘটনা নতুন কিছু নয়। প্রায়শই কিডনি ডায়ালিসিসের রোগীদের এহেন নানা সমস্যা পড়তে হয়। এই বিশুদ্ধ জলটি যদি শহর বা রাজ্যের কোথাও কোনও ওষুধের দোকানে বা খুচরো বিক্রি হতো, তাহলে রোগীর পরিবার অবধারিত তা কিনে আনতেন। কিন্তু এই জলটি 'গভর্নমেন্ট সপ্লাই'। অর্থাৎ সরকার এই জলটি নিজেই কিনে এনে হাসপাতালে সরবরাহ করে। গত বেশ কয়েক কিস্তিতে ডায়ালিসিস করার জন্য জল নেই, এই পরিস্থিতিতে রোগীদের পড়তে হয়েছে। নেতা-মন্ত্রীরা প্রতিদিন মঞ্চ দাঁড়িয়ে 'সব আছে' ফর্মুলা আওড়াতে বাস্তব। গত সরকারের সময়কালে কোনও কিছুই হয়নি এবং এখন সবই দুর্দান্তভাবে হচ্ছে— এই বিষয়টি নিয়ম করে প্রচার করতে গিয়ে বিভিন্ন শিখার মতো ছড়িয়ে পড়ছে বর্তমান সরকার। এমনই এক পাকে জড়িয়ে পড়ার ঘটনা প্রতিদিন রাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতালে ঘটে চলেছে। হাসপাতালগুলোতে কখনো অপারেশন করার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের অভাব ঘটে তো কখনো ওষুধপত্রের। গত কয়েকদিন ধরে শহরের তথা রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে নির্দিষ্ট একটি রোগের রোগীরা মহাবিপাকে। জানা গেছে, জিবি হাসপাতালে

● এরপর দুইয়ের পাতায়

পর্যটন ও মিলনমেলায় বিপন্ন 'সংহতি', ভাটার টান

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১৩ ডিসেম্বর।। বাম আমলের দীর্ঘ সময় ধরে বিলোনিয়ার রাজনগরের চন্দ্রপুর মসজিদকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিলো সংহতি মেলা। বিজেপি আমলে তারিখ পরিবর্তন হয়ে সেই সংহতি মেলার নামও পরিবর্তন হয়ে যায়। এই আমলে শুরু হয় ডিমাভলি পর্যটন ও মিলনমেলা। দুই আমলের মেলার রূপ, সৌন্দর্য, আকর্ষণ, উপস্থিতি আর গাভীর্থকে যদি ম্যানদও হিসেবে ধরে নেওয়া হয় তাহলে বাম আমলে চলে আসা সংহতি মেলার কাছে যে এই আমলের পর্যটন ও মিলনমেলা হেরে ভুত হয়ে গিয়েছে। এদিন এর ইঙ্গিত স্পষ্ট পাওয়া গিয়েছে অনুষ্ঠানের সভাপতি তথা দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সহ-সভাপতি বিজয় দাসের বক্তব্যে। বামেদের সঙ্গে কট্টর রাজনৈতিক বিরোধিতা থাকলেও

বিভীষণ দাস এদিন পর্যটন ও মিলনমেলাকে নিয়ে যেসব প্রশ্ন তুলেছেন, তা একেবারেই সমঝোপায়ী বলে স্থানীয় মানুষেরা মনে করছেন। মেলার রূপ, সৌন্দর্য আর গুরুত্ব যে এই আমলে তেমন বিশেষ দাম পায়নি বরং ছড়ে ছড়ে মেলার হৃদ কেটেছে। তা তুলে ধরেছেন বিভীষণ দাস। যেভাবে পর্যটন ও মিলনমেলা নাম

দিয়ে সংহতি মেলাকে সরকারি ক্যালেন্ডার থেকে ছেঁটে দেওয়া হয়েছে এতে কার্যত স্ফোভই প্রকাশ করেছেন তিনি। একই সঙ্গে প্রশ্ন তুলেছেন, মেলাটি যদি সরকারি ক্যালেন্ডার থেকে বাদই পড়ে যায় তাহলে বিডিও কেমন করে এই মেলার আত্মীয় হতে পারেন। অবশ্য বিভীষণবাবুর এই উত্তর দেওয়ার

● এরপর দুইয়ের পাতায়

An Initiative by Joyjit Saha

Big Books

THINK BIG

NURSERY | CBSE | TBSE | COMPETITIVE | COLLEGE | UNIVERSITY

AN ISO 9001:2015 CERTIFIED COMPANY

পারুল প্রকাশনী

SINCE 1981

9774414298

মতব্রতা 'পারুল' নামের পরে প্রকাশনী দেখে পারুল প্রকাশনী'র বই কিনুন!

AGARTALA KOLKATA NEW DELHI GUWAHATI

53 Shishu Uddyan Bijnani Bhatan A. K. Road Agartala 799001

সোজা মাপ্টা

অন্য কোন এজেন্ডা?

যতটুকু খবর, আগরতলা পুর নিগমের যিনি মেয়র তিনি মাসে ভাতা পাবেন ১৫০০ টাকা। ডেপুটি মেয়র পাবেন মাসে ১২০০ টাকা। নিগমের বাকি ৪৯ জন কাউন্সিলার কোন মাসিক ভাতা পাবেন না। কাউন্সিলারদের কোন পেনশনও নাকি নেই। অর্থাৎ সরকারিভাবে আগরতলা পুর নিগমের মেয়র এবং ডেপুটি মেয়র ছাড়া অন্যদের কোন মাসিক ভাতা নেই। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, তাহলে যারা এত কষ্ট করে এত টাকা খরচ করে পুর নিগমের কাউন্সিলার হলেন তারা চলবেন কিভাবে বা তাদের সংসার কিভাবে চলবে। যেহেতু সরকারি চাকুরিরত কেউ পুর নিগম ভোটে প্রার্থী হতে পারেন না তাই এখানে সরকারি বেতনের কোন সুযোগ নেই। তবে ব্যবসা-বাণিজ্য, ঠিকাদারি ব্যবসা, বেসরকারি সংস্থা বা ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকুরির সমস্যা নেই। এবার পুর নিগম ভোটে যেভাবে টাকা খরচ করা হয়েছে এখনও যেভাবে বিজয় উৎসব, বিজয় সমাবেশ, শুভেচ্ছা সমাবেশের নামে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হচ্ছে তাতে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, প্রার্থীরা এত টাকা পেলেন কোথা থেকে? এমনও অভিযোগ যে, কোন কোন কেন্দ্রে নাকি বিরোধী দলের প্রার্থীদের ম্যানেজ করা হয়েছে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে। ভোটের দিন নাকি কোন কোন কেন্দ্রে হাজার মানুষের খাবারের ব্যবস্থা ছিল। বুঝে নিন হাজার মানুষের থাকা-খাওয়ার খরচ কত। চোখে দেখা যে, এবার আগরতলা পুর নিগম ভোটে অধিকাংশ কেন্দ্রে কিভাবে কোটি কোটি টাকা খরচ হলো। তবে প্রশ্ন হচ্ছে, পুর নিগম থেকে তো কোন সরকারি রোজগার নেই তাহলে এই কোটি কোটি টাকা যে খরচ হলো তা ফেরত আসবে কোন পথে? তবে কি অন্য কোন এজেন্ডা তৈরি হয়ে আছে টাকা ফেরতের?

যানজট নাগেরজলা, চন্দ্রপুরে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ ডিসেম্বর ১। নাগেরজলা এবং চন্দ্রপুরে ট্রাফিকের ব্যবস্থা নিয়ে গফিকলিভর অভিযোগ উঠেছে। প্রত্যেকদিনই সকালে অফিস টাইমে চন্দ্রপুর এবং নাগেরজলা স্ট্যান্ডের সামনে যানজট লেগে থাকে। এর জন্য মূল দায়ী ট্রাফিক পুলিশ কর্মীরাই বলে জানা গেছে। সোমবারও নাগেরজলা এবং চন্দ্রপুর স্ট্যান্ডের সামনে ব্যাপক ভিড় জমে যায়। নাগেরজলায় প্রত্যেকদিন ভিড় হওয়ার মূল কারণ স্ট্যান্ড থেকে বেরিয়ে আসা দুর্গাপাল্লার বাসগুলি। নাগেরজলায় ইলেকট্রনিক ট্রাফিক সিগন্যাল মেশিন বসানো আছে। কিন্তু প্রায়ই দেখা যায় সিগন্যালের সময় পেরিয়ে যাওয়ার পরও রাস্তার মাঝপথে দাঁড়িয়ে আছে বাস। যে কারণে আমতলির দিক ব্যাপক ভিড় জমে যায়। এটা প্রত্যেকদিনের ঘটনা। ভিড় নিয়ে ক্ষোভ তৈরি হচ্ছে সাধারণ যাত্রীদের মধ্যে। বেশিরভাগই তাদের দক্ষিণাভাগের সামনে এসে ভিড়ে আটকে যান। এই ভিড় বাড়িয়ে দেয় বাস। উপস্থিত ট্রাফিক পুলিশ কর্মীরা নাকি কখনোই ভিড় নিয়ন্ত্রণ করতে

সিটির উপর বিরক্ত হচ্ছেন শহরবাসীরা। কবে নাগাদ শহরে যানজট মুক্ত করবে আগরতলা পুর নিগম এবং ট্রাফিক পুলিশ উদ্যোগ নেনেব তার দিকে চেয়ে আছেন শহরবাসীরা। এমনিতেই শহরে বোমাইনি পার্ক ব্যাপকহারে বেড়েছে। রাস্তার সব পাশেই গরিয়ে উঠেছে পেইড পার্কিং জোন। প্রত্যেকদিন বাইক রাস্তাতে একেজনের ৪০ থেকে ৫০ টাকা খরচ হচ্ছে। অথচ শহরে পার্কিংয়ের জন্য নিমুস্তরা বাইক চুরি হলে দায়িত্বও নিতে নারাজ। তাদের কাছে পার্কিংয়ের ফি আদায়ের লাইসেন্স পুর নিগম থেকে সঠিক উপায়ে দেওয়া হয় না বলে অভিযোগ উঠেছে। যে কারণেই ভিড়ে যাত্রা এবং পার্কিংয়ের জায়গা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। যানবাহনের চলাচলের ক্ষেত্রেও অসুবিধায় পড়ছেন চালকরা। ট্রাফিক এবং আগরতলা পুর নিগম এখন পর্যন্ত যৌথভাবে এই সমস্যার সমাধানের উদ্যোগ নেয়নি বলে অভিযোগ। ট্রাফিক পুলিশের মূল লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে জরিমানা পাহাড় বাড়ানো। এমনই অভিযোগ সাধারণ যানচালকদের। অথচ যে পুলিশ কর্মীরা ছবি তুলতে ব্যস্ত থাকেন, তারা একটু চেষ্টা করলেই সহজই শহরের বিভিন্ন এলাকা যানজট মুক্ত রাস্তাে পারেন বলে অভিমত শহরবাসীদের।

চূড়ান্ত সময় বেঁধে দিলো ১০৩২৩

● **তিনের পাতার পর** ১০৩২৩ শিক্ষকদের দেওয়া প্রতিশ্রুতির কথাও তুলে ধরেন। তিনি পরিষ্কারভাবে জানান পাঁচদিনের মধ্যে জবাব না পেলে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে নামতে চলেছি। আন্দোলন কি ধরনের হবে তা পরবর্তী সময়ে আলোচনা করে ঠিক করা হবে। যাই হবে তার জন্য দায়ী থাকবে শিক্ষা দফতর এবং এই দফতরের মন্ত্রী।

এডিসিতে নিজস্ব পুলিশ

● **তিনের পাতার পর** অনুমোদন করেছিল। কিন্তু পুলিশ রুলস তৈরি করতে ১০ দিনের বিশেষ অধিবেশন প্রয়োজন। এই সময়ে পুলিশ রুলস তৈরির জন্য জনপ্রতিনিধিগণ আলোচনা করেন। তারপর রুলস তৈরি করা হবে। রুলস তৈরি হবার পর এডিসি পুলিশ বিভাগে সরাসরি লোক নিয়োগ করতে পারবে। এডিসির চেয়ারম্যান শ্রীদেববর্মাকে বিশেষ অধিবেশন ডাকতে হবে। তিনি আরও বলেন, এডিসি এলাকায় জনজাতিদের অস্তিত্ব সংকট দেখা দিয়েছে। ১৯৮৫ সালে এডিসি গঠন হবার সময় জনজাতি জনসংখ্যা ছিল ৮৮ শতাংশ। অন্যান্য সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা ছিল ২২ শতাংশ। আজকের দিনে জনজাতির জনসংখ্যা ৮৪ শতাংশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। অন্যান্য সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ১৬ শতাংশ গিয়ে দাঁড়িয়েছে বলে তিনি মন্তব্য করেন। এই থেকেই প্রমাণিত এডিসি এলাকায় জনজাতি জনগণের সংখ্যা কমেছে। এডিসিতে মাত্র নতুন পরিচালন কমিটি ক্ষমতায় এসেছে। এখন ও বাজেট তৈরি করা সম্ভব হয়নি। ২০২১-২২ বাজেট তৈরি হবার পর পরিচালন কমিটি এডিসি এলাকার উন্নয়নে কাজ আরম্ভ করবে। জনগণের আশা আকাঙ্খা পূরণে প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মার নির্দেশ চলছে। দুঃস্থদের কন্ডল বিতরণ আরম্ভ করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, মহারাজাদের আমলে হাসপাতাল, উমাফাট, বোধজ্ঞ, মহারানি তুলসিবতী স্কুল, এম.বি.বি.কলেজ সহ শিক্ষা কেন্দ্র গড়ে তোলেছেন। কিন্তু রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করেতে মহারাজা রাজনৈতিক দল সর্বসময় মহারাজাদের বিরুদ্ধে অপ্রচার করে জনগণকে বিভ্রান্ত করছেন বলে তিনি মন্তব্য করেন। তিনি আরও বলেন মহারাজাই দেশের প্রথম বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সর্বধর্না জ্ঞাপন করেছিল। শাস্তিনিকেতন গড়ে তোলাতে আর্থিক সহায়তা করেছিল। ত্রিপুরার রূপকার বলা হয় রাজাদের। মুখ্যসচেতক তথা এমডিসি রবীন্দ্র দেববর্মী বলেন, কি.বি. হাসপাতাল জুমাগ করতে মহারাজা নিজেদের জমি দান করেছিল। পশ্চিম জাপান জেলায় চোয়ারম্যান তথা সভাপতির ভাষণে রঞ্জিত দেববর্মা বলেন, আর্থিক সীমিত ক্ষমতার মধ্যে এডিসি এলাকার বসবাসকারী জনগণের উন্নয়নে কাজ শুরু করা হয়েছে। উপস্থিত অতিথিবর্গ বিভিন্ন ভিলেজ কমিটি থেকে আগত দুঃস্থ জনগণের হাতে শীতের কন্ডল তোলে দিয়েছেন।

জেগে উঠছে

● **ছয়ের পাতার পর** সক্ষম। তাঁরা এখন সমুদ্রের আরও গভীরে, বলা যায় একবোরে শেষ প্রান্তে জীবনের সন্ধান করছেন। গভীর সাগরের এই অণুজীবগুলো দলবদ্ধভাবে অবস্থান করছে বিশাল অ্যাবাইসাল প্লেনের একাংশে, যা সমুদ্রের তলদেশে প্রায় ৩৭০০ থেকে ৫৭০০ মিটার পর্যন্ত বিস্তৃত। কোচির জাপান এজেন্সি ফর মেরিন সায়েন্স এন্ড টেকনোলজির অণুজীব বিজ্ঞানী ইয়াকি মোরানো ২০১০ সালে আরও কিছু গবেষকদের নিয়ে সমুদ্রের তলদেশে অভিযান চালান। তাঁরা দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় ঘূর্ণি এর নিচের অ্যাবাইসাল প্লেনের অংশবিশেষ হতে নমুনা সংগ্রহ করেন। প্রশান্ত মহাসাগরীয় এ অংশের পানিতে কিছু পুষ্টি উপাদান পাওয়া যায়। ধারণা করা হয়, সেখানকার ফাইটোপ্লাট্টোনগুলো জ্বালা গরু এ উপাদানগুলোর প্রয়োজন হয়। এভাবে তারা সাগরে জীবনধারা প্রবাহিত হতে সহায়তা করে। সাগরের এই অংশে এভাবে অত্যন্ত ধীরে সেডিমেন্ট বা তালনি জমার কারণে পানির অক্সিজেন ভেতরে প্রবেশ করতে পারে। এভাবে তালনি থেকে কার্বন, নাইট্রোজেনসহ অন্যান্য পুষ্টি উপাদান গ্রন্থন করার পর অণুজীবগুলোর পরবর্তী গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করেন মোরানোর গবেষক দলটি। সেডিমেন্টের অণুজীবগুলোর ভেতরে আলফাপ্রোটোব্যাকটেরিয়া ও গামাপ্রোটোব্যাকটেরিয়া প্রজাতির অণুজীবদের উপস্থিতি সবচেয়ে বেশি দেখতে পাওয়া যায়। তারা খাবারের প্রতি দ্রুত প্রতিক্রিয়া দেখাতে শুরু করে। পরীক্ষার শেষ পর্যায়ে বিজ্ঞানীরা দেখতে পান, এদের সংখ্যা প্রায় চারগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। শুধু নবীন অণুজীবই নয়, সেডিমেন্টের ভেতরে আটকে পড়া সবচেয়ে প্রাচীন অণুজীব, যেগুলো প্রায় ১০১.৫ মিলিয়ন বছর পুরনো, তাদের ৯৯.১ শতাংশ আবার জেগে উঠেছে। এভাবে বরফ গলে, সাগরের তলদেশে, ভূগর্ভস্থ ক্রিস্টলের ভেতর আটকে পড়া ক্ষতিকর ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক প্রতিনিয়ত মুক্ত হচ্ছে। ইউরোপের আক্স সর্বভূমালার গ্লেন্সিয়রগুলো বিপদজনক অবস্থায় রয়েছে। বিজ্ঞানীরা সম্প্রতি দেখানো অনেক ক্ষতিকর অণুজীবের সন্ধান পেয়েছেন। আমরা এখনও জানি না, এসব অণুজীব পৃথিবীতে নতুন কোনো মহামারী সৃষ্টি করবে কি না। তবে মানবজাতির সামনে যে এসব প্রাচীন অণুজীব বেঁচে থাকার লড়াইয়ে প্রতিনিয়ত নতুন সব চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিচ্ছে, তা আর আলাদা করে বলার কিছু নেই।

জলে পড়ে গেলেন!

● **সাতের পাতার পর** জন্য কম। আমাকে অতিরিক্ত পরিশ্রম করতে হয়। শরীরের উপর বেশি প্রভাব পড়ে। প্রতিযোগিতা শেষ হওয়ার পরে হঠাৎ চোখের সামনে সব কিছুর অন্ধকার হয়ে যায়। জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। তার পর আর কিছু মনে নেই। আমার প্রাণ বাঁচানোর জন্য লাইফগার্ডকে অনেক ধন্যবাদ।" এই প্রসঙ্গে কনভ জানিয়েছেন, তাঁদের এই মুহূর্তের জন্যই প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। তিনি শুধু নিজের দায়িত্ব পালন করছেন। দুর্ঘটপ্রিয়াকে জল থেকে তোলার পরে তিনি দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠেন বলেও জানিয়েছেন কনভ।

অনুশীলনে চোট পেলেন রোহিত

● **সাতের পাতার পর** দুরত্ব রেখে নিজস্বীও তোলেন। তবে পরের দিকে জানা যায়, তাঁর ব্যথা বেড়েছে। তাই রোহিত যে সুস্থ, তা এখনই চূড়ান্ত করে বলা যাচ্ছে না। অনুশীলনে রঘুর বল সাধারণত একটু বেশিই লাফায়। এর আগে রহাণের আঙুল ভেঙেছিল রঘুর স্ত্রো ডাউন খেলতে গিয়ে। সোমবার আক্রান্ত হয়েছেন রোহিত। এই চোটে দক্ষিণ আফ্রিকা সফর থেকেই তিনি ছিটকে যান কিনা, সেটাও এখন দেখার। নিভৃতবাসে যাওয়ার আগে ভারতীয় ক্রিকেটাররা একে অপরের সঙ্গে মজা, খুনসুটিতে মেতে ওঠেন। পছ্ বিভিন্ন সতীর্থের পিছনে লাগতে থাকেন। আগামী ১৬ ডিসেম্বর বিশেষ চার্চার্ড বিমানে দক্ষিণ আফ্রিকা যাবে ভারত।

বারাণসীর গঙ্গারতি দর্শন

● **ছয়ের পাতার পর** অন্য মাত্রায় পৌঁছে দিয়েছে। এ দিন বারাণসীর সমস্ত ঘাট প্রায় ১১ লক্ষ প্রদীপ জ্বালিয়ে সাজিয়ে তোলা হয়েছে। ঘাটে ঘাটে প্রদীপ জ্বালানোর জন্য একাধিক দল গঠন করা হয়েছিল। শুধু প্রদীপ জ্বালানোই নয়, সমস্ত ঘাটে রং দিয়ে আলপনাও আঁকা হয়েছে। সাজানো হয়েছে ফুল দিয়ে। গঙ্গার ঘাট ছাড়াও গোটা কাশী শহরের প্রতিটি ঘরে, পাড়ায় প্রদীপ জ্বালানো হয়েছে এই বিশেষ দিনে।

টর্পেডোর সফল পরীক্ষা ভারতে

● **ছয়ের পাতার পর** টর্পেডো বহনকারী মিসাইলটি। জলপথে সাবমেরিন যুদ্ধের ব্যবহারের জন্য বিশেষভাবে ডিজাইন করা হয়েছে বর্তমান ক্ষেপণাস্ত্রটিকে। 'নেস্কাট জেনারেশন স্মার্ট টর্পেডো সিস্টেম' মিসাইলটি সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তি ব্যবহার করে ভারতের প্রতিরক্ষা গবেষণা ও উন্নয়ন সংস্থা তৈরি করেছে। সোমবারের সফল উৎক্ষেপণের ফলে ভারতীয় সেনায় খুব শীঘ্রই সংযুক্ত করা হবে এই ক্ষেপণাস্ত্রটিকে। ডিভারডিও সূত্রে জানা গিয়েছে, সর্বাধিকার প্রযুক্তিতে তৈরি নেস্কাট জেনারেশন স্মার্ট টর্পেডো সিস্টেম' মিসাইলটি মূলত ভারতীয় নৌবাহিনীর জন্যই তৈরি করা হয়েছে। এর ফলে নৌসেনার শক্তি বাড়বে অনেকটাই। প্রসঙ্গত, সম্প্রতি পোখরানে পিনাকা রকেট লঞ্চার সিস্টেমের সফল পরীক্ষা করে ডিভারডিও। ৩ দিন ধরে চলে এই পরীক্ষা। সেনার সঙ্গে যৌথভাবে এই পরীক্ষা চালায় ডিভারডিও। বিভিন্ন মাত্রার ২৪টি রকেট ছোঁড়া হয়। এর মধ্যে অধিকাংশই ছিল নতুন করে বর্ধিত পরিসীমার রকেটের পরীক্ষা। এই সিস্টেম থেকে ৪২-২ সেকেন্ডে নিক্ষেপ করা যায় ৭২টি রকেট। এদিকে চলতি বছরেই ইন্টি-৫ ব্যালিস্টিক মিসাইলের সফল পরীক্ষামূলক উৎক্ষেপণ করে ভারত। প্রায় ৫ হাজার কিলোমিটার পর্যন্ত আঘাত হানতে সক্ষম পারমাণবিক অস্ত্রবহনে সক্ষম এই ক্ষেপণাস্ত্রটি। ওড়িশার আবদুল কালাম ইন্সটিটিউট টেস্ট রেঞ্জ এই মিসাইলটি পরীক্ষা করা হয়। অগ্নি-৫ ব্যালিস্টিক মিসাইলটিও সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তি তৈরি করে ভারতের প্রতিরক্ষা গবেষণা ও উন্নয়ন সংস্থা। ২০২০ সালে এই পরীক্ষামূলক উৎক্ষেপণ হওয়ার কথা থাকলেও করোনা মহামারীর জন্য তা পিছিয়ে যায়।

মন খারাপ, অবসাদ হচ্ছে?

● **ছয়ের পাতার পর** পারেন। সেই সময় বা দায়িত্ব নেওয়ারই সুযোগ না থাকলেও রয়েছে উপায়। স্থানীয় পথ কুকুরদের খেতে দিন, দেখভালের ব্যবস্থা করুন। দেখবেন মন ভাল হয়ে যাবে।

৭. পিঙ্ক কাল্ডিক সব বলুন

বিশ্বস্ত কাউকে নিজের মনের কথা জানান। তিনি আপনার স্ত্রী, মা-বাবা, ভাই-বোন, বন্ধু এমনকি সম্পূর্ণ অচেনা কেউ-ও হতে পারে। পরামর্শ নান, শুধুমাত্র নিজের মধ্যে জমে থাকা ভাবনা বের করতেই কথা বলুন। চাপমুক্ত হবেন।

৮. মনোবিদের পরামর্শ নিন

শরীর খারাপ হলে আমরা চিকিৎসককে দেখাই। মন খারাপ হলে দেখাই না কেন? ভয় পাবেন না। মনোবিদের পরামর্শ নিন।

ব্রাত্য ট্রাফিক দফতর

● **প্রথম পাতার পর** এ বিষয়গুলোর সঠিক জবাব পাওয়া মুশকিল। সূত্র মারফৎ জানা গেছে, যে যন্ত্রপাতিগুলোর কথা এই খবরে উল্লেখিত, সেগুলোর মধ্যে অনেকগুলোই অকেজো হয়ে পড়ে আছে। ট্রাফিক দফতরে রেথ এনালাইজার টিকভাবে কাজ করছে মোট ৮টি। কেলিরেশনের অভাবে ২২টি রেথ এনালাইজার অকেজো হয়ে পড়ে আছে বলে খবর। দফতর এই বিষয়গুলো উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে বহুবার জানিয়েছে। কিন্তু পুলিশের সদর দফতর থেকে কোনও সদুত্তর পাওয়া যায়নি বলে বিষয়গুলোর সুরাহা হয়নি।
প্রতিনি়ন শহরে আরো ব্যাপক পরিমাণে ট্রাফিক কর্মীদের উপস্থিতি প্রয়োজন। নিয়োগের ক্ষেত্রেও দফতর বব সমস্যার সম্মুখীন। এই সার্বিক বিষয়গুলো নিয়ে এদিন ট্রাফিক এসপি শর্মিষ্ঠা চক্রবর্তীর সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হয়। কোনওভাবেই এই অধিকারিকের সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ সম্ভবপর হয়নি।
প্রতিটি বিষয় নিয়ে উনার তথ্য দফতরের বক্তব্য না হলে বিস্তারিত ছাপানো যেতো। তবে, রাজা পুলিশের ওয়েবসাইটে ট্রাফিক পুলিশ বিষয়টি কতটা রাস্তা, তা সহজই অনুমেয়। প্রায় ৩০ বছর আগে জন্ম হওয়া একটি দফতর এখনো সংসন্ধানের ‘আদরে’ বড় হচ্ছে প্রতিদিন। এই আদর যে আদতে অনাদরের সমান, তা শহরবাসীরা প্রতিদিন পথে পা রাখলেই অনুভব করতে পারেন।

ওমিক্রন প্রথম মৃত্যু ব্রিটেনে

● **প্রথম পাতার পর** ওমিক্রনের তরঙ্গ। এর জন্য সচেতন থাকা জরুরি। তবে, ওমিক্রনে মৃত ব্যক্তি সম্পর্কে এর বেশি তথ্য নেননি বরিস। তাঁর বিদেশে যাওয়ার কোনও ইতিহাস ছিল কি না, তা-ও জানা যায়নি সোমবার এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত। ২৭ নভেম্বর সে দেশে প্রথম ওমিক্রন আক্রান্ত চিহ্নিত হওয়ার পর নানা বিধি-নিষেধ জারি করা হয়। রবিবার প্রধানমন্ত্রী দেশব্যপী বৃস্টার টিকা নেওয়ার পরামর্শ দেন। স্বাস্থ্য সচিব সাজিদ জাহেদ বলেন, “করোনার ওমিক্রন রূপ দেশে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। আক্রান্তের ৪০ শতাংশ ওমিক্রনে সংক্রমিত।”

রোগীরা কাতর যন্ত্রণায়

● **প্রথম পাতার পর** রোগী এবং রোগীর পরিবার গত কয়েকদিন ধরেই বিষয়টি নিয়ে চরম সমস্যায় ভুগছেন। কিভনি ডায়ালিসিস করার জন্য পরিমার্ণিত জল অত্যন্ত প্রয়োজন। কিন্তু জিবিপি হাসপাতালে ওই জলের আকাল। হেমোডায়ালিসিস বাইকার্বোনেট পার্ট-এ নামক ওই তরল পদার্থটি থাকলে কিভনিজাতিত সমস্যায় যেসব রোগীরা ভুগছেন, তাদের ডায়ালিসিস করার কাজটি সুন্দরভাবে ডাক্তারবাবুরা সম্পন্ন করতে পারেন। গত কয়েকদিন ধরে ওই প্রয়োজনে তরল পদার্থটি না থাকার কারণে টিকভাবে কিভনি বৃস্টার টিকা নেওয়ার পরামর্শ দেন। স্বাস্থ্য সচিব সাজিদ জাহেদ বলেন, “করোনার ওমিক্রন রূপ দেশে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। আক্রান্তের ৪০ শতাংশ ওমিক্রনে সংক্রমিত।”

পুলিশের বাসে হামলা, মৃত ৩

● **ছয়ের পাতার পর** বাটালিয়নের সদস্য ছিলেন ওইসব পুলিশকর্মী। উল্লেখ্য, পুলিশের বাসে এই হামলা মনে করিয়ে দেয় ২০১৯ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি পুলওয়ামায় সিআরপিএফ কনভয়ে হামলার কথা। ওই হামলায় প্রাণ হারান ৪০ জওয়ান ও কাম্বীর হাইওয়েতে বিস্ফোরক ভর্তি একটি গাড়ি নিয়ে কনভয়ের একটি বাসে থাকা মারে এক জইশ জঙ্গি।

এক স্কুলেই তিনবার চুরি

● **প্রথম পাতার পর** কোয়ার্টার, মাঝখানে একটি রাস্তা শুধু। মন্দি্রদের থাকার জায়গার মুখেই স্থায়ী পুলিশ পিকেট বসানো আছে। বিধায়কদের হোস্টেলের গেটেও পুলিশ থাকার কথা। এই স্কুলের গেট থেকে দেখা যায় পুলিশের সদর দফতর। তারপরেও পর পর চুরি হয়ে যাচ্ছে স্কুলটিতে। স্কুল কর্তৃপক্ষ হতাশ, হতাশ অভিভাবহরাও। এই নিয়ে পুলিশের বক্তব্য জানা যায়নি। আরেকটি মারাত্মক অভিযোগও এসেছে, এই স্কুলের পাশেই নেশার আসর বসে নিরীমত, হাই-সিকিউরিটি জোনে সরকারি জায়গায় নেশার আসর বসছে, আর তাতে ব্যবশালীরাই জড়িত। বিপজ্জনক ব্যাপার হচ্ছে, এই অঞ্চল যে অরক্ষিত তা বোকাই যাচ্ছে, কেউ যদি পানীয় জলে কিছু মিশিয়ে দেয়,তবে ভয়ঙ্কর অবস্থা হতে পারে। ড্রেনে নেশার খালি পাত্র দেখাই যায় মাঝে মাঝেই। প্রত্যেকবার চুরির পরেই পুলিশ নজরদারি রাখবে বলেছে, তবে চুরি থেমে নেই। হাই-সিকিউরিটি জোনে চোরেরা অব্যব দক্ষতা দেখানোর এমন সুযোগ পাওয়ায়, স্মার্ট সিটির নিরাপত্তা ব্যবস্থার ফটিক্ফাট অবস্থা বেরিয়ে পড়েছে। স্মার্ট সিটির স্মার্টনেসের বর্ণনায় কান পাতা দায়। কয়েকশো মিটার প্লাস্টিক রোড,বহু টাকা খরচ করে বসানো কাজ না করা কিছু কিয়স্ক, কাজ না করা ফ্রি ওয়াই-ফাই, এখানে-সেখানে বসানো ট্রাফিক সিগন্যাল, সামনে রিকশা থাকলেই যা পছন্দ থেকে দেখা যায় না, এমনসব কসমেটিক উন্নতি হয়েছে, কিন্তু হাই-সিকিউরিটি জোনে একই স্কুলে সামান্য কিছুদিনে তিনবার চুরি হচ্ছে। এই লজ্জা স্মার্ট সিটির বুদ্ধিমান সিসি ক্যামেরার চোখে পুচ্ছে না। এক বাড়-জলের সন্ধ্যায় স্মার্ট সিটির এক সইও মুখামন্ড্রীকে সেসব ক্যামেরার স্কিন্ড ডাউন, স্কিন্ড-আপ, ‘প্যান’ ইত্যাদি বলে বলে সিসি ক্যামেরার উপকারিতা বুঝিয়ে ছিলেন, এমনকী এইসব ক্যামেরা রাস্তায় গন্তগোলেও চিনে নিতে পারে, বুঝিয়ে ছিলেন, আর একই স্কুলে তিন চুরি! অপরূপ কান্ধে, আইন-শৃঙ্খলার দারুণ উন্নতি হয়েছে বলে সরকারি দাবি এই সেদিনও শোনা গেছে। এই স্কুলটি আরেক স্কুলের অডিটরিয়াম অংশে পড়ে আছে বহু বছর ধরে, বিজেপি-আইপিএফটি সরকার তাকে একটি নিজের বাড়িও দিতে পারেনি। এই স্কুল থেকেই দফতরকে জানানো হয়েছে ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত কোনও শিক্ষক নেই, প্রয়োজনের ঘর নেই।

ফর্টিফাইড চাল বিপাকে সরকার

● **প্রথম পাতার পর** অভাব থেকে উত্তরণের জন্য মিড-ডে-মিল আইসিডিএস প্রকল্প এবং খাদ্য সুরক্ষা আইনে রেশনের মাধ্যমে যে চাল বিতরণ করা হয় এতে ফর্টিফাইড চাল বিতরণের উদ্যোগ নিয়েছে। ত্রিপুরায় প্রাথমিকভাবে মিড-ডে-মিল এবং আইসিডিএস প্রকল্পে এই ফর্টিফায়েড চালের বিতরণ শুরু হয়েছে। শীঘ্রই রেশনের মাধ্যমে সাধারণ জনগণের মধ্যেও এই চাল বিতরণ শুরু করা হবে বলে খাদ্য দফতর থেকে জানানো হয়েছে। এই ফর্টিফাইড চালে আরুণ, জিঙ্ক, ভিটামিন বি-১২, ফলিক অ্যাসিড ইত্যাদি মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট উপাদান চালের সঙ্গে প্র্যাভিং করে ফর্টিফায়েড চালের শাঁস তৈরি করা হয়। যা মানুষের দেহে মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট উপাদানের দৈনন্দিন চাহিদা অনুসারে সাধারণ চালের সঙ্গে মিশিয়ে বিতরণ করা হচ্ছে। এই ফর্টিফাইড চাল আকার, রঙ ইত্যাদিতে সাধারণ চালের চেয়ে কিছুটা আলাদা হলেও পরীক্ষাগারে এর নমুনা পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে এই চাল যথেষ্ট স্বাস্থ্যকর ও গুণগম্ভূদ। রাজ্য খাদ্য দফতরের পত্রিকাায় বিজ্ঞাপন দিয়ে বলেছে রাজ্যে বাসকারে অহেতুক যেন আতঙ্কিত হয়ে না পড়েন সাধারণ মানুষ। কিন্তু ক’জন দেখেছেন সেই বিজ্ঞাপণ কিংবা যাদের মধ্যে এই চাল বিতরণ করা হচ্ছে তাদের ক’জন পত্রিকা পড়েন। এই চাল বিতরণের আগে যথেষ্ট পরিমাণে জনসচেতনতা বৃদ্ধির প্রয়োজন ছিলো। নিদেন পক্ষে পঞ্চায়েতের সমস্ত নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের এ বিষয়ে সচেতন করে তুলতে মাধ্যমে এবং অন্তঃনয়্যাদি কর্মী ও স্বায়িকারিতা এই সম্পর্কে সচেতন করে তোলার প্রয়োজন ছিলো। পর্যায়ক্রমে এই সচেতনতা নিয়ে যেতো আশা কর্মীদের মধ্যেও। যাতে করে অহেতুক এই সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মধ্যে কোনও সন্দেহ তৈরি হতে না পারে। কিন্তু না জানার কারণেই সাধারণ মানুষের মধ্যে এই চাল নিয়ে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। এই ফর্টিফাইড চাল দেখেই মানুষ বলতে শুরু করে দিয়েছেন, রেশন থেকে প্রস্তুতকর চাল দেখা দিয়েছে। এই চাল খেলে মানুষের বিপদ হতে পারে। অথচ মানুষ যদি হস্তুলিকের সঙ্গে আটার গুণগতমান বৃদ্ধিতে পারেন কিংবা আটা আর ময়দা আলাদা করতে পারেন, সর্বের তেল না সয়ারিন তেল সেটা আলাদাভাবে ব্যব্বেন, কোনটা মাগি কোনটা চাউমিন সেটা বৃদ্ধিতে পারেন সেটা ফর্টিফাইড চালের গুণগতমানও চুলা খতি সাধারণ মানুষের পক্ষেও সম্ভব। কিন্তু সেই মানুষের কাছে এই বার্তা অবশ্যই পৌঁছাতে হবে ফর্টিফাইড চাল স্বাস্থ্যকর এবং গুণসমৃদ্ধ। সরকার ইচ্ছাকৃতভাবেই মানুষের অপুষ্টি দূর করতে এই চাল সরবরাহ করছে। এর সঙ্গে প্লাস্টিকের চালের কোনও সম্পর্ক নেই কিংবা প্লাস্টিকের চাল বলে কিছু হয় কিনা এ নিয়েও প্রশ্নচিহ্ন রয়েছে। কিন্তু কোনওরকম জনসচেতনতা তৈরি না করেই যেভাবে ফর্টিফাইড চাল বিতরণ শুরু হয়েছে, আর আতঙ্কিত মানুষ কেউ কেউ চাল নষ্ট করে ফেলছেন, রান্না করা খাবার বর্জন করছেন শীঘ্রই এই সম্পর্কে সচেতনতা না বাড়ালে যাবতীয় প্রশ্নচিহ্ন এবং আশঙ্কা রেশন ডিলারদের দিকে ধেয়ে আসতে পারে, তা আরেক নয়া বিপদের সূচনা হতে পারে। সরকার নিজেদের দায় রেশন ডিলারদের উপর কেন চাপিয়ে দিতে চাইছে তা নিয়েও সংশয়ের সৃষ্টি হয়েছে।

বিপন্ন ‘সংহতি’, ভাটার টান

● **প্রথম পাতার পর** মতো কেউ মঞ্চে ছিলেন না। যারা মঞ্চে গিয়েছিলেন সেই টিংকু রায়, বিধায়ক শংকর রায় কিংবা নবাদল বণিকেরা মেলাটির ইতিহাস জানেন না বলেই অনেকের অভিমত। যে কারণে মেলায় আমন্ত্রণ জানানো হলেও হাজির ছিলেন না বিধায়ক সুধন দাস। তার অভিযোগ, যত অসম্মানসূচকভাবে একজন বিধায়ককে নেমস্কৃত করা যায় ঠিক ততটাই করেছে এই সরকার। ফলে এই মেলায় উপস্থিত থাকার কোনও প্রয়োজনই মনে করেননি তিনি। উল্লেখ্য, ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর, বারিমা মসজিদ ধ্বংসের পর গোটা দেশ যখন সাম্প্রদায়িকতার আগুনে জ্বলছে তখন চন্দ্রপুরের ডিমান্তির এই মসজিদকে ঘিরে গড়ে উঠেছিলো এক সংহতি বলয়। এর পর ১৯৯৩ সালের ৬ ডিসেম্বর থেকেই তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকার এই মসজিদকে কেন্দ্র করে আয়োজন করে চন্দ্রপুর সংহতি মেলা ও উৎসব। এই উৎসবকে কেন্দ্র করে আচার আয়োজন শুধু ত্রিপুরা কিংবা এই দেশই নয়, বিদেশের বহু মানুষের কাছের এই মেলা হয়ে উঠে ঐক্য ও সংহতিকে রক্ষা এবং মজবুত করার এক অন্যতম উদাহরণ। সংহতি মেলাকে কেন্দ্র করে একলিকে সরকারি দফতরের স্টল, অন্যদিকে দেশ-বিদেশের খাবার, প্রসাদন সামগ্রী সঙ্গে বর্মণ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, আলোচনা, কুইজ, বিতর্ক, নাটক, যাত্রা, কবিতা, হজাগিরি ইত্যাদি নানা রং-বসন্তের অনুষ্ঠান একত্রিত হয়ে সংহতি ও উৎসবকে করে তুলেছিলো একটি যত্ন ও একতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ডিমান্তির চন্দ্রপুর মসজিদ স্থান করে নিয়েছিলো বিশ্ব সংহতির এক ঐতিহাসিক স্থানের। কিন্তু বিজেপি জোট সরকার প্রতিষ্ঠার পর তথা সংস্কৃতি দফতরের উদ্যোগে আয়োজিত সংহতি ও মেলা উৎসবে কাটা পড়ে যায় জৌলুস। ৬ ডিসেম্বরের সংহতি ও উৎসব পাল্টে যায় ১০ ও ১২ ডিসেম্বরে। নাম হয় ডিমান্তি পর্বটন ও মিলনমেলা। এবার স্থানীয় সিপিএম বিধায়ক সুনীল দাসকে জড়ানো আমন্ত্রণ ছিলো এবং এর মধ্যে অপমানের ভরা নিদর্শন ছিলো বলে স্থানীয় বিধায়ক জানিয়েছেন। সেই কারণে তিনি অনুষ্ঠানটিকে বয়কট করেছেন। রাজনগরের বিধায়কের অভিযোগ, টিংকু রায় না হয় টিআইডিসির চেয়ারম্যান হিসেবে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকেছেন কিন্তু নবাদল বণিক কি হিসেবে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। কিভাবেই বা অনুষ্ঠান মেঞ্চে ছিলেন রাজনগরের মণ্ডল সভাপতি। বর্তমান সরকার রাজনৈতিক দল আর সরকারের সীমানার সব রকম বেড়া উপড়ে ফেলে দল আর সরকারে কোনও সীমারেখা রাখেনি এই মেলাকে কেন্দ্র করে। সমাজদ্রোহীদের সমাবেশ ঘটানো হয়েছে বলেও সিপিএম বিধায়ক অভিযোগ করেছেন। তবে এবারের মেলায় ৮টি সরকারি স্টল আর কিছু দোকান হাজির হয়েছে বলে জানা গেছে। তবে বোা বহিষ্কতে টান লেগেছে বলেই ব্যবসায়ীদের অভিযোগ। বাজি আমলে যেভাবে এই মেলাকে কেন্দ্র করে ইহেব্রাড় পড়ে যেতো, দেশ-বিদেশের গুণী মানুষদের আমন্ত্রণ জানিয়ে নিয়ে আসা হতো, নাচ-গান-কবিতায়-কুইজ্জে-বিতর্কে-যাত্রাপালায় ডিমান্তি হল হয়ে উঠতো পর্যটকদের ঠিকানা। রাজ্য দেশ এবং বিদেশের মানুষদের কয়েকদিনের জন্য আশ্রয়স্থল — সেটা এখন ইতিহাস বলেও মনে করছেন রাজনগরের মানুষ।

সেটিং রাজনীতিতে সফল ভারত

● **প্রথম পাতার পর** গিয়ে মমতা প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে এই প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছেন। আর মমতার কঠর কংগ্রেস বিরোধিতার আবহে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও আওনে যি ঘেলে আলো এবং উজ্জ্বল দুটোই ছড়িয়েছেন রাজনীতির নরেন্দ্র। যে কারণে আরএসএস মুখপত্র স্বস্তিকা বলেছে—এবার নাকি কাটা ঘাঁয়ে নুনের ছিটা পড়েছে। ভাগ হয়ে গিয়েছে বিরোধী শিবির। কংগ্রেস অরুণ মমতা-মোদির এই সম্পর্কে সেটিং হিসেবেই দেখছে। একই সঙ্গে মনে করছে মমতাবির বিজেপি বিরোধিতা আসলে সবাত্রে সাজিয়ে রাখা এক নাটক। একই কথা বলেছে সিপিএমও। কিন্তু তৃণমূল বলছে দেশের প্রধানমন্ত্রী শুধু বিজেপির প্রধানমন্ত্রী নন। ফলে তাকে আন্তর্জাতিক আলদার এই শিল্প সম্মেলনে আমন্ত্রণ জানানতেই পারেন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু আরএসএস মুখপত্র এখনোই দেখছে সেটিং। তাদের ব্যাখ্যা — সতি অর্থেই মমতা এবং মোদির রাজনৈতিক বোঝাপড়া এখন পরিণত রূপ নিয়েছে। নইলে বিজেপি বিরোধিতার ময়দান ছেড়ে হঠাৎ করে কংগ্রেস বিরোধী অবস্থানে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার কোনও প্রয়োজন ছিলো না মমতার কাছে। এবার যেটা করা হচ্ছে সেটা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যকে সামনে রেখেই করা হচ্ছে। স্বস্তিকা বলছে, মমতা আর মোদির মধ্যে যে ‘রাজনৈতিক রসায়ন চলছে তা বুঝা যায় কিন্তু সঠিকভাবে ধরা যায় না। তুলে ধরা যায় শুধু কিছু এলোমেলো তদন্তের নমুনা। প্রশ্ন উঠতেই পারে, যে আরএসএস-র রাজনৈতিক জঠরে জন্ম নিয়েছে জনসংখ্য কিংবা বিজেপি, সেই আরএসএস হঠাৎ করে এমন গোপন কথা প্রকাশ্যে বা আনতে গেলো কেন? অনেকের মতে, এখানেও রয়েছে রাজনৈতিক কার্যকারণতা। আপাতত বিজেপির নরম বিরোধিতা আর কংগ্রেসের কঠর বিরোধিতা সামনে রেখেই এগোবেন মমতা। যা কথা হবে সব ২০২৫-এ। আপাতত বিজেপির প্রধান বিরোধী মুখই হন মমতা কিংবা বিজেপির গোপন বন্ধু হিসেবেই থাকুন, কোথাও না কোথাও একটা সেটিং যে কাজ করছে এটা সামনে চলে এসেছে। আর এটাকেই এবার সিলমোহর দিয়েছে আরএসএস-র বাংলা মুখপত্র স্বস্তিকা।

সোমবারেও বল ছুঁড়লেন মমতা ব্যানার্জি, ‘খেলা হবে’র ডাকে বিজেপি বিরোধিতার বাজার ধরে প্রধান মুখ হওয়ার চেষ্টায় গোয়ায়ও সভা করলেন, পশ্চিমবঙ্গ থেকে বাইরে তৃণমূলকে টেনে নিয়ে যেতে না পারলে রাজ্য ছাড়িয়ে কংগ্রেসের নেতা হওয়া যাবে না। প্রকাশ্যে এখন তৃণমূল মান্নে মমতাবত এই ইচ্ছা এবং চেষ্টার দৌড়ঝাঁ দিয়ে স্বেচ্ছ থেকে বল ছোঁড়া ‘খেলা হবে’ চেহারা তৃণমূল প্রধান, মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জিকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির হাতের পুতুলই বানিয়ে ছেড়েছে স্বস্তিকার প্রবন্ধটি। সেই লেখা মমতা ব্যানার্জির বিজেপি বিরোধিতার মুখকে মুখোশ বলে উপস্থিত করছে পাঠকের সামনে, প্রধান মুখ নয়। ‘প্রধান মুখ’ হওয়া যেন আসলে কংগ্রেস দলকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া। এই প্রবন্ধ স্বস্তিকার ৬ ডিসেম্বর সংখ্যায় আছে, যে সংখ্যার প্রচ্ছদে চূড়ান্ত বর্মা দ্বন্দ্বিতা বক্তব্য, ভেতরে সম্পাদকীয়ভাবে বারি মসজিদ ধ্বংসকে বাঘবা দিয়ে ৬ ডিসেম্বরকে ‘মাইলফলক’ দলিা হয়েছে। সেকুলার ও বামপন্থীদের বাপ-বাপান্ত করা হয়েছে। ১৩ ডিসেম্বরের সংখ্যায়ও দাদা-দিদি সেটিঙে সোনীয়া গান্ধী ও কংগ্রেস বারের নকশা নিয়ে প্রবন্ধ আছে। ‘খেলা আছে’ !

রঞ্জন গগৈ’র বিরুদ্ধে স্বাধিকারভঙ্গের নোটিশ

নয়াদিল্লি, ১৩ ডিসেম্বর।। দেশের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি, বর্তমান রাজ্যসভার সাংসদ রঞ্জন গগৈ’র বিরুদ্ধে স্বাধিকারভঙ্গের নোটিশ আনা হয়েছে সংসদে। রঞ্জন গগৈ একটি সংবাদ চ্যানেলকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তার নতুন বই জারিস ফর দ্য জঙ্গ- নিয়ে আলোচনা করছিলেন। সেই সময়ই তিনি বেশ কিছু মন্তব্যও করেন। যা সংসদ ভবনের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করেছে বলেও দাবি করে সাংসদ মৌসম নূর এই নোটিশ দিয়েছেন। তাকে সমর্থন করেছেন অন্তত ১০ সাংসদ। নোটিশে সাক্ষাৎকারের বিতর্কিত অংশগুলিও তুলে ধরা হয়েছে। পাশাপাশি তৃণমূলের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে রঞ্জন গগৈয়ের এজাতীয় মন্তব্য সংসদ ভবনের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করছে। তাই এই নোটিশ দেওয়া হয়েছে। বেসরকারি সংবাদ চ্যানেলকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে প্রাক্তন বিচার পতি রঞ্জন গগৈ বলেছিলেন, তিনি তার যখন ইচ্ছে

হয় তখনই তিনি রাজ্যসভা যান। তার ইচ্ছে না হলে তিনি সেখানে যেতে চান না। পাশাপাশি তিনি বলেছিলেন, রাজ্যসভায় তিনি খুব একটা স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন না। তিনি আরও বলেছিলেন, তিনি খুব একটা রাজ্যসভার একজন মনোনীত সদস্য। কোনও দলের হুইপের মাধ্যমে তাকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। তিনি তার পছন্দমত রাজ্যসভায় যান। তিনি আরও বলেছিলেন, তাঁর যখন মনে হবে রাজ্যসভায় তাঁর কিছু বলায় প্রয়োজন রয়েছে, তখনই তিনি সেখানে যান। তার যখন ইচ্ছে তখনই সেখান থেকে তিনি বেরিয়ে আসেন। তিনি নিজেকে রাজ্যসভার একজন স্বাধীন সদস্য বলেও দাবি করেছিলেন। পাশাপাশি সংসদ ভবনে কেভিড ১৯র সংক্রান্ত নিয়মবিধি নিয়েও তার বেশকিছু আপত্তি রয়েছে, যেগুলি তিনি স্পষ্ট করে জানিয়ে ছিলেন। সামাজিক

দুরত্ববিধি প্রয়োগ করা হলেও যা পালন করা হচ্ছে না বলেও অভিযোগ করেছিলেন। সাক্ষাৎকারে রঞ্জন গগৈ আরও বলেছিলেন, রাজ্যসভায় এমন কিছু জাদু নেই। তিনি আরও বলেছেন, “আমি যদি টাইবুন্‌য়ালের চেয়ারম্যান হতাম তবে আরও ভালো বেতন পেতেন। সেটা আরও ভালো হত। রাজ্যসভা থেকে আমি এক পয়সাও নিচ্ছি না” এটাও জানিয়েছিলেন তিনি। বিচার পতি রঞ্জন গগৈ’র রাজ্যসভায় উপস্থিতি কম রয়েছে। যানিয়ে রীতিমত সরগম হয় সংসদ। সংসদের রেকর্ড অনুযায়ী ২০২০ সালের মার্চ মাস থেকে তাঁর উপস্থিতি মাত্র ১০ শতাংশ। তাঁর নতুন বই য়ে রাজ্যসভায় সুপ্রিম কোর্ট থেকে অবসর নেওয়ার মাত্র চার মাসের মধ্যেই তিনি রাজ্যসভার সাংসদ হয়েছিলেন সেই প্রসঙ্গও উল্লেখ করেছিলেন।

কমালো টেস্ট

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ ডিসেম্বর।। ওমিক্রন আতঙ্কের মধ্যে করোনার সোয়াব পরীক্ষা কমিয়ে দিলো রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতর। সোমবার স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া অসল চেয়ার টেকে দেওয়ার দারুণ চেষ্টা হলেও, সেসব আর ঢাকা পড়ছে না সব। বোর্ড পরীক্ষার্থীরা অ্যাডমিট নিয়ে বিপাকে পড়ছে। বৃহস্পতিবার থেকে পরীক্ষা, অভিভাবক, শিক্ষকরা এখন বোর্ডে দৌড়াচ্ছেন অ্যাডমিট কার্ডের বুলেটিনের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী ২৪ ঘণ্টায় মাত্র ১ হাজার ৩৪৬ জনের সোয়াব পরীক্ষা হয়েছে। তাদের মধ্যে মাত্র ১৫ জনের আরটিপিসিআর পদ্ধতিতে সোয়াব পরীক্ষা হয়। এদিন সোয়াব পরীক্ষায় তিনজন পজিটিভ রোগী শনাক্ত হন। এরা উত্তর এনং থোয়াই জেলায়। বহু মাস পর পশ্চিম জেলায় ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কোনও পজিটিভ রোগী শনাক্ত হয়নি। ২৪ ঘণ্টায় করোনা মুক্ত হয়েছেন আরও ৮জন। রাজ্যে চিকিৎসারীন অবস্থায় থাকা করোনা রোগীর সংখ্যা নেমে দাঁড়াচ্ছে ৬০জনে। এখন পর্যন্ত করোনা সংক্রমিত ৮২৩জন মারা গেছেন। এদিকে দেশে ২৪ ঘণ্টায় আরও ৭ হাজার ৫০৫জন করোনা আক্রান্ত রোগী শনাক্ত হয়েছেন। এই সময়ে মারা গেছেন ২০২জন।

জখম বাইক চালক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, জিরানিয়া, ১৩ ডিসেম্বর।। দুই বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে জখম এক যুবক। গুরুতর অবস্থায় তাকে জিবিপি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন জিরানিয়ায় যান দুর্ঘটনাটি হয়েছে। দুই দিক থেকেই দুটি বাইক দ্রুত গতিতে আসার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়। দুটি বাইক থেকেই চালকরা ছিটকে পড়ে রাস্তায়। এর মধ্যে একজন গুরুতর জখম হন। দমকলের গাড়িতে দু’জনেকেই প্রথমে জিরানিয়া হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখান থেকে একজনের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাকে জিবিপি হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। গুরুতর জখম যুবকের নাম পরিচয় তার পর্যন্ত জানাতে পারেনি পুলিশ।

জমাতিয়া হদার কমিটি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৩ ডিসেম্বর।। জমাতিয়া হদার নতুন অজ্ঞা হলেন বিপ্র কুমার জমাতিয়া এবং মলিন্দ্র মোহন জমাতিয়া। বিপ্র কুমার জমাতিয়ার বাড়ি জপুইজলায় এবং মলিন্দ্র মোহন জমাতিয়ার বাড়ি উদয়পুরে। জমাতিয়া হদার কার্যকরী কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি সম্মেলনের মধ্য দিয়ে নতুনভাবে গঠিত হয়েছে। সেই কমিটিতে আছেন মাননীয় জমাতিয়া, গয়াপদ জমাতিয়া, অভনি বিজয় জমাতিয়া এবং বিশ্ব দয়াল জমাতিয়া।

অ্যাডমিট নিয়ে বিপদে পরীক্ষার্থীরা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ ডিসেম্বর।। দুই-এক শতাংশ ড্রপ আউট কমা নিয়ে শিক্ষা বিভবের বড়াইয়ে আসল চেহার টেকে দেওয়ার দারুণ চেষ্টা হলেও, সেসব আর ঢাকা পড়ছে না সব। বোর্ড পরীক্ষার্থীরা অ্যাডমিট নিয়ে বিপাকে পড়ছে। বৃহস্পতিবার থেকে পরীক্ষা, অভিভাবক, শিক্ষকরা এখন বোর্ডে দৌড়াচ্ছেন অ্যাডমিট কার্ডের বুলেটিনের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী ২৪ ঘণ্টায় মাত্র ১ হাজার ৩৪৬ জনের সোয়াব পরীক্ষা হয়েছে। তাদের মধ্যে মাত্র ১৫ জনের আরটিপিসিআর পদ্ধতিতে সোয়াব পরীক্ষা হয়। এদিন সোয়াব পরীক্ষায় তিনজন পজিটিভ রোগী শনাক্ত হন। এরা উত্তর এনং থোয়াই জেলায়। বহু মাস পর পশ্চিম জেলায় ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কোনও পজিটিভ রোগী শনাক্ত হয়নি। ২৪ ঘণ্টায় করোনা মুক্ত হয়েছেন আরও ৮জন। রাজ্যে চিকিৎসারীন অবস্থায় থাকা করোনা রোগীর সংখ্যা নেমে দাঁড়াচ্ছে ৬০জনে। এখন পর্যন্ত করোনা সংক্রমিত ৮২৩জন মারা গেছেন। এদিকে দেশে ২৪ ঘণ্টায় আরও ৭ হাজার ৫০৫জন করোনা আক্রান্ত রোগী শনাক্ত হয়েছেন। এই সময়ে মারা গেছেন ২০২জন।

ইটের কালোবাজারী

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আমবাসা, ১৩ ডিসেম্বর।। কয়লা সংকটে জ্বলছে না ইটভাটার চুল্লি। কবে নাগাদ জলবে বা আদৌ এবছর জ্বলবে কি না তা এখনো পর্যন্ত নিশ্চিত করে বলতে পারছে না প্রশাসনের শীর্ষ কর্তারাও। এই অবস্থায় গত মরসুমের সঞ্চিত ইট নিয়ে ফটকা ব্যবসা শুরু করেছে আমবাসা মহকুমার অধিকাংশ ইট মালিকরা। নভেম্বরের শুরুতেও যে ইট বিক্রি হয়েছে সাড়ে দশ থেকে এগারো টাকা দরে সেই ইটের দাম এখন সতেরো থেকে আঠারো টাকা হীকাচ্ছে মালিকরা। তাও আবার চল্লিশ ভাগ এক নম্বরের সাথে যাট ভাগ দুই নম্বরের মিশ্রণ। এখানে উল্লেখ করা যায় যে, নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত আমবাসার প্রতিটি ভাটায় সর্বনিম্ন দুই লক্ষ

ঠিক করতে। অঙ্কে স্ট্যান্ডার্ড আর বেসিক, এইভাবে দুইভাগে ভাগ করা হয়েছে। স্ট্যান্ডার্ড কেউ নিতে পারে, কেউ নিতে পারে বেসিক। উল্টোপাল্টা হলে সেই পরীক্ষার্থী বিশাল ঋমেলায় পড়বে। পরের ক্লাসে ভর্তি নিয়েই সমস্যা হয়ে যাবে। অচুচ এমন গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রেই প্রচুর ভুল আছে। যার বেসিক, তাকে স্ট্যান্ডার্ড করে দেওয়া হয়েছে, কিংবা উল্টোটা। স্ট্যান্ডার্ড নিয়ে পাশ না করলে পরের ক্লাসে বিজ্ঞান বিষয়ে পড়া হবে না, ঠিক ততমনি যারা বেসিক’র প্রস্তুতি নিচ্ছেন, তাদের স্ট্যান্ডার্ড প্রশ্ন ধরিয়ে দিলে, তাদের অসুবিধা হবে। এই নিয়ে প্রচুর সমস্যা তৈরি হয়েছে। এত রাশি রাশি ভুল যে এখন

পর্যদ বলেছে, অ্যাডমিটে যাই থাকুক, যার যেরকম হওয়ার কথা, সেরকমই পরীক্ষা নেওয়া হবে, পরে তা ঠিক করা হবে।” বলেছেন এক প্রধানশিক্ষক। তবে সমস্যা যে জিইয়ে রইল, এই কথা টেনে এক অভিভাবক সন্দেহ করছেন যে অ্যাডমিটের যা হাল, তাতে মার্কশিট ঠিকমতে হবে এমন আশা করাই এখন যেন অস্বাভাবিক মনে হচ্ছে। তাছাড়া, এই বেসিক, স্ট্যান্ডার্ড’র কামেলাও পোষাতে হবেই। অ্যাডমিটে ভুল থাকলে, মার্কশিটেও গণ্ডগোল থাকতে পারে, তখন তা নিয়ে আবার দৌড়োদৌড়ি করতে হবে। কী যে হচ্ছে পড়াশোনা নিয়ে এই রাজ্যে! অভিভাবকের অনুযোগ।

মাধ্যমিক পরীক্ষার অ্যাডমিট একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কাগজ। এই কাগজ দেখিয়ে সারা জীবন বয়সের প্রমাণ দেওয়া যায়। অ্যাডমিটেই জন্মের তারিখ অনেক পরীক্ষার্থীরই ভুল এসেছে। পষদের এই বরকম অ্যাডমিট কাণ্ডে বিরক্ত স্কুল, হাট, অভিভাবক। কোনও কোনও পরীক্ষার্থীর অ্যাডমিট কার্ড আসেইনি। কেউ কেউ পর্যদে যোগাযোগ করলে তাদের বলে দেওয়া হয়েছিল। যে তাদের অমুক হয়নি, তমুক হয়নি, এবার আর পরীক্ষা দেওয়া হবে না, আগামী বছর যেন তারা আবার ফর্ম ফিলাপ করেন। অথচ তাদের সতর্কও করা হয়নি। শিক্ষা বিপ্লবে রাজা নাকি মডেল হয়ে উঠেছে!

জেআরবিট’র ফল কবে? প্রশ্ন বেকারদের

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ ডিসেম্বর।। জেআরবিট’র পরীক্ষা চার মাস কেটে গেলেও এখন পর্যন্ত ফলাফল ঘোষণা হয়নি। পরীক্ষার পর থেকে নানা অভিযোগে বিদ্দ জেআরবিট। উত্তরপ্র নিয়ে সরকারি এক গাড়ি পার্টি অফিসেও চলে যাওয়ার অভিযোগ রয়েছে। অভিযোগ উঠেছিল, পছন্দের লোকদের আগে থেকেই প্রশ্নপত্র হাতে দেওয়া হয়েছিল। এর মধ্যে দক্ষিণের এক ১০৩২৩’র নেতার নামও উঠে এসেছিল। এছাড়া উত্তর পত্র পছন্দের লোক দিয়ে দেখানোরও অভিযোগ রয়েছে। এভাবে একের পর এক অভিযোগের মধ্যে দিয়েই চার মাস কেটে গেছে। কিন্তু কবে নাগাদ ফলাফল ঘোষণা হবে তা নিয়ে কোনও মন্তব্য নেই জেআরবিট’র। গ্রুপ সি এবং গ্রুপ ডি পদে চার হাজার পদে নিয়োগের জন্য জেআরবিটি পরীক্ষা নিয়েছিল। এক সঙ্গে এতগুলি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি জোট সরকার এখনও করেনি। এই প্রথম চার হাজার নিয়োগের জন্য জেআরবিটি গঠন করে পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু প্রথমবার পরীক্ষা নিয়েই নানা অভিযোগে বিদ্দ হয়ে যায় জেআরবিটি। প্রায় একই ধরনের অভিযোগ উঠেছিল উত্তর জেলায় আদালতে কার্যিকের পরীক্ষা নিয়েও ওই পরীক্ষায়ও প্রশ্নপত্র ফাঁসে অভিযোগ উঠেছিল। যদিও ওই ঘটনায় এখন পর্যন্ত আদালতের অফিসারদের কোনও বক্তব্য নেই। এখানেও জেআরবিটি কি কারণে এতদিন লাগছে মেধা তালিকা প্রকাশ করতে তারও জবাব নেই। চার মাস আগে পরীক্ষা দিয়ে এখন কবে নাগাদ ফল ঘোষণা হবে তার অপেক্ষায় বসে আছেন বেকাররা। গত ২০ আগস্ট গ্রুপ ডি’র পরীক্ষা হয়েছিল। ২২ আগস্ট হুগ্রুপ সি’র পরীক্ষা। কিন্তু দীর্ঘদিন কেটে গেলেও সরকারের পক্ষ থেকে ফলাফল ঘোষণা নিয়ে উদ্যোগ নেই। জেআরবিটি দফতরের মন্ত্রীও এখন পর্যন্ত এ নিয়ে কোনও ধরনের মন্তব্য করেননি। রাজ্যের বেকাররা এখন জেআরবিট’র পরীক্ষার দিকে চেয়ে আছেন। শুধু তাই নয়, শাসক দলের কন্নী সমর্থকরাও জেআরবিট’র পরীক্ষায় বসেছিল। তারাও একটি চাকরির আশায় দলে ভিড় জমাচ্ছেন। এরাও দিন দিন হতাশায় পড়ছেন বলে জানা হচ্ছে।

হাত কাটা পড়লো শ্রমিকের
প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ ডিসেম্বর।। রনিভের কারণেই প্রসঙ্গে মহারাজা কীর্তি বিক্রম কিশোর মণিধা বাহাদুর’র ৮৮ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে দুঃস্থদের মধ্যে কঞ্চল বিতরণ করতে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন এডিসির চেয়ারম্যান জগদীশ দেববর্ম। মহারাজা কীর্তি বিক্রম কিশোর মণিধা বাহাদুর’র প্রতিমূর্তিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। সকল অতিথি বৃন্দ পুষ্পার্ঘ অর্পণ করে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। সোমবারের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যসভেক তথা এমডিসি রবীন্দ্র দেববর্ম, পশ্চিম জোনাল যুগ্ম চেয়ারম্যান তথা এডিসি গণেশ দেববর্ম। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন যুগ্মভূট সাবজেনারাইড চ্যেয়ারম্যান সূরী়র দেববর্ম, যুগ্মলুগ-এ সাবজেন চেয়ারম্যান কুপেশ দেববর্ম, বেলবাড়ী সাবজেন চেয়ারম্যান শান্তনু দেববর্ম, মান্দাঁ সাবজেন চেয়ারম্যান বিম্বী দেববর্ম, যুগ্মভূট সাবজেন চেয়ারম্যান সন্দ্যারাম দেববর্ম এবং সমাজসেবী সেনন দেববর্ম। সভাপতিত্ব করেন পশ্চিম জোনাল চেয়ারম্যান রঞ্জিত দেববর্ম। স্বাভা ভাষণ রাখেন পশ্চিম জোনাল আধিকারিক উপপ্ত্রে চেয়ারম্যান। সোমবার দুঃস্থদের মধ্যে কঞ্চল বিতরণ করা হয়। এডিসির চেয়ারম্যান জগদীশ দেববর্মী ভাষণে বলেন, ১৯৯৯ সালে কংগ্রেস-যুবসমিতি জোট পরিচালন কমিটি এডিসি পুলিশ বিল অনুমোদন করে রাজ্যপালকে অনুমোদনের জন্য রাজা সরকারের মাধ্যমে পাঠিয়েছিল। রাজ্যপাল ২০০৭ সালে পুলিশ আইন

● এরপর দুইয়ের পাঠায়

নিয়ে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে অভিভাবকদের মধ্যে। শুধুমাত্র শাসক দলের কার্যকর্তা পরিচয় দিয়ে শিক্ষা অধিকার আইনে যে কেউ লঙ্ঘন করে দিতে পারেন, এটা হতে পারে না। যেআইনি কাজে কোনও সরকার সমর্থন করে না। অথচ অসীমবাবুর ক্ষেত্রে এটাই হচ্ছে। শিক্ষা অধিকার আইন কার্যকর করার আগে স্কুলের আগে ছাত্রছাত্রীদের দৈহিক লাঞ্ছনার বহু অভিযোগ উঠেছে। এসব বিষয় বন্ধ করতেই মূলতঃ শিক্ষা অধিকার আইনে বিশেষ ভূমিকা রাখা হয়েছে। কিন্তু

কয়েকজন শিক্ষক এই আইন মানতে নারাজ। এর মধ্যেই যুক্ত হলে তুলসীবতি স্কুলের এক শিক্ষকের নামও। এদিকে অভিভাবকদের আরও অভিযোগ উঠেছে, প্রাতঃ বিভাগের শিক্ষক অসীমবাবুর বিরুদ্ধে স্কুলের মধ্যে অন্য বিষয়েও অভিযোগ রয়েছে। এক মহিলা শিক্ষিকার সঙ্গে সম্পর্ক নিয়েও স্কুল চত্বরে গুঞ্জন রয়েছে। যদিও এসব বিষয়ে সাধারণ তদন্তকু শিক্ষা দফতর করেনি বলে অভিযোগ রয়েছে।

এডিসিতে নিজস্ব পুলিশ

প্রেস রিলিজ, যুগ্মলুগ, ১৩ ডিসেম্বর।। নিজস্ব পুলিশ রুন্স তৈরির জন্য বিশেষ অধিবেশন করতে হবে। সোমবার একথা জানান এডিসির জোনাল চেয়ারম্যান জগদীশ দেববর্ম। সোমবার এডিসির উদ্যোগে পশ্চিম জোনাল অফিস প্রাসঙ্গে মহারাজা কীর্তি বিক্রম কিশোর মণিধা বাহাদুর’র ৮৮ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে দুঃস্থদের মধ্যে কঞ্চল বিতরণ করতে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন এডিসির চেয়ারম্যান জগদীশ দেববর্ম প্রদীপ প্রজ্জ্বলন’র মাধ্যমে। মহারাজা কীর্তি বিক্রম কিশোর মণিধা বাহাদুর’র প্রতিমূর্তিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। সকল অতিথি বৃন্দ পুষ্পার্ঘ অর্পণ করে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। সোমবারের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যসভেক তথা এমডিসি রবীন্দ্র দেববর্ম, পশ্চিম জোনাল যুগ্ম চেয়ারম্যান তথা এডিসি গণেশ দেববর্ম। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন যুগ্মভূট সাবজেনারাইড চ্যেয়ারম্যান সূরী়র দেববর্ম, যুগ্মলুগ-এ সাবজেন চেয়ারম্যান কুপেশ দেববর্ম, বেলবাড়ী সাবজেন চেয়ারম্যান শান্তনু দেববর্ম, মান্দাঁ সাবজেন চেয়ারম্যান বিম্বী দেববর্ম, যুগ্মভূট সাবজেন চেয়ারম্যান সন্দ্যারাম দেববর্ম এবং সমাজসেবী সেনন দেববর্ম। সভাপতিত্ব করেন পশ্চিম জোনাল চেয়ারম্যান রঞ্জিত দেববর্ম। স্বাভা ভাষণ রাখেন পশ্চিম জোনাল আধিকারিক উপপ্ত্রে চেয়ারম্যান। সোমবার দুঃস্থদের মধ্যে কঞ্চল বিতরণ করা হয়। এডিসির চেয়ারম্যান জগদীশ দেববর্মী ভাষণে বলেন, ১৯৯৯ সালে কংগ্রেস-যুবসমিতি জোট পরিচালন কমিটি এডিসি পুলিশ বিল অনুমোদন করে রাজ্যপালকে অনুমোদনের জন্য রাজা সরকারের মাধ্যমে পাঠিয়েছিল। রাজ্যপাল ২০০৭ সালে পুলিশ আইন

● এরপর দুইয়ের পাঠায়

কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের আমবাসা শাখায় প্রতারিত জনজাতি মহিলা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আমবাসা, ১৩ ডিসেম্বর।। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার গাইডলাইন অনুযায়ী দেশের বান্ধিক সেক্টরে প্রত্যেকটি ব্যাঙ্ক শাখায় সি সি টিভি ক্যামেরার নজরদারি থাকা বাধ্যতামূলক। ত্রিপুরা স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের আমবাসা শাখায়ও বিভিন্ন পর্যায়ে কোম্পি পাচ্ছে বেশ কয়েকটি ক্যামেরা। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হল সেই ক্যামেরাগুলির সবগুলিই দীর্ঘকাল যাবৎ অন্ধ। ফলে নজরদারি হয়না। আর ক্যামেরাগুলির অন্ধত্বের সুযোগ নিয়ে এই ব্যাঙ্ক শাখাটিতে অভিনব কায়দায় ঘটে চলেছে একের পর এক গ্রাহক প্রতারণার ঘটনা। যার অধিকাংশই হয়ত হজম হয়ে যাচ্ছে আর হজম হচ্ছে না এমন দুই একটি ঘটনা প্রকাশ্যেও চলে আসছে। মাত্র দুই মাস পূর্বে রতন রুদ্রপাল নামের এক গ্রাহকের খাতা থেকে ১০ হাজার টাকা কে বা কারা তুলে নেওয়ার ঘটনা ধরা পড়ার পর ব্যাঙ্কে গোপনে হয়ে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ সেই অর্থ ফেরত দিয়েছে। সেই ঘটনার বেশ কটিতে না কটিতেই সোমবার ব্যাঙ্কের ভিতর থেকে গায়েব হয়ে গেলে দুই জনজাতি মহিলার ৮ হাজার টাকা। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, লক্ষ্মী দেববর্ম ও রীনা দেববর্ম নামে দুই জনজাতি মহিলা এদিন

ত্রিপুরা স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের আমবাসা শাখায় আসে তাদের লোনের কিস্তি মেটাতে। কিন্তু ব্যাঙ্কের বান্ধিকে অপ্রত্যাশিত ব্যাঙ্ক খায়া তারা তাদের কিস্তির টাকা এবং জমা রসিদ লাইনে দাঁড়ানো এক ভদ্রলোকের হাতে তুলে দেয় কাশ কাউটারে জমা করানোর জন্য এবং দুই মহিলা দরজার বাহিরে অপেক্ষা করে। কিছুক্ষণ বাদে ওই ভদ্রলোক বেরিয়ে যাওয়ার সময় বলে যায় তাদের টাকা এবং ফর্ম কাশিয়াগাটিলে বাদে উনার টেলিফোন উপর রেখে এসেছেন, তারা যেন কাশিয়াগারের কাছ থেকে প্রাপ্তি স্বীকারের রসিদ বুঝে নেন। এরপর ভিড় কপলে দুই মহিলা কাশিয়াগের

নিকট রসিদ চাইতে গেলে কাশিয়ার স্পষ্ট জানিয়ে দেয় যে, উনার টাকা জমা হয়নি এবং উনি কোনও টাকা মোকদম গ্রহণই করেনি। তৎক্ষণে ওই ভদ্রলোকও চলে গেছে। দুই মহিলা বিষয়টি শাখা সঞ্চালকের নজরে নিয়ে গেলে উনি রুক্ষতার সাথে জানিয়ে দেন, উনার কাশিয়াগের টাকা আরও তিনজন প্রতিরিত দুই মহিলারাই ব্যাঙ্কের সি সি টিভি ক্যামেরার ফুটেজ দেখতে চাইলে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ জানিয়ে দেন যে উাদের সি সি টিভি মার্কিনলে দীর্ঘদিন যাবৎ খারাপ হয়ে আছে। অতপর হৃদয়গ্রহ দুই মহিলা তাদের বহু কষ্টে সঞ্চিত কিস্তির টাকা খুঁিয়ে কষ্টে কষ্টে বেরিয়ে যায়। ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ বা কন্নীরা

গাঁজা বিরোধী অভিযান

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, মোহনপুর, ১৩ ডিসেম্বর।। গাঁজা বিরোধী অভিযানে আবারও সাফল্য পেলো পুলিশ। এই দফায় চম্ফু লজ্জায় পড়ে শেষ পর্যন্ত গাঁজা গাছ ধ্বংসের অভিযানে নামলেন লেফ্‌ড্যা থানার ওসি কীর্তিজয় রিয়াং। দীঘালিয়ায় অভিযান করে প্রায় ৯ হাজার গাঁজা গাছ ধ্বংস করা হয়। যদিও অভিযানের নেতৃত্বে ছিলেন মোহনপুরের এসডিপিও ডা. কমল বিকাশ মজুমদার। অভিযানে টিএসআর এবং সিআরপিএফকেও নেওয়া হয়। পুলিশের দাবি, খালি জায়গায় গাঁজার চাষ হয়েছিল। এগুলি কেটে নষ্ট করা হয়েছে। প্রসঙ্গত লেফ্‌ড্যা থানা এলাকায় গাঁজার বিরুদ্ধে অভিযান প্রায় বহু রাখা হয়েছিল। পুলিশকে টাকা দিয়েই গাঁজা চাষ হিচ্ছিল বলে অভিযোগ উঠে। এসব ঘটনায় শেষ পর্যন্ত চম্ফু লজ্জায় পড়ে অভিযানে নামতে হচ্ছে পুলিশকে।

কাঁঠালিয়ায় মোহন্ত মহারাজ



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কাঁঠালিয়া, ১৩ ডিসেম্বর।। সোমবার বিকেলে কাঁঠালিয়ায় রামচাঁকুর সেবামন্দিরে আসেন মোহন্ত মহারাজ ধূজটি প্রসাদ চক্রবর্তী। মোহন্ত মহারাজের আগমন ঘিরে কাঁঠালিয়ায় শতশত ভক্তগ্ৰাণ মানুষের আগমন ঘটে। ভক্তরা একে একে মোহন্ত মহারাজের আশীর্বাদ নেন। মোহন্ত মহারাজের আগমন ঘিরে স্থানীয়দের মধ্যে ব্যাপক উচ্ছ্বাস লক্ষ্য করা গেছে।

মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী ৪৩১৮০

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ ডিসেম্বর।। ১৫ ডিসেম্বর থেকে ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের পরীক্ষা শুরু হবে। এদিন পর্ষদের উচ্চ মাধ্যমিক ও সমতুল মাত্রাসা ফাজিল কলা এবং ফাজিল থিওলজি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এদিন হবে ইংরেজি পরীক্ষা। ১৬ ডিসেম্বর থেকে শুরুর হবে মাধ্যমিক ও সমতুল মাত্রাসা আলিম পরীক্ষা। পর্ষদ তরফে প্রাপ্ত খবর অনুযায়ী এবছর মাধ্যমিকে মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৪৩১৮০ জন। এর মধ্যে ছাত্র পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ২০৭১১ জন এবং ছাত্রীর সংখ্যা ২২৪৬৯ জন। ছাত্র অপেক্ষা ছাত্রীর সংখ্যা ১৭৫৮ জন বেশি। অন্যদিকে উচ্চ মাধ্যমিকে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ২৮৯০২ জন। এর মধ্যে ছাত্র সংখ্যা ১৪০৫৩ জন। ছাত্রীদের সংখ্যা ১৪৮৪৯ জন। রাজ্যের মোট ১০১৯ টি স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসছে। অন্যদিকে উচ্চ মাধ্যমিকে ৪০২ টি বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করছে। এদিকে ৭টি স্কুলের মাত্রাসা

আলিম পরীক্ষায় ১২৮ জন। ১টি স্কুলের মাত্রাসা ফাজিল কলা পরীক্ষায় ৪ জন এবং ৩টি স্কুলের মাত্রাসা ফাজিল থিওলজি পরীক্ষায় ৫২ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় বসছে। প্রথম পর্যায়ের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে উচ্চ মাধ্যমিকে ৬২টি কেন্দ্রের অধীনে মোট ৯১টি বিদ্যালয়ে। মাধ্যমিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে ৭৭টি কেন্দ্রের আওতায় ১৬১ টি বিদ্যালয়ে। সর্বাধিক পশ্চিম জেলার ২৬টি বিদ্যালয় মাধ্যমিক এবং ১৯ টি বিদ্যালয়ে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। পর্ষদ পরিচালিত প্রথম পর্যায়ের মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য ছাত্রছাত্রীদেরকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন পর্ষদ সভাপতি ডক্টর ভবতোষ সাহা। কোনো ধরনের অসদুপায় অবলম্বন না করে পরীক্ষা দেওয়ার জন্য আবেদন করেছেন তিনি।



আজকের দিনটি কেমন যাবে

মেষ : দিনটিতে উপার্জন ও যোগাযোগ দুই-ই বাড়বে। তবে মনকে শান্ত রাখতে হবে। ব্যবসা ক্ষেত্রে ছোট-খাটো সমস্যা দেখা দিতে পারে। কাউকে বেশি বিশ্বাস না করাই শ্রেয়।

বৃষ : দিনটিতে পরিবেশ পক্ষে থাকবে। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নুনজর থাকলেও মাঝে মাঝে দূরত্ব বাড়বে। দিবাভাগ তুলনায় রাতিভাগ শুভ। ব্যবসারে লাভ যোগের লক্ষণ আছে।

মিথুন : দিনটিতে আর্থিক ক্ষেত্রে শুভাশুভ অবস্থা থাকবে। রাগ-জেদ দমন সরকারী শরীর স্বাস্থ্য ভালো থাকবে। বেশি ভাবনা চিন্তা না করাই শ্রেয়।

কর্কট : দিনটিতে কর্মরতদের মধ্যে মাঝে মাঝে উদ্বেগ সৃষ্টি হবে। উপার্জন ভাল থাকায় তেমন কোন অসুবিধা হবে না। অপরাপর পেশায় কর্ম-বেশি বাধাবিঘ্ন থাকলেও বড় কোনো সমস্যা হবে না। আর্থিক ক্ষেত্র শুভ। তবে ব্যয় বাড়বে।

সিংহ : দিনটিতে উপার্জন করতে গিয়ে নানান প্রতিকূল পরিবেশের সম্মুখীন হতে হবে। গুপ্ত শত্রুর দ্বারা আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা প্রবল। ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে সময়টা শুভ।

কন্যা : দিনটিতে এই রাশির জাতক-জাতিকাদের উপার্জন ভাগ্যে বাড়বে।

হঠাৎ করে কিছু অর্থ নষ্টের সম্ভাবনা, পারিপার্শ্বিক পরিবেশগত সমস্যা ভোগ করতে হবে। ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে সময়টা তেমন শুভ নয়।

তুলা : দিনটিতে উপার্জন ভাগ্যে শুভ। আর্থিক স্বচ্ছলতা থাকবে। বেশ কিছু সঞ্চয়ও হবে।

কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ প্রথম বেলায় করে ফেলাই শ্রেয়। ব্যবসা সূত্রে উপার্জন বৃদ্ধি পাবে।

বৃশ্চিক : দিনটিতে কর্মক্ষেত্রে সফলতা আসবে। নতুন কাজের যোগাযোগ ঘটবে। তবে

যোগাযোগগুলো কাজে লাগতে চাইলে খুব তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত হবে না। ভাবনা চিন্তা করে করতে হবে। উপার্জন ভালো শুভ।

ধনু : দিনটিতে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে সম্ভাব্য দেখা হবে। চলে ভালো হবে। সুসম্পর্ক রক্ষা করে চললে সহকর্মীদের থেকে সহযোগিতা মিলবে। উপার্জন বেশ ভালোই হবে ব্যবসায় এবং কর্মে।

মকর : দিনটিতে উপার্জনের ক্ষেত্রে কিছুটা সমস্যা দেখা দেবে। ব্যয় বৃদ্ধির প্রবণতা থাকবে, ফলে আর্থিক চাপের মধ্যে থাকতে হবে। নিকট লোককে বিশ্বাস করে আর্থিক ক্ষতি হতে পারে।

কুম্ভ : দিনটিতে কর্মক্ষেত্রে সফলতা আসবে। আর্থিক স্বচ্ছলতা থাকবে। নতুন কাজ করতে হলে এদিনটিতে করে ফেলা ভালো। সাংসারিক সুখ শান্তি বজায় থাকবে। সন্তান চিন্তা বাড়বে।

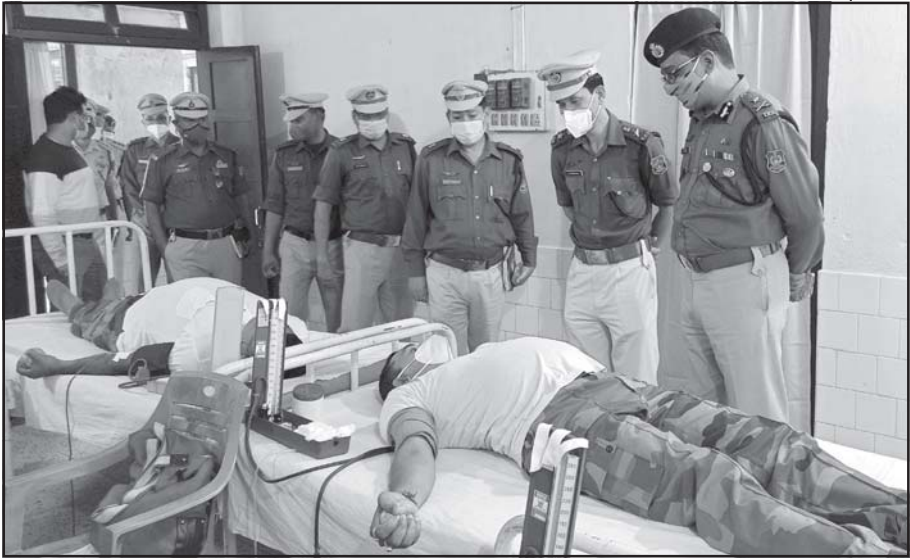
মীন : দিনটিতে এই রাশির জাতক-জাতিকাদের উপার্জন ভাগ্যে মধ্যম প্রকার। হঠাৎ অর্থ হারিয়ে যেমন যোগ আছে তেমন হঠাৎ করে অর্থ হানিও হতে পারে।

দাম্পত্য জীবন শুভ হলেও স্বামী বা স্ত্রীর শরীর স্বাস্থ্য নিয়ে সমস্যা দেখা দিতে পারে।

রাজ্য ফরোয়ার্ড রুকের বক্তব্য

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ ডিসেম্বর : ফরোয়ার্ড ব্লক রাজ্য কমিটির তরফে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, পীযুষ দেবরায় তাদের দলের এক জন সাধারণ সদস্য ছিলেন। ২০১০ সালের পর দলের সাথে আর কোন সম্পর্ক নেই। ফরোয়ার্ড ব্লকের নাম ভাঙিয়ে অন্য দলে যোগদানের মাধ্যমে পীযুষ দেবরায় তার নীতিহীনতার পরিচয় দিয়েছেন। একই সাথে তৃণমূল কংগ্রেসেরও অন্তঃসারশূন্য রাজনৈতিক ছবি রাজ্যবাসীর কাছে সুস্পষ্ট হলো। ফরোয়ার্ড ব্লক রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, যে প্রচার করা হচ্ছে পীযুষ দেবরায় ফরোয়ার্ড ব্লকের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক তা সর্বৈব মিথ্যা ও বিভ্রান্তিমূলক। তৃণমূলের এই ধরনের রাজনীতি মিথ্যাচারকে প্রশংস দেওয়া হয়েছে বলে ফরোয়ার্ড ব্লক রাজ্য কমিটি মনে করে।

জওয়ানদের সামাজিক কর্মসূচি



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১৩ ডিসেম্বর।। টিএসআর ১১নং ব্যাটেলিয়নের উদ্যোগে গকুলনগরস্থিত প্রথম ব্যাটেলিয়নের ক্যাম্পে রক্তদান

শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন আইজিপি জিএস রাও-সহ অন্যান্য আধিকারিকরা। জিএস রাও জওয়ানদের এই উদ্যোগের

প্রশংসা করেন। তিনি জানান, প্রতিটি ব্যাটেলিয়ন প্রতি বছর এই ধরনের সামাজিক কর্মসূচি সংগঠিত করে। এদিন ১০৩ জন জওয়ান রক্তদান করেন।

বিদ্যাজ্যোতিঃ পক্ষে প্রচার

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ ডিসেম্বর : বিদ্যাজ্যোতি মিশন নিয়ে এবার সপক্ষে প্রচার শুরু হলো। গেজেটেড অফিসারসংঘ-র তরফে সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্য সাধারণ সম্পাদক দেবাশিস রায় বলেছেন, অত্যন্ত ভালো একটি উদ্যোগকে বেসরকারিকরণ আখ্যা দিয়ে রাজ্যবাসীকে বিভ্রান্ত করছে একটি অংশ। তিনি এই দাবি করে আরও বলেন, বিদ্যাজ্যোতি মিশন ১০০ বেসরকারিকরণ নয়। শিক্ষা দফতরের বিরুদ্ধে প্রকাশের পর বিভিন্ন সংগঠন ময়দানে নেমেছে। সংগঠনদের তরফে এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করা হয়েছে। অবশেষে শিক্ষামন্ত্রী এই বিষয়ে স্পষ্টীকরণ দেওয়ার ৪৮ ঘণ্টা পর ময়দানে

নামলো গেজেটেড অফিসারসংঘ। রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্তের সপক্ষে যুক্তি দেখিয়ে এদিন দেবাশিস রায় বলেন, ভারতবর্ষের বহু স্কুল সিবিএসই পরিচালিত। এক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে অনেক রাজ্যেই। ওডিশাতে ২০০টি আদর্শ বিদ্যালয় আছে। সিকিম ও অরুণাচল প্রদেশের সবকয়টি স্কুল সিবিএসই পরিচালিত। ত্রিপুরায় ১০০টি স্কুল মাত্র। বাকি ৯৫ শতাংশ স্কুল সরকারি। এক্ষেত্রে এই স্কুলে কি কি সুবিধা থাকবে সেই বিষয়েও তুলে ধরা হয়েছে এই সংগঠনের তরফে। এতদিন ধরে সরকারের পক্ষে শিক্ষার প্রচার ছিল। এবার সপক্ষে সরকার তথা শিক্ষা দফতরের পাশে দাঁড়ালো জিএস।

অবৈধ নির্মাণের বিরুদ্ধে মহকুমা শাসককে ডেপুটেশন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১৩ ডিসেম্বর।। অবৈধ নির্মাণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করার দাবিতে মহকুমা শাসকের নিকট ডেপুটেশন প্রদান করলো হিন্দু যুবা বাহিনি উনকোট জেলা কমিটি। প্রসঙ্গত, সম্পূর্ণ সরকারি ভূমিতে উনকোট জেলা হাসপাতালের দ্বিতীয় প্রবেশ পথের সাথে একটি অবৈধ নির্মাণ রয়েছে যার ফলে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে হাসপাতালে প্রবেশের পথেও সাধারণ পথচারীদের। মহকুমাশাসক আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করুক এই অবৈধ নির্মাণের বিরুদ্ধে এমনটাই দাবি জানানো হয়। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য ১৫ দিনের সময়সীমা বেঁধে দেয় হিন্দু যুবা বাহিনি। এদিনের ডেপুটেশনে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক শ্যামল সরকার, উনকোট জেলা সর্গপতি বুলন বণিক সহ অন্যান্যরা। হিন্দু যুবা বাহিনীর রাজ্য সম্পাদক শ্যামল সরকার জানান, কৈলাসহর মহকুমাশাসক শান্তি রঞ্জন চাকমা বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন।

ফটিকছড়ায় দিনভর অনুষ্ঠান

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বামুটিয়া, ১৩ ডিসেম্বর।। কাশীর বিশ্বনাথ মন্দিরে করিডর উদ্‌বোধনের দিনে ফটিকছড়ায় দিনভর নানা অনুষ্ঠান হয়েছে। ফটিকছড়ায় শিব মন্দিরে দিনভর অনুষ্ঠানের উদ্‌বোধন করেন বিধায়ক কৃষ্ণধন দাস। নামকীর্তন, পুরোহিত সংবর্ধনা-সহ নানা ধরনের অনুষ্ঠান হয়েছে। বিধায়ক কৃষ্ণধন বলেন, গোটা দেশেই উৎসব হচ্ছে। এরই অঙ্গ হিসাবে বামুটিয়ার নাগরিকরাও উৎসবে शामिल হয়েছেন। ঐক্যবদ্ধভাবেই এলাকার উন্নয়নের চেষ্টা হচ্ছে। আগামীদিনগুলিতেও সবাই মিলেই একত্রে বিধানসভা কেন্দ্রের উন্নতি করা হবে। অনুষ্ঠানে মণ্ডলের অন্য নেতারাও উপস্থিত ছিলেন।

সর্বস্বান্ত অসহায় পরিবার

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, সাক্রম, ১৩ ডিসেম্বর।। করবুক মহকুমার শিলাছড়ি ব্লকের বগাচতল এডিসি ভিলেজের নিউ গুঞ্জরি পাড়ার সুধীরাম ত্রিপুরার বসতঘরটি অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত হয়ে গেছে। যার ফলে ঘরের সমস্ত কিছু পুড়ে ছাই হয়ে যায়। এক কথায় পরিবারটি এই ঘটনার পর খোলা আকাশের নিচে এসে দাঁড়িয়েছে। নতুন করে ঘর নির্মাণেরও ব্যবস্থা নেই। এদিকে সোমবার শিলাছড়ি-মনুবনকুলের এমডিসি কংজঅং মগা ব্যক্তিগত উদ্যোগে ওই পরিবারটিকে সাহায্য করেছেন। তিনি পরিবারের সদস্যদের শীতবস্ত্র, খাদ্য সামগ্রী এবং বসতঘর নির্মাণের জন্য চেষ্টা চিন দিয়েছেন। এছাড়া আর্থিক সাহায্যও করেছেন। জানা গেছে, সুধীরাম ত্রিপুরা অগ্নিকাণ্ডের কয়েকদিন আগে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় ঘর নির্মাণের জন্য ব্যাঙ্ক থেকে প্রথম কিস্তির ৪৮ হাজার টাকা তুলে এনে ঘরে রেখেছিলেন। সেই টাকাও অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে গেছে।

বাঙালি কর্ষক সমাজ'র ডেপুটেশন



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ ডিসেম্বর : অবলম্বনীয় বর্ষপের কারণে কৃষি ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। ধান, আলু, কপি থেকে শুরু করে শাক-সবজি সব কিছুই নষ্ট হয়ে গিয়েছে। তাতে কৃষকদের মাথায় হাত। আগরতলার কৃষি ভবনে ডেপুটেশন প্রদান কালে এই অভিমত ব্যক্ত করেন বাঙালি

কর্ষক সমাজের সচিব বিমল দাস। তিনি বলেনছেন, তারা বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত পরিস্থিতি পরিদর্শন করে কৃষি অধিকর্তার কাছে তারা তাদের সাত দফা দাবি তুলে ধরেছেন। দাবিগুলির মধ্যে রয়েছে—ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় বিশেষজ্ঞ দল পাঠিয়ে ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয় করা, ক্ষতিগ্রস্তদের

আর্থিক ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা, সরকারি উদ্যোগে সার-বীজ-কীটনাশকের ব্যবস্থা করা, প্রতিটি ব্লকে হিমঘর, প্রতি ইঞ্চি জমিকে সেচের আওতায় আনা, সহজ শর্তে কৃষি ঋণ প্রদান, কৃষিকে শিল্পের মর্যাদা দিয়ে মূল্য নির্ধারণ করা, কৃষিভিত্তিক শিল্প গড়ে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি।

কর্মচারী সংঘের সভা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কাঁঠালিয়া, ১৩ ডিসেম্বর।। বিদ্যুৎ কর্মচারীদের একাধিক দাবি-সহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে এক সভা অনুষ্ঠিত হলো রবিবার। ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ কর্মচারী সংঘের উদ্যোগে সোনামুড়ায় এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। এদিনের আলোচনা সভায় বিভিন্ন দাবি-দাওয়া-সহ কর্মচারীদের সমস্যার বিষয়টি উঠে আসে। সংগঠনের নেতারা কর্মচারীদের বিভিন্ন ধরনের অভাব-অভিযোগগুলি মন দিয়ে শোনেন এবং তা নিরসনে সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস প্রদান করা হয়। এখনো একটি চক্র সংগঠনকে দুর্বল করার চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ উঠে আসে। এ ধরনের ষড়যন্ত্র থেকে বিরত থাকার জন্যও

সতর্ক করা হয় আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে। দীর্ঘদিন ধরে পরিকাঠামোগত বিভিন্ন সমস্যা চলে আসছে বিভিন্ন ডিভিশনগুলিতে। বিশেষ করে নলছড়ি, মেলাঘর, কাঁঠালিয়া ডিভিশনের যে বিভিন্ন সমস্যা রয়েছে সে সকল সমস্যাগুলি যাতে অতি সত্ত্বর নিরসন করা হয় সেই বিষয়গুলো নিয়েও কর্মচারীরা আলোচনা করেন। বর্তমানে রাজ্যে ও কেন্দ্রে একই সরকার থাকার ফলে সমস্যাগুলি অতি শীঘ্রই সমাধান হবে বলে আশ্বাস প্রদান করা হয়। এদিনের আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সম্পাদক স্বপন চক্রবর্তী, সিপাহিজলা জেলা সভাপতি পার্থপ্রতিম, কর রাজ্য জয়েন্ট সেক্রেটারি সিদ্দিক মিয়া, শংকর বর্মণ প্রমুখরা।

আজ রাতের ওষুধের দোকান
সাহা মেডিসিন সেন্টার
৯০৮৯৭৬৮৪৫৭

রাজ্যে প্যারামেডিক্যাল কাউন্সিল নেই



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ ডিসেম্বর : ওটি টেকনোলজিস্টরা একাবদ্ধ হয়েছে। বিভিন্ন স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে এই ডিগ্রি অর্জন করলেও স্বাস্থ্য দফতরের বিগত দিনের বিজ্ঞপন দেখে তারাও হতাশাগ্রস্ত। কারণ যে ডিগ্রি তারা অর্জন করেছে স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে অথচ স্বাস্থ্য দফতরের বিজ্ঞপনে বলা হয়েছে, ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা উচ্চ মাধ্যমিক পাস। বিজ্ঞান বিভাগে পাস করা বেকারদের কাছ থেকে আবেদনপত্র চাওয়া হয়েছে।

এক্ষেত্রে আরও যে বিষয়গুলি তুলে ধরে সনবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়েছেন তার অন্যতম বিষয় হলো, ওটি টেকনোলজিস্টদের নতুন পদ তৈরি করে চাকুরির ব্যবস্থা করা। এদিন স্বাস্থ্য দফতরের অধিকর্তার উদ্দেশ্যে স্মারকলিপি প্রদান করেছে ওটি টেকনোলজিস্টস অ্যাসোসিয়েশন অফ ত্রিপুরা। সংগঠনের সভাপতি আশিস দাস, সহ-সভাপতি ঋতুর্ণা ঘোষ, যুগ্ম সম্পাদিকা শর্মিষ্ঠা চক্রবর্তী সহ অন্যান্যরা দাবি-সনদ তুলে ধরেছেন স্বাস্থ্য অধিকর্তার কাছে।

তারা দাবি করেছেন, স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে ওটি টেকনোলজি ডিগ্রি অর্জন করেছে। এক্ষেত্রে ওটি অ্যাসিও, টেকনিশিয়ান, টেকনোলজিস্ট পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে ডিগ্রি অর্জন করা ওটি টেকনোলজিস্টদের অগ্রাধিকার দেওয়ার দাবি করা হয়েছে। রাজ্যে ৩০০-রও বেশি এই ডিগ্রি অর্জন করা বেকাররা রয়েছে। এদিন ওটি টেকনোলজিস্টস অ্যাসোসিয়েশন ত্রিপুরার তরফে রাজ্যে প্যারামেডিক্যাল কাউন্সিল গঠন করার দাবি করা হয়েছে।

সংবর্ধিত সুমন, দিশায় চলছে তৃণমূল

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ ডিসেম্বর : সুমন পাল। তার সাথে নতুন করে পরিচয়ের বিষয় না হলেও এখন রাজ্য তৃণমূলের 'স্টার' সুমন পাল। আমবাসা পুর সংস্থা থেকে নির্বাচিত পুর পারিষদ সুমন পাল-ই একমাত্র রাজ্যের তৃণমূলের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি। ১২০টি আসনে লড়াই করে তৃণমূল পেয়েছে ১টি আসন। আগরতলার একটি হোটেল সাংসদ সুস্মিতা দেব সুমন পাল-কে সংবর্ধিত করেন। এই পর্বে যুবনেতা শান্তনু সাহা সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন। পরে ক্যাম্প অফিসে সুমন পাল পৌঁছালে সেখানেও তাকে সংবর্ধিত করা হয়। এই পর্বে সুস্মিতা দেব ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাজীব ব্যানার্জি এবং সুবল ভৌমিক সহ অন্যান্যরা।



গুরুত্বের বরণ করে নেওয়া হয়। রাজীব ব্যানার্জি জানিয়েছেন, শিবির সহ শীতবস্ত্র বিতরণ সহ নানা কর্মসূচি। সুস্মিতা দেব বলেছেন, এবারের পুর সংস্থার নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর বিজেপি আরও বেশি ভয় পেয়ে গেছে তৃণমূল-কে। রিগিং মাস্টাররাও এখন আতঙ্কিত।

নেতৃত্ব। এদিন ক্যাম্প অফিসে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সেই বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে, ১ জানুয়ারি তৃণমূলের প্রতিষ্ঠা দিবস সাড়ম্বরে পালন করা হবে। থাকবে রক্তদান শিবির সহ শীতবস্ত্র বিতরণ সহ নানা কর্মসূচি। সুস্মিতা দেব বলেছেন, এবারের পুর সংস্থার নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর বিজেপি আরও বেশি ভয় পেয়ে গেছে তৃণমূল-কে। রিগিং মাস্টাররাও এখন আতঙ্কিত।

আগামী ২০ ডিসেম্বর এসডিএম কার্যালয়ে ডেপুটেশন দেওয়া হবে। ৫ জানুয়ারি রাজভবন অভিযান। তার আগেও রাজপালের দ্বারস্থ হতে চেয়েছিল তৃণমূল। ওই সময় রাজাপাল অসুস্থ বলে রাজভবন জানিয়ে দেয় তৃণমূলকে। সুস্মিতা দেব এদিন বলেছেন, তারা আশাবাদী, ৫ জানুয়ারি রাজপাল ভয় পেয়ে গেছে তৃণমূল-কে। রিগিং মাস্টাররাও এখন আতঙ্কিত।

আগামি অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজনবোধ করছে না রাজ্য পুলিশের কাছ থেকে। কারণ পুলিশ তাদের অনুমতি তো দেয়-ই না, উল্টো তাদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করে। তাই গুপ্ত 'ইনফর্ম' করে পুলিশকে। সুবল ভৌমিক জানিয়েছেন, রাজ্য পুলিশ প্রধাণকে গোটা কর্মসূচি সম্পর্কে অবগত করানো হয়েছে। ডিল্লুখা, শক্তি, সুদীপ, শেতা-ব-দেব বিবংদে পুলিশ নোটিশ পাঠিয়েছে।

ধাঁধাটি সমাধান করতে প্রতিটি ফাঁকা ঘরে ১ থেকে ৯ ক্রমিক সংখ্যা ব্যবহার করতে হবে। প্রতিটি সারি এবং কলামে ১ থেকে ৯ সংখ্যাটি একবারই ব্যবহার করা যাবে। নয়টি ৩ X ৩ ব্লকেও একবারই ব্যবহার করা যাবে ওই একই নয়টি সংখ্যা। সফলভাবে এই ধাঁধাটি যুক্তি এবং বাদ দেওয়ার প্রক্রিয়াকে মেনে পূরণ করা যাবে।

ক্রমিক সংখ্যা — ৩৭৭									
2		9	7	1		6			
			5			7			
3		1							2
8	1		7						
			6			5	1	7	
7			2	1	8				
	9	2				6			
1	5		8	6				9	
	4	9	1	3	7	2	5		

অগ্নিকাণ্ডে সর্বস্বান্ত চাকরিচ্যুত শিক্ষক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ১৩ ডিসেম্বর।। বিশ্ববাসী অগ্নিকাণ্ডে সর্বস্বান্ত হয়ে গেলেন চাকরিচ্যুত শিক্ষক এবং তার পরিবার। সোনামুড়া থানাধীন আড়ালিয়া পঞ্চায়েতের ১নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা আনিস মিয়া। তিনি একজন চাকরিচ্যুত শিক্ষক। চাকরি হারানোর পর থেকে গৃহশিক্ষকতা করে সংসার প্রতিপালন করছেন। রবিবার রাত আনুমানিক ৩টা নাগাদ তার বসতঘরে আগুন লেগে যায়। তারা যতক্ষণে ঘটনাটি টের পেয়েছিলেন, ততক্ষণে ঘরের অর্ধেক অংশ ভস্মীভূত হয়ে যায়। স্থানীয় লোকজন বাঁপিয়ে পড়েন তাদের ঘরের আগুন নেভানোর জন্য। পাশাপাশি খবর দেওয়া হয় দমকল বাহিনীকে। যেহেতু, তাদের বাড়ির রাস্তার কাজ চলছে,



তাই দমকল বাহিনীর বড় ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে আসতে পারেনি। বড় ইঞ্জিন ফিরে গিয়ে ছোট গাড়িতে করে পুনরায় দমকল কর্মীরা ছুটে আসেন। ততক্ষণে পুরো ঘর ভস্মীভূত হয়ে যায়। আনিস মিয়ার আশঙ্কা বিদ্যুতের শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লাগতে পারে।

বসতঘর থেকে তারা কিছুই রক্ষা করতে পারেননি। আসবাবপত্র থেকে শুরু করে নথিপত্র সব কিছুই পুড়ে ছাই হয়ে যায়। আনিস মিয়া জানান, একই ঘরে তার ছোট ভাইয়ের পরিবারও থাকেন। যার ফলে এই ঘটনায় দুটি পরিবার খোলা আকাশের

নিচে এসে পড়িয়েছে। এলাকার জনপ্রতিনিধিরা ওই পরিবারটির পাশে দাঁড়ালেও আনিস মিয়া চাইছেন অতি শীঘ্রই প্রশাসন যেন তাদেরকে সাহায্য করে পুনরায় ঘর নির্মাণের জন্য। অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা আনিস মিয়ার জন্য গোদের ওপর বিবর্কিতার মত হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারা বুঝে উঠতে পারছেন না কিভাবে পুনরায় ঘুরে দাঁড়াবেন। এই ঘটনায় পরিবারটির প্রায় ১২ লক্ষ টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে আনিস মিয়ার দাবি। এলাকার লোকজন সঠিক সময়ে বাঁপিয়ে পড়ার কারণে আশপাশের বাড়ি ঘরও ট্রান্সি অগ্নিকাণ্ডের হাত থেকে রক্ষা করা গেছে। অল্পের জন্য অগ্নিকাণ্ড থেকে প্রাণরক্ষা পেয়েছে আনিস মিয়ার পরিবারের সদস্যরাও।

ওএনজিসি'র বিস্ফোরণে ঘরে ফাটল, মামলা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চন্ডিলাম/বিশালগড়, ১৩ ডিসেম্বর।। ওএনজিসি'র খনন কার্যের জেরে আবারও ক্ষতিগ্রস্ত এক পরিবার। টাকারজলা থানার অন্তর্গত হরিয়া কোবারা পাড়ার বাসিন্দা অরবিন্দ দেববর্মা ক্ষতিপূরণ চেয়ে পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছেন। তার অভিযোগ ওএনজিসি কর্তৃপক্ষ খনন কার্য চালাতে গিয়ে যে বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে তাতে অরবিন্দের বসতঘরে ফাটল দেখা দিয়েছে। তার বাড়ি থেকে কিছুটা দূরেই ওএনজিসি'র খনন কার্য চলাচ্ছে। উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বিস্ফোরণের জেরে তার ঘরের দেওয়ালে চিঁচ ধরে গেছে। অরবিন্দ দেববর্মার দ্বিতল বিশিষ্ট ঘরে ফাটল দেখা দেওয়ায় তারা খুবই উদ্ভিন্ন। কারণ তাদের আশঙ্কা ঘরটি ভেঙে পড়তে পারে। এর আগেও এই ধরনের অভিযোগ উঠে এসেছিল। কিন্তু প্রশাসনের কাছ থেকে বিশেষ কোনো সহযোগিতা পাননি ক্ষতিগ্রস্তরা। এবারের ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত অরবিন্দ দেববর্মা সরাসরি টাকারজলা থানায় গিয়ে ক্ষতিপূরণ চেয়ে মামলা দায়ের করেছেন। বিষয়টি তিনি জেলাশাসক খেচে শুরু করে মহকুমাশাসক এবং মহকুমা পুলিশ আধিকারিককেও জানিয়েছেন। এলাকাবাসী এই ঘটনায় প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ। কিছুদিন আগেও ওই এলাকার নাগরিকরা খনন কার্যে বাধা দিয়েছিলেন। কারণ, তাদের আশঙ্কা ছিল বিস্ফোরণের ফলে এই ধরনের জলের বাগবাসা এলাকায় ওই অভিযোগ উঠেছিল, একজন কৃষককে না জানিয়ে তার জমির উপর দিয়ে জলের পাইপ লাইন বসানো হয়েছিল। তখনই স্থানীয়া ওএনজিসি কর্তৃপক্ষকে বাধা দেয়। এখন প্রশ্ন উঠছে তাদের বিস্ফোরণের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত ওই এলাকার পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে কিনা? নাকি তাকেও ক্ষতিপূরণের জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরতে হবে?

ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১৩ ডিসেম্বর।। বিশালগড় বাজারের প্রবীণ ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে থানায় মামলা দায়ের করেছেন অপর এক ব্যবসায়ী। অভিযুক্ত ব্যবসায়ী বাজার কমিটিকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে অন্যের জমিতে থাকা মূল্যবান গাছ কেটে নিয়েছেন বলে অভিযোগ। শুধু তাই নয়, মিথ্যা কথা বলে দোকান ভিটে হাতিয়ে নেওয়ারও চেষ্টা করে বলে অভিযোগ উঠেছে। অভিযুক্ত ব্যবসায়ীর নাম মানিক সাহা। রবিবার রাতে বিশালগড় থানায় তার বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ জমা পড়ে। সেই অভিযোগ করেছেন পার্শ্ববর্তী দোকানের মালিক বিজয় পাল। বিশালগড় মধ্য বাজারে মানিক

সাহার ইলেকট্রনিক্স সামগ্রীর দোকান আছে। গত মাসখানেক আগে ওই এলাকায় একটি নতুন ঘর নির্মাণ করে ভাড়া খাটান মানিক সাহা। কিন্তু পরে জানা যায় সেই দোকান ঘরটি তিনি আমবাগানের ভজন চক্রবর্তীর কাছ থেকে কিনেছেন। প্রশ্ন দেখা দিয়েছে যদি মানিক সাহা দোকান ঘরটি টাকা দিয়ে কিনে থাকেন তাহলে বাজার কমিটি থেকে শুরু করে অন্যদের কাছ থেকে বিসয়টি লুকিয়ে রাখার পেছনে কি রহস্য আছে। অভিযোগ, মানিক সাহা তার দোকানের অর্ধেক অংশের মালিক শুক্র করার পর বাজার কমিটির সম্পাদককে সাক্ষী রেখে জমির সমস্যা সমাধান করার পর ব্যবসা

শুরু করবেন বলে কথা দিয়েছিলেন। দুই পক্ষের উপস্থিতিতেই স্পষ্ট হয়ে যায় মানিক সাহার দোকানের অর্ধেক অংশ বিজয় পালের। এতদিন সেই দোকান ঘরটি বন্ধ থাকলেও রবিবার সকালে মানিক সাহা বাজার কমিটির নির্দেশকে তোয়াক্কা না করে ব্যবসা শুরু করার প্রস্তুতি নেন। তার বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ বিজয় পালের অনুপস্থিতিতে এবং তাকে না জানিয়ে দোকানের পেছনে বেশ কিছু গাছ কেটে ফেলেন মানিক সাহা। তাই রাতেই ব্যবসায়ী বিজয় পাল বিশালগড় থানায় প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী মানিক সাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন। এখন দেখার বাজার কমিটি এবং পুলিশ কি ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

স্কুল পড়ুয়াদের কাছ থেকে টাকা আদায়, আটক ২ যুবক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চন্ডিলাম, ১৩ ডিসেম্বর।। বিভিন্ন বিদ্যালয়ে গিয়ে পরীক্ষার নাম করে ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে টাকা আদায় করছিল দুই যুবক। গত বুধ-পন্ডিবার থেকে তাদের বিরুদ্ধে শিক্ষা দফতরে অভিযোগ আসে। সেই মোতাবেক সিপাহিজলা জেলা শিক্ষা আধিকারিক হাবুল লোধ বিশ্রামগঞ্জ থানায় দুই যুবকের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন। সেই মোতাবেক তাদের দু'জনের বিরুদ্ধে থানার পুলিশ আটক করে নিয়ে আসে। অভিযুক্ত দুই যুবকের নাম জীবন রায় (২২) এবং শান্ত দাস (২০)। তাদের বাড়ি উত্তর জেলার বাগবাসা এলাকায়। বিশ্রামগঞ্জ থানায় তাদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলার নম্বর ৬১/২১। ভারতীয় দণ্ডবিধি ৪২০/ ৪৬৮ / ৪৭১ / ১২০(বি) ধারায় মামলা দায়ের হয়েছে। অভিযুক্তদের মঙ্গলবার বিশালগড় আদালতে পেশ করা হবে বলে বিশ্রামগঞ্জ থানার এসআই গণেশ দাস জানিয়েছেন। পুলিশ সূত্রে খবর অভিযুক্ত দুই যুবক জেলা শিক্ষা আধিকারিক হাবুল লোধের সাথে যোগাযোগ করে ন। তিনি

লোধের স্বাক্ষর ব্যবহার করে ভুয়া নথিপত্র তৈরি করেছিল। সেই নথিপত্র দেখিয়ে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে গিয়ে তারা সাধারণ জ্ঞানের পরীক্ষার নেওয়ার কথা জানায়। সেই পরীক্ষা বাবদ ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে টাকাও নেয়। চন্ডিলাম দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ে তারা অনেকের কাছ থেকে টাকা নিয়েছে। যষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের প্রত্যহর জালে ফেলে টাকা আদায় করে দুই প্রতারক। তারা বলেছিল পরীক্ষার পর ভালো নম্বর পেলে পুরস্কার দেওয়া হবে। এসসি এবং এসটি ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে ২০ টাকা, ওবিসি ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে ৩০ টাকা এবং জেনারেল ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে ৪০ টাকা করে আদায় করে দুই প্রতারক। গত শনিবার জানা যায়, ছেচড়িমাই বিদ্যালয়ে টাকা আদায় করতে গিয়েছিল দুই প্রতারক। তখনই ওই বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষকের কাছে বিষয়টি সন্দেহজনক বলে মনে হয়। তাই তিনি জেলা শিক্ষা আধিকারিক হাবুল লোধের সাথে যোগাযোগ করে ন। তিনি

প্রধানশিক্ষককে জানান, এভাবে বিদ্যালয়ে গিয়ে কোনো ধরনের পরীক্ষার জন্য টাকা আদায়ের নির্দেশ নেননি। সোমবার হাবুল লোধ এবং দফতরের ওএসডি তরুণী সরকার -সহ অন্যান্য আধিকারিকরা অপেক্ষায় ছিলেন দুই প্রতারককে হাতেনাতে ধরার জন্য। দুই প্রতারক জীবন রায় এবং শান্ত দাস এদিন ফের ছেচড়িমাই বিদ্যালয়ে যায়। তখনই তাদেরকে ধরারও করা হয়। জেতার মুখে দুই যুবক জানান, তারা একটি বেসরকারি সংস্থার হয়ে কাজ করছে। সেই সংস্থার নাম স্মার্ট ইন্ডিয়া ওয়ালেট। তবে দু'জনের কথাবার্তায় বেশকিছু অসংলগ্নতা ধরা পড়ে। তাই তাদেরকে আটক করে বিশ্রামগঞ্জ থানার পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ এসে দু'জনকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। এখন প্রশ্ন দেখা দিয়েছে ওই প্রতারক চক্রের আর কারা যুক্ত আছে। পুলিশ যদি সঠিকভাবে তদন্ত করে তাহলে অবশ্যই চক্রের সাথে জড়িত অন্যদেরও জালে তোলা সম্ভব।

নাগরিকদের সহায়তায় জমি পরিমাপ নির্বিঘ্নে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কদমতলা, ১৩ ডিসেম্বর।। অবশেষে সরকারি অনুমোদনপ্রাপ্ত রাস্তা নির্মাণের বর্ধিত জমি পরিমাপ সত্বেস্ত্র বিষয়টির সূত্রভাবে নিরসন হলো। সোমবার উত্তর ত্রিপুরা জেলার পানিসাগর মহকুমার অন্তর্গত পূর্ব জলাবাসা ও জলাবাসা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনস্থ আসাম-আগরতলা জাতীয় সড়কে যুক্ত নবনির্মিত রাস্তার নির্মাণের জমি নির্ধারণ প্রক্রিয়াটি সূত্রভাবে নিরসন হয়। এদিন জলাবাসা অঞ্চলের বিভিন্ন সামাজিক সংস্থা সহ সর্ব-ধর্মীয়, সর্বদলীয় নেতৃত্ব এবং এলাকার প্রবীণ গুণ্ডাবুদ্ধিসম্পন্ন নাগরিকদের তত্ত্বাবধানে তা সম্পন্ন হয়। এলাকার প্রবীণ নাগরিকরা জানান, গোটা এলাকার বৃহৎ সার্কেল স্বতঃস্ফূর্তভাবে সহযোগিতা করেছেন। এই রাস্তাটির আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই নির্মাণকার্য সম্পন্ন হবে বলে আশা ব্যক্ত করেন। এদিন সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন পানিসাগর বিধানসভার বিধায়ক বিনয় ভূষণ দাস -সহ গোটা এলাকার নাগরিকরা।

রাজ্য সরকারের তরফে দুই জওয়ানের পরিবারকে আর্থিক সাহায্য প্রদান

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৩ ডিসেম্বর।। বিশালগড় কোনোবনস্থিত ওএনজিসি'র জিসিএস'এ কর্তব্যরত অবস্থায় নৃশংসভাবে খুন হওয়া দুই টিএসআর জওয়ানের পরিবারকে পূর্ব ঘোষণা মোতাবেক আর্থিক সাহায্য করলো রাজ্য সরকার। সোমবার কিল্লার বিধায়ক রামপদ জমাতিয়ার উপস্থিতিতে টিএসআর পঞ্চম ব্যাটেলিয়নের কমান্ডেন্ট এইচএস ডালং দুই পরিবারের সদস্যদের হাতে ৫ লক্ষ টাকার চেক তুলে দেন। নিহত সুবেদার মার্কাসিং জমাতিয়া এবং নায়ক সুবেদার কিরণ কুমার জমাতিয়া পঞ্চম ব্যাটেলিয়নে কর্মরত ছিলেন। তাদের মৃত্যুর পর মুখ্যমন্ত্রী বিপ্র কুমার দেব দুই পরিবারকে ৫ লক্ষ টাকা করে আর্থিক সাহায্য প্রদানের ঘোষণা করেছিলেন। সেই মোতাবেক এই দিন দুই পরিবারের সদস্যদের হাতে রাজ্য সরকারের তরফে চেক তুলে দেওয়া হয়।

যত্রতত্র ম্যালেরিয়া কিট

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, অমরপুর, ১৩ ডিসেম্বর।। অমরপুর মন্দিরঘাট এলাকার নাগরিকদের ম্যালেরিয়ার পরীক্ষার ব্যবস্থা করেছিল স্বাস্থ্য দফতর। কিন্তু পরীক্ষার পর ম্যালেরিয়া কিটগুলি স্বাস্থ্যকর্মীরা যত্রতত্র ফেলে গেছেন বলে অভিযোগ। নারকেল বাগান যাওয়ার পথে নৌকাঘাট এলাকায় গত কয়েকদিন আগে ম্যালেরিয়া পরীক্ষা করা হয়েছিল বলে খবর। এখন ওই এলাকায় রাস্তাঘাটে সেই সব কিটগুলি পড়ে আছে। এলাকার ছোট ছোট শিশুরা সেই কিটগুলি নিয়ে খেলাধুলা করছে। প্রশ্ন উঠছে, স্বাস্থ্য কর্মীরা এভাবে তাদের কাজে ব্যবহৃত কিটগুলি কেন ফেলে

গেছেন? এতে করে আগামী দিনে ওই এলাকার শিশুদের কোনো সমস্যা হবে কিনা? ওই এলাকাটি প্রত্যন্ত হওয়ায় সেখানে কোনো সাব-সেন্টার নেই। যে স্বাস্থ্য কেন্দ্র আছে সেটি একেবারে ভঙ্গুর পাওয়ার হাউসের সামনে। সেখান থেকে এলাকাটির দূরত্ব ৭ কিলোমিটার। হাসপাতালে যেতে হলে নাগরিকদের গাড়ি ভাড়া করে যেতে হয়। সেই কারণেই এলাকায় এসে স্বাস্থ্য কর্মীরা ম্যালেরিয়া পরীক্ষা করেছিলেন। স্বাস্থ্য কর্মীরা পরীক্ষা পর্যন্তই নিজেদের দায়িত্ব পালন করেছেন কিন্তু তারা ব্যবহৃত কিটগুলি কেন রাস্তায় ফেলে গেলেন, তা নিয়েই প্রশ্ন উঠছে।

ফের বন্য হাতির তাণ্ডব

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৩ ডিসেম্বর।। ফের বন্য হাতির উন্মুক্ত তাণ্ডব। রবিবার গভীর রাতে তেলিয়ামুড়া বন দফতরের অধীন উত্তর মহারানির গুভরাম চৌধুরী পাড়ায় একদল বন্য হাতি তাণ্ডব চালায়। যার ফলে ধূলিস্যাৎ হয়ে যায় তিনটি বসতঘর। শুরু হয় চিংকার চোঁচামেচি। লুণ্ঠণও হয়ে যায় তিনটি ঘরের সব আসবাবপত্র। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের তরফ থেকে জানানো হয়েছে তাদের কম করে দেড় লক্ষ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। অন্যান্য দিনের মতই মৃদাঙ্গা কর্মী রকের গুভরাম চৌধুরী পাড়ার নাগরিকরা কাজকর্ম সেরে নিভ্রামুখী হয়েছিলেন। কিন্তু হঠাৎ রাত আনুমানিক ২টা নাগাদ একদল বন্য হাতি বাড়িঘরে ঢুকে পড়ে। ভাঙুর করে বেশ কয়েকটি পরিবারের ঘর। অল্পেতে প্রাণে বেঁচে যান ওই সব পরিবারের সদস্যরা। তাদের চিংকারে বেরিয়ে আসেন প্রতিবেশীরাও। পরবর্তী সময় সবাইকে একত্রিত হয়ে আগুন এবং বাজি-পটকা হাতে নিয়ে হাতির দলের পেছনে ধাওয়া করেন। পরে অনাড় পালিয়ে যায় হাতির দল। তবে তাদের তাণ্ডবে ধূলিস্যাৎ হয়ে যায় সন্তোষ দেববর্মা, অরুণ কুমার দেববর্মা এবং রবীন্দ্র দেববর্মার বসতঘর। অভিযোগ, রাত তেলিয়ামুড়া বন দফতরে সাহায্যের জন্য খবর দেওয়া হলেও তারা কোনো সাড়া দেননি। নাগরিকরা অভিযোগ করেন, বন দফতরের সাহায্য পান না বলেই এখন এলাকার লোকজনকে রাতে জেগে থাকতে হয়। কারণ কখন হাতির দল পুনরায় হামলা চালায় তার কোনো নিশ্চয়তা নেই।

গাঁজা বিরোধী অভিযান

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কমলাসাগর, ১৩ ডিসেম্বর।। মধুপুর থানার পুলিশ গোপন খবরের ভিত্তিতে সোমবার সকালে কামথানা, কেরাডোপা, হরিহরদোলা এলাকায় অভিযান চালিয়ে ১ লক্ষ ৪৫ হাজার গাঁজা গাছ ধ্বংস করে। বিএসএফ, টিএসআর এবং বন দফতরের কর্মীরাও এই অভিযানে অংশ নেন। প্রায় ৭০ কিলো জায়গায় প্রচুর সংখ্যক গাঁজা গাছ লাগানো হয়েছিল। প্রশ্ন উঠছে এত বিশাল পরিমাণ জায়গায় গাঁজা চাষ সম্পর্কে পুলিশ এতদিন কিভাবে অন্ধকারে ছিল? পাশাপাশি গাঁজা চাষের সাথে জড়িত কাউকেই তারা গ্রেফতার করতে পারলো না কেন? নিম্নুকেরা বলেন, এর পেছনে গোপন সমঝোতা রয়েছে।

NOTICE INVITING TENDER

Sub : Notice inviting tender for purchase of Computer, Peripherals & Printers for the establishment of the Judge, Family Court, Agartala.

Sealed tenders/quotations are invited from the recognized dealers for purchase of Computer, Peripherals & Printers for the establishment of the Judge, Family Court, Agartala as per terms and conditions vide this Office Notice **No.F.16(2)/FC/AGT/21/2144-45** dated 10/12/2021, Agartala, the 10th December, 2021. For further details visit our Official website <https://districts.ecourts.gov.in/india/tripura/west-tripura/tender>.

The quotations should reach this Office positively by 02:30 pm on 07/01/2022.

Sd/- Illegible
(Miss Ishika Dan)
Principal Counsellor
Family Court
Agartala, West Tripura
(Head of Office & Chairman of LPC)

ICA/C/2922/21

MUKHYAMANTRI YUBA YOGAYOG YOJANA (MYYY) SCHEME

GRANT FOR SMARTPHONE

ELIGIBILITY CRITERIA

Students who pursued final year course in academic year 2020-21 (during FY 2021-22) in undergraduate degree in any Government College / Institute / University in Tripura.

DOCUMENTS REQUIRED

- Applicant's Photograph
- Aadhaar card
- Ration card
- Bank Passbook
- Smartphone purchase invoice (duly signed by the Principal / Head of the institute) and Previous year / semester passing marksheet.

ENROLLMENT PROCESS

- Log on to <https://bms.tripura.gov.in>
- Click on "CITIZEN" tab
- Click on "BENEFICIARY SCHEMES".
- Click on "ENROLL" against the MUKHYAMANTRI YUBA YOGAJOG YOJANA scheme.
- Register with email id and mobile number
- Login to citizen portal with registered email id / mobile number and verify OTP.
- Fill-up online application form, upload scanned copies of required documents and submit.
- Submit system generated acknowledgement slip duly signed by the applicant and physical copies of the uploaded documents at the institute.

TIMELINE

6th December 2021 - 7th January 2022

Visit: <https://bms.tripura.gov.in>

For any queries email to: myyoyojana@gmail.com

ICAD-1432/2021-22

জানা অজানা

আদিম অণুজীবেরা জেগে উঠছে

তারা প্রতিনিয়ত যুদ্ধ করেছে। রাশিয়ায় ত্রিশ থেকে চল্লিশ হাজার বছর আগের নিয়ানথ্রালের দেহাবশেষ খুঁজে পাওয়া গেছে। সেখানে মানুষের বসবাস ছিল, বিভিন্ন ধরনের রোগে আক্রান্ত হয়ে হাজার হাজার বছর ধরে ভুগে তাদের মৃত্যু হয়েছে।

যেসব ভাইরাসের টিকা আবিষ্কৃত হয়েছে, সেগুলো থেকেও পুরোপুরি নিরাপদ নই আমরা। ক্ল্যাডেরির মতে, আমরা যদি বিলুপ্ত নিয়াথ্রালের শরীর থেকে কোনো ভাইরাসকে আলাদা করতে পারি, তাহলে পৃথিবী থেকে সেই ভাইরাসগুলোকে একেবারে নির্মূল করতে পেরেছি, এই ধারণাটি ভুল প্রমাণিত হবে। তাই সব ধরনের ভাইরাসের বিরুদ্ধে আমাদের মজুদ করে রাখতে হবে প্রচুর পরিমাণে ভ্যাকসিন। যাতে কোনো মহামারির সত্তাবনা দেখা দিলে মোকাবেলা করা যায় সহজে। অনেকদিন ধরেই ক্ল্যাডেরি এবং তার সহযোগীরা প্যামিফ্লস্টে এমন সব ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাসের ডিএনএর সন্ধান করছেন, যারা মানুষকে আক্রান্ত করতে পারে। এমন কিছু অণুজীবের সন্ধানও তিনি পেয়েছেন। তবে তাঁরা স্মলপক্স বা গুটিবসন্তের কোনো অস্তিত্ব পাননি। স্বভাবতই তাঁরা এ সব ক্ষতিকর অণুজীবদের জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেননি।

এখন দেখা যাচ্ছে শুধু বরফ বা প্যামিফ্লস্টই শুধু নয়, অন্যান্য বিচিত্র জায়গা থেকেও প্রাণঘাতী অণুজীবের সংক্রমণ ঘটেতে পারে। ২০১৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে নাসার বিজ্ঞানীরা যোবাণা করেন, একটি মেক্সিকান খনির ক্রিস্টালের ভেতরে দশ থেকে পঞ্চাশ লক্ষ বছরের পুরনো অণুজীবের সন্ধান পাওয়া গেছে। যে গুহার ক্রিস্টালের খনিতে অণুজীব পাওয়া গেছে,

পর্ব ৩

বছরের পর বছর বেঁচে থাকতে পারে প্যামিফ্লস্টের বরফের ভেতরে।

২০১৪ সালে বিজ্ঞানী ক্ল্যাডেরির নেতৃত্বে একদল বিজ্ঞানী দুটি বিরল প্রজাতির ভাইরাসকে জাগিয়ে তোলেন। এগুলো দীর্ঘকাল সাইবেরিয়ার প্যামিফ্লস্টে সুপ্ত ছিল। তাদের একটির নাম পিথোভাইরাস সাইবেরিকাম, অন্যটি মলিভাইরাস সাইবেরিকাম। এই দুটিকেই বলা হয় জায়ান্ট বা দানব ভাইরাস। কারণ, বড় আকারের কারণে এদেরকে সহজেই অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নিচে দেখা সম্ভব। তুন্ড্রা উপকূলের ভূগর্ভের প্রায় ১০০ ফুট নিচে রয়েছে এদের উপস্থিতি। তার মানে, আমাদের আতংকিত হবার যথেষ্ট কারণ আছে। কেন? কারণ, দেখা গেছে, এই ভাইরাস কিংবা অন্যান্য অণুজীবগুলো আবার জেগে উঠলে হঠাৎ করেই অতিমাত্রায় সংক্রামক হয়ে উঠতে পারে।

সে হিসেবে এখনো আমাদের ভাগ্যবানই বলতে হবে। কারণ, এখন পর্যন্ত এই ভাইরাসগুলো শুধু এককোষী অ্যামিবাকে আক্রান্ত করে বলে তথ্য আছে বিজ্ঞানীদের হাতে। এ কথা শুনে নিশ্চিন্ত বোধ করার কারণ নেই। কারণ, গবেষণা বলছে, যেসব সংক্রামক ভাইরাস মানুষকে আক্রমণ করতে পারে, তাদের অনেকগুলোই অদূর ভবিষ্যতে জেগে উঠতে পারে আবার। নিউ মেক্সিকোর লেচুগুলিয়া গুহায় যে প্রাচীন ব্যাকটেরিয়ার সন্ধান পাওয়া গেছে, তারা ভূগর্ভের প্রায় এক হাজার ফুট নিচে ছিল। প্রায় চার মিলিয়ন বছরের বেশি সময় তারা পৃথিবীর আলো দেখেনি। সেখানে কোনো সূর্যের আলো পৌঁছায় না। ভূপৃষ্ঠ থেকে পানি



আদিম অণুজীবের ফসিল— সংগৃহীত

তা উত্তর মেক্সিকোর নাইকাতে অবস্থিত। গুহাটিতে দুধ সাদা রঙের অসংখ্য খনিজ সেলেনাইটের ক্রিস্টাল রয়েছে। হাজার হাজার বছর ধরে বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক ক্রিয়ায় সৃষ্টি হয়েছে এগুলো। এসব ক্রিস্টালের তরলপূর্ণ ছোট ছোট পকেটে হাজার বছর ধরে আটকা পড়ে আছে বিভিন্ন ধরনের ব্যাকটেরিয়া। যখনই তারা এখান থেকে মুক্তি পাবে, আবার জীবন্ত হয়ে উঠবে এবং সংখ্যায় বাড়তে থাকবে। এখানকার জীবাণুগুলো একেবারে আলাদা ধরনের, সম্ভবত নতুন প্রজাতির। তবে বিজ্ঞানীরা এদের ব্যাপারে তেমন কোনো তথ্য দেননি। অ্যানথ্রাক্সই শুধু নয়, আরও অনেক ব্যাকটেরিয়াও কিন্তু একইভাবে স্পোর তৈরি করতে পারে। উদাহরণ হিসেবে টিটোনাস বা ক্রুসট্রেডিয়াম বটুলিনামের কথা বলতে পারি। এই বটুলিনাম থেকে এক ধরনের বিরল রোগ হতে পারে। বটুলিনাস নামের এ রোগে শরীরের মাংসপেশিগুলো প্যারালাইজড হয়ে যেতে পারে। অনেকেই হয়তো জানেন, কাঁচা আমাদের স্বাস্থ্যনাশী যে মাংসপেশিগুলো রয়েছে, কোনো কারণে এরা প্যারালাইজড হয়ে গেলে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে মানুষের। কিছু ক্ষতিকর ছত্রাকও এরকম

পৌঁছাতেও লেগে যায় প্রায় এক হাজার বছর। কিন্তু কী আশ্চর্যের ব্যাপার দেখুন, এই প্রতিকূল পরিবেশেও অণুজীবের সন্ধান পাওয়া গেছে। এমনকি সমুদ্রের গভীরে প্রায় একশ মিলিয়ন বছর ধরে মাটিচাপা থাকার পরেও কিছু কিছু অণুজীব আবার জেগে উঠেছে। তারা প্রচণ্ড ক্ষুধার্ত। সমুদ্রের তলদেশের সেডিমেন্টের ওপর সম্প্রতি গবেষণা করা হয়, যা প্রায় ১৩ থেকে ১০২ মিলিয়ন বছর পুরনো। গবেষণায় দেখা যায়, সেডিমেন্টের বেশিরভাগ প্রাচীন অণুজীব মারা যায়নি, সুপ্ত অবস্থায় রয়েছে। তাদের যদি খাবার দেওয়া যায়, দেখা যাবে, সেখানকার সবচেয়ে প্রাচীন অণুজীবরাও আবার জেগে উঠতে পারে এবং সংখ্যায় বাড়তে পারে। ২০২০ সালের ২৮ জুলাই গবেষকরা ন্যচার কমিউনিকেশনে এ দাবি করেন। শক্তির অভাবে ভুগতে থাকা এসব অণুজীবগুলো কতদিন পর্যন্ত গভীর সমুদ্রের তলদেশে বেঁচে থাকতে পারে, তা নিয়ে অনেকদিন ধরেই সতর্কতার সঙ্গে গবেষণা করছেন বিজ্ঞানীরা। তাঁদের ভাষ্যমতে, এই প্রাচীন অণুজীবগুলো এখনও জৈব বিপাকীয় প্রক্রিয়ায়

● এরপর দুইয়ের পাতায়

কাশী বিশ্বনাথ ধাম করিডর উদ্বোধন



বারাণসী, ১৩ ডিসেম্বর।। সোমবার প্রায় ৩৩৯ কোটি টাকা ব্যয়ে নতুন করে সজ্জিত কাশী বিশ্বনাথ ধামের প্রথম পর্বের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বললেন, ঐতিহ্য ও আধুনিকীকরণের মিশেলে নতুন করিডর তৈরি করা হয়েছে। এদিন মোদি বলেন, “আগে গঙ্গার পাশেই কাশী বিশ্বনাথ মন্দির ছিল। বাবা বিশ্বনাথকে যখন প্রণাম করা হত, একইসঙ্গে মা গঙ্গার দর্শনও হয়ে যেত। কিন্তু সময়ের প্রবাহে সেই পথের মার্গ অনেক প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয়েছিল।” কিন্তু এবার “ঐতিহ্য ও আধুনিকীকরণের মিশেলে নতুন করিডর তৈরি করা হয়েছে।” এদিন বরিশের গুপ্তভেই কাশীবাসীকে প্রণাম জানান প্রধানমন্ত্রী। এরপর বলেন,

“কাশীতে একটাই সরকার রয়েছে। যার হাতে ডমরু রয়েছে, সেই মহাদেবের সরকারই এখানে চলে। এই করিডরও মহাদেবের কৃপাতেই হয়েছে। আমরা কেবল তা বাস্তবে রূপান্তর করেছি।” কাশী নিয়ে বলতে গিয়ে আবেগঘন হয়ে পড়েন প্রধানমন্ত্রী। বলেন, “কাশী যুগ যুগ ধরে নানা পরিবর্তন দেখেছে। বিভিন্ন সময়ে ঔরঙ্গজেব থেকে ব্রিটিশ শাসক, সন্তাসবাদীদের আক্রমণের মুখেও পড়েছে। তবুও কাশীর উন্নয়ন থেমে থাকেনি। আজ উন্নয়ন, উৎকর্ষের পথে আরও একধাপ এগিয়ে গেল কাশী।” করোনাকালে যে শ্রমিকরা করিডর তৈরির কাজ চালিয়ে গিয়েছে, তাঁদের ধন্যবাদ জানান মোদি। বলেন, কাশীতে মহাদেবের ইচ্ছে

হাড়া কিছুই হয় না। মোদির দাবি, ২০০-২৫০ বছর আগে কাশীর সংস্কারের কাজ হয়েছিল। তারপর এই প্রথম বিশ্বনাথ ধামের সংস্কারে এত কাজ হল। প্রসঙ্গত, এদিন প্রথমে কাল ভৈরব মন্দিরে পূজা দেন প্রধানমন্ত্রী। ললিতা ঘাটে গঙ্গায় ডুব দিয়ে জল সংগ্রহ করেন। সূর্যনমস্কার করে গঙ্গা পূজাও দেন। আলকানন্দা ব্রুজ চড়েও কাশী দর্শন করেন। উল্লেখ্য, কাশী বিশ্বনাথ ধাম করিডরে ৪০টি মন্দিরের সংস্কার ও ২৩টি নতুন ভবন তৈরি করা হয়েছে কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরের আশেপাশে। সোমবার গঙ্গাতীরে ছিল কাতারে কাতারে দর্শনার্থীর ভিড়। শিবের ডমরু বাজিয়েই ললিতা ঘাটে স্বাগত জানানো হয় প্রধানমন্ত্রীকে।

ক্লুজ থেকে বারাণসীর গঙ্গারতি দর্শন

লখনউ, ১৩ ডিসেম্বর।। বিগত দুদিন ধরে গোটা কাশী শহর জুড়ে যে উৎসবের আবহ চোখে পড়েছিল, সোমবার সন্ধ্যায় তা চূড়ান্ত রূপ পেল। শিব দীপাবলির রাতে প্রদীপের আলোয় সেজে উঠল গোটা কাশী। ওই প্রদীপের আলোয় কয়েক কিলোমিটার জুড়ে থাকা বারাণসীর ঘাট যেন গঙ্গার বুকে বিছানো সোনার অলঙ্কারের মতো। সকালে গঙ্গাস্নান সেরে কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরে পূজা দেওয়ার পর করিডর উদ্বোধন শেষে সন্ধ্যায় বারাণসীর নয়নাভিরাম গঙ্গা আরতির দৃশ্য দেখলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। শিব দীপাবলিতে গঙ্গারতি বারাণসীবাসীর কাছে একটি বিশেষ দিন। সারা দিনের একাধিক কর্মসূচির পর গঙ্গাবক্ষে প্রমোদতরীতে বসে কাশীর বিখ্যাত দশাশ্বমেধ ঘাটের আরতি দর্শন করলেন প্রধানমন্ত্রী। সঙ্গে ছিলেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। কাশীতে অনেক আগে থেকেই শুরু হয়েছিল এই বিশেষ দিনের প্রস্তুতি। তার উপর প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতি এই উৎসবকে

● এরপর দুইয়ের পাতায়

পুলিশের বাসে হামলা, মৃত ৩



ভুবনেশ্বর, ১৩ ডিসেম্বর।। শক্তি বাড়লো ভারতের নৌসেনার। চীন ও পাকিস্তানের মনে আতঙ্ক জাগিয়ে এবার ‘সুপার সনিক মিসাইল অ্যাসিসটেড টর্পেডো স্মার্ট’র সফল পরীক্ষামূলক উৎক্ষেপণ করলো ভারত। এটি নেক্সট জেনারেশন প্রযুক্তিতে তৈরি ‘স্মার্ট টর্পেডো সিস্টেম’ মিসাইল বলে জানা গিয়েছে। এদিন পরীক্ষামূলক উৎক্ষেপণটি করা হয় ওড়িশার হুইলার দ্বীপে। ভিআরডিও সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার ক্ষেপণাস্রটির সর্বোচ্চ পাল্লার সফল উৎক্ষেপণ করেন বিজ্ঞানীরা। প্রচলিত মিসাইলের থেকে বেশি দূরে আঘাত হানতে সক্ষম এই

জীনগর, ১৩ ডিসেম্বর।। কাশীরে পুলিশের বাসে হামলা চালালো জঙ্গিরা। ওই হামলায় মৃত্যু হল ৩ পুলিশকর্মীর। আহত বহু। সোমবার জীনগরের বাইরে জেওয়ানা এলাকায় পাছচকে একটি পুলিশের

বাসে হামলা চালায় জঙ্গিরা। ওই হামলায় কমপক্ষে ১৪ পুলিশকর্মী আহত হয়েছেন বলে জানা যাচ্ছে। এখনওপর্যন্ত পাওয়া খবর অনুযায়ী কমপক্ষে ৩ পুলিশকর্মীর মৃত্যু হয়েছে। পুলওয়ামার পর এভাবে

ফের হামলা হল। শীতকাল এলে কাশীরে জঙ্গি হামলার ঘটনা বাড়ে। আজ পুলিশের ওই বাসটিতে উঠে পড়ে জঙ্গিরা। তারপরেই বেপরোয়া গুলি চালাতে শুরু করে। কমপক্ষে ১৪ পুলিশকর্মী আহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে কাশীর জোন পুলিশ। জঙ্গিরের তল্লাশি শুরু করেছে নিরাপত্তা বাহিনী। আহতদের তড়িঘড়ি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। কাশীর পুলিশ সূত্রে খবর, পুলিশ কর্মীদের নিয়ে এদিন বাসটি যাচ্ছিল জেওয়ানের পুলিশ ট্রেনিং কলেজের দিকে। পথে পাছচক এলাকায় বাসটিতে উঠে গুলি চালায় কমপক্ষে ৩ জঙ্গি। জন্ম-কাশীর আর্মড ফোর্সের ৯

● এরপর দুইয়ের পাতায়

নেতাজি রহস্যের খোলাসা করতে কেন্দ্রকে নির্দেশ

কলকাতা, ১৩ ডিসেম্বর।। নেতাজি কি আদৌ জীবিত? নাকি মারা গিয়েছেন? এই নিয়ে রহস্য এখনও রয়েই গিয়েছে। এবার বিষয়টি পরিষ্কার করতে হবে কেন্দ্রকে। আগামী আট সপ্তাহ অর্থাৎ ২ মাসের মধ্যে কেন্দ্রকে বিষয়টি স্পষ্ট করতে হবে বলে জানিয়ে দিল কলকাতা হাইকোর্ট। একটি জনস্বার্থ মামলার নিরিখে এই রায় দিয়েছে আদালত। এই রায়ে স্বাভাবিকভাবেই অস্বস্তি বাড়লো কেন্দ্রের। কারণ এখন পর্যন্ত নেতাজির মৃত্যু বা জীবিত থাকা নিয়ে কোনও ফাইল প্রকাশ করা হয়নি। হাইকোর্টের এই রায়ের জেরে তা—ই করতে হবে কেন্দ্রকে হলফনামা দায়ের করে। পাশাপাশি ভারতীয় টাকায় নেতাজির ছবি ছাপানো যায় কিনা, সেই বিষয়েও জানাতে হবে কেন্দ্রকে। সোমবার জানিয়ে দিল কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি প্রকাশ শ্রীবাস্তব এবং বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজের ডিভিশন বেঞ্চ। হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলাটি করেন হারেন বাগচী নামে এক ব্যক্তি। তিনি আবেদনে লেখেন, কেন্দ্র থেকে সাধারণ মানুষ, সকলেই নেতাজিকে ইচ্ছেমতো ব্যবহার করছেন। অথচ নেতাজি আদৌ জীবিত নাকি মৃত, তা জানানো হচ্ছে না। নেতাজি সংক্রান্ত কটি ফাইল প্রকাশিত বা প্রকাশ করা হয়নি, তাও জানতে চেয়েছেন তিনি। সেই সঙ্গে গান্ধীজির

মতো নেতাজির ছবিও টাকায় ছাপানো যায় কিনা, জানতে চান। নেতাজির জন্মদিন ২৩ জানুয়ারি। কিন্তু তাঁর পরিণতি কী হয়েছিল এখনও স্পষ্ট নয়। ১৯৪৫ সালের ১৮ আগস্ট তহিওয়ানের তহিপেইয়ে ভেঙে পড়ে একটি বিমান। তাতে সওয়ার হয়েছিলেন নেতাজি বলে জানা গিয়েছিল। কিন্তু দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হয়েছে কিনা, নিশ্চিতভাবে জানা যায়নি। এই নিয়ে বিতর্ক চের। গত আগস্টে বিজেপি সংসদ তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রমেশ পোখরিয়াল নিশান্দের একটি টুইট ঘিরে সমালোচনার মুখে পড়েছিল বিজেপি। নেতাজির ‘মৃত্যুব্যবহীকী’—তে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয় টুইটে। এর পর কংগ্রেসও সেই একই পথে পা বাড়ায়। সেই নিয়ে তুমুল সমালোচনা করে তৃণমূল। নেতাজি সংক্রান্ত গোপন নথি প্রকাশ্যে আনার দাবি তোলে। প্রসঙ্গত তাইপেইতে নেতাজির বিমান দুর্ঘটনার মুখে পড়েছিল, একথা মানতে চায়নি বিচারপতি মুখার্জির তদন্ত কমিশন। জানিয়েছিল, ওই দিন তাইপেইতে কোনও বিমান দুর্ঘটনাই হয়নি। ২০০৩ সালের মার্চ মাসে তাইপের মেয়র এক ভারতীয় সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন, তাইপে সিটি আর্কাইভে ওইদিন তাইপেইতে কোনও বিমান দুর্ঘটনার উল্লেখই নেই।

লাইফ স্টাইল

মন খারাপ, অবসাদ হচ্ছে?

জানুন কীভাবে কাটাতে পারবেন

সিনেমা দেখা- আপনার মন যা চায়, তাই করুন। ৩. যে কাজগুলি করলে মন খারাপ হয়, তা এড়িয়ে চলুন। দুঃখের সিনেমা দেখে মুড বিগড়ে যাচ্ছে? সোশ্যাল মিডিয়ায় কোনও করণ ছবি দেখার পর কিছু ভাল লাগছে না? এমনটা হলে এখন থেকে এই ধরনের জিনিসগুলি এড়িয়ে চলুন। কোনও নির্দিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলার পর অবসাদ এলে তাঁকেও এড়িয়ে চলাই ভাল। ৪. খাওয়া-দাওয়া ও শরীরচর্চায় মন দিন খাওয়া-দাওয়া ও শরীরচর্চা কিন্তু মানসিক স্বাস্থ্যের সঙ্গে গুতপ্রাভভাবে জড়িত। বেশি জঙ্কফুড খেলে তা পরোক্ষভাবে অবসাদের কারণ



হতে পারে। অন্যদিকে শরীরচর্চা মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি করার জন্য প্রমাণিত। তাই প্রতিদিন অন্তত ৩০ মিনিট শরীরচর্চা করুন। মনে চলুন একটি সুখ, পুষ্টিকর খাদ্যাভ্যাস। মাঝে মাঝে জমিয়ে জঙ্কফুডও খান। তবে মাসে ১-২ বারের বেশি নয়।

৫. কাজ ও বাড়ি আলাদা রাখুন প্ৰসিকজন না হলে অফিসের বাইরে কাজের কথা মাথাতেও আনবেন না। অফিস ও অফিসের বাইরের জগত আলাদা রাখুন। এতে স্ট্রেস কম হবে। ৬. পোষ্য রাখুন আপনার কি কুকুর-বেড়াল ভাল লাগে? তাহলে একটি পথ কুকুরের ছানা বা বিড়াল পুষতে

● এরপর দুইয়ের পাতায়

রাজ্যের সম্মান ডোবাচ্ছে হকি দল

প্রতিবাদী কলাম ক্রীড়া প্রতিনিধি,
 আগারতলা, ১৩ ডিসেম্বর
 সমালোচনা করা যাবে না। এটাই
 নিয়ম।
 মুশলিম, ক্রীড়া ক্ষেত্রে সামনে ছাড়া
 বড় বিপর্যয় দেখেও চুপ করে থাকার
 অর্থ হলো, অসহায়তাবাদ।
 আত্মসমর্পণ হলো। সুতরাং যাদের
 চোখে এই বিপর্যয় ধরা পড়ে না
 তাদের চোখ খুলে দেখো। আমাদের
 কর্তব্য। সবাই তো। আর সহজে
 আত্মসমর্পণও করা না। কোন পথে
 যাচ্ছে রাজার ক্রীড়া জগৎ? শুধু
 কারোনা-কে দোষ দিয়ে লাভ নেই।
 রাজার ক্রীড়া জগৎ-ও উন্নয়নের
 ঠিকানা নিয়ে যারা বসে আছেন তারা
 কি করছেন—এই প্রশ্নটাই জানতে
 চান।
 ক্রীড়া নিয়ে স্বচ্ছতার প্রতিশ্রুতি
 কর্পূরের মতো উড় গিয়েছে। স্বামী
 আমলের মতোই চলছে সব কিছু।
 পরিবর্তন কোথায়? রাজার সিনিয়র
 হকি দল রাজার সম্মান ডুবিয়ে
 দিচ্ছে। অথচ রাজার ক্রীড়া
 জগৎ-ও উন্নতির ঠিকানা নিয়ে বসে

থাকা মানুষগুলির কোনও হোলোকায়ে
নই। মহারাষ্ট্রের পুণেতে অনুষ্ঠিত
১১-তম হকি ইন্ডিয়া প্রথম
প্রতিযোগিতায় প্রথম ম্যাচে
মণিপুরের ক্যাপ্টেন ২১ গোলা হকম
করেছিল ক্রিপ্পা। সোমবার দ্বিতীয় ম্যাচে
করনো রাজস্থানের বিরুদ্ধে হকম
করেনো ১৮ গোলা অর্থাৎ দুই হাজার
৩৯টি গোলা হকম করেন।
নিশ্চিতভাবেই বল্যায়, তৃতীয়
ম্যাচে আরও বড় লক্ষ্য অঙ্গন
করে আছে। কারণ ওই ম্যাচটি
খেলতে হবে চণ্ডীগড়ের বিরুদ্ধে
যে দলে টেকিও অনিশ্চিত
রোগপ্রাপ্ত খেলা ভারতীয় দলের
করনো জন খলোয়াড় রয়েছে
রাজো হকি হাতে-গোনা কবেরো
জন খলে থাকে। রাজ্যব্যাপী
কোন প্রশংসা হকি। সবচেয়ে
কথা হলো, ভারতীয় হকি এতই
উন্নত যে সিনিয়র আসরে দল
পাঠানোর মতো জায়গায়
হকি। অচ্য বাম আল থেইই
হকি প্রিন্সা সিনিয়র আসরে দল

পাইয়ে আসছে। এই ধরণের
লজ্জাজনক ফলাফল অতীতেরও
হলছে। তারপরেও দল পাঠানো
থেকে বিবৃত নেই। হকি ত্রিপুরা
রাজ্যের একটি সামন্তরাল ক্রীড়া
সংস্থা। যেভাবেই হোক তারা হকি
ইন্ডিয়া-র স্বীকৃতি আদায় করে
নিচ্ছে। এরপরেই বাণিজ্যে নামে
পড়েছে বিভিন্ন গেমের
ভিনবাজারের খেলোয়াড় হকি
ত্রিপুরার করছে দিয়ে দেয়ার
প্রোজার করছে হকি ত্রিপুরা
নামে সংস্থা। গাড়ি-বাড়ি কোন
কিছুইর কমতি নেই। এখন আর
বামপন্থী শাসন নেই। চলছে
রামপন্থী শাসন। এক আশ্চর্য
কায়দায় রামপন্থী নেতাদের
ম্যানেজ করে বাণিজ্য রথ এগিয়ে
নিচ্ছে চলছে হকি ত্রিপুরা। কবে
দল নির্বাচন হলো কিংবা নির্বাচনি
শিবির বা প্রশিক্ষণ শিবির হলো
কোন কিছুই জানে না রাজ্যের
ক্রীড়া মন্ত্রণালয়। সম সময়ই এই
গোপনীয়তা অলম্বন করা হয়।

তবে সত্যটা সামান্য আসেও
 তবের হয় না। প্রশ্ন একটাই, দীর্ঘদিন
 ধরে এক সম্ভাব্যতার অলিঙ্গিত
 সংস্থার ব্যানারে বিভিন্ন গেমে দল
 পাঠানো নিয়ে বাণিজ্য চললে
 অথচ সরকারি তরফে কখনই কোন
 ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। অতীত
 বিপ্লব-র নামে ভুঝবে। জ্ঞাত
 আইন কার্য এসব সম্ভাব্যতা
 সংস্থার কার্যকলাপ বন্ধ করার
 হওয়া। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে
 এসব সম্ভাব্যতা সংস্থা আগের
 চেয়ে বেশি সক্রিয়। অথচ সরকারি
 তরফে কোন হেলদোল নেই
 একটি ক্রীড়া আইন দ্রাও করে
 স্বাশাসিত সংস্থাগুলিকে সরকারি
 নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসাই কি স্বচ্ছতা
 একমাত্র মাপকাঠি? এসব
 সম্ভাব্যতা সংস্থাগুলি ভিন্নভাবে
 গিয়ে রাজ্যের সম্মান ডুবিয়ে
 আসছে। এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা
 গ্রহণ করতে পারছে না কোন
 সংস্থা? তাহলে কি সর্বের মাঠেই
 ভূত লুকিয়ে আছে?

নামমাত্র
গোলে জয়ী
ফ্রেণ্ডস

প্রতিবারি কলম ক্রীড়া
প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩
ডিসেম্বর ৬ নামাংরি গোলে
জয় পেলে ফ্রেণ্ডস ইউনিয়ন
দ্বিতীয় ডিভিশন এদিয়ে
তারা প্রথম মাঠে নামলে।
জয় দিয়েই তারা অভিযান
শুরু করলে। বলাই বাহুল্য,
এই জয় পরবর্তী ম্যাচগুলিতে
তাদের বাড়তি আত্মবিশ্বাস
জোগাবে। অন্যদিকে, প্রথম
ম্যাচে নোবাদের সংঘ-র
বিরুদ্ধে ড্র করেছিল সবুজ
সংঘ। তবে সোমবার দ্বিতীয়
ম্যাচে তারা হেরে গেলে।
এবার খরাপ দল গঠন
করেনি সবুজ সংঘ। ফ্রেণ্ডস
ইউনিয়নও ভালো দল। ফলে
দুই দলের ম্যাচটি এদিন
উপভোগ্য হবে এমনই

দ্বিতীয় ম্যাচে জয় পেলো স্পোর্টস স্কুল

প্রতিদীপী কলম ক্রীড়া প্রতিদ্বন্দ্বি,
আগন্তবল, ১৩ ডিসেম্বর/ দ্বিতীয়
ডায়েরিতে ফুটবল প্রথম ম্যাচে
মৌচাকের কক্ষে পরাস্ত হয়েছিল
হিপ্রুর স্পোর্টস ক্লাব। এদিন দ্বিতীয়
ম্যাচে নামানত গোলো জয় পেলে
তারা। তবে এডিনব্রগের পুলিশ সার্ভো
অনুষ্ঠিত ম্যাচের তাদের সামনে
কঠিন চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলো কেম্‌ব
সকলে। তাই জিয়েলোও স্পোর্টস
সম্মেলন নিয়ে বড় কিছু আশা করা
এখনও সম্ভব নয়। স্পোর্টস ক্লাবের
যে এডিত, ফুটবলের যে রমরমা
ছিল সেটাই যেনে ভানসিন হয়ে
গিয়েছে। গতি, পাসিং, ট্রাপিং
রিসিডিং-র মতো ফুটবলের
প্রাথমিক বিষয়গুলিতে বরাবরই
স্পোর্টস ক্লাবের গলো বানদের
চেহারাতে একিয়ে থাকে। তাই ১৪-১৫
বছরের ছেলেরা এক সময় সিনিয়র

লিগে প্রতিপক্ষকে নাকানি-চোবানি খাইয়েছিল। তখন স্কুলে এসেও একাধাশা পর্বেরই ছিল। দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা হলো, গত কয়েক বছর ধারাত স্কুলের ক্রীড়াঙ্গণে সেই আশাশ্রিত পরিবেশটি আর নেই। পাশাপাশি টিভি-স্টেশন দুইটি মণিগত করে ভিডিও করার ইচ্ছাটিকে পণপণত হওয়ার ফলে স্কুলের শিক্ষার্থীদের প্রভুত ক্ষতি হয়েছে। আরও বড় কথা হলো, যারা ছোট ছেলেরদের হাত ধরে প্রাথমিক বিষয়গুলি শেখানোর মতো দক্ষ কোচেরও অভাব। আরও একাচ দরকার।

হলে স্কুলের ফুটবলে সব বয়সের আ ফিরে আসবে না। দ্বিতীয় ডিভিশনে পল পল দুইটি মায়ে ফুটবল কেন্দ্রের ফুটবল দেখে স্টাটস বলে প্রমীরা খুব হতাশ।

তাদের প্রশ্ন, এই কি সেই স্ট্যাটস

ফুল কেশব স্বধর র মতো দলও এটাই ঘেরকম লড়াই করলে সেদিন বুঝিয়ে দেবে স্পোর্টস স্কুলের প্রকৃত অবস্থা। প্রথমার্ধের ৩২ মিনিটে রাহু আচাই যখন স্পোর্টস স্কুলের ঘরে একমাত্র গোলটি করে। প্রতিপক্ষের ভুলে গোলও কিছু সুযোগ পেয়েছিল তবে সেগুলি কাজে লাগতে পারেনি। অন্যদিকে, কেশব স্বধর সুযোগ থা। যদিও গোল করার ক্ষেত্রে তারা ব্যর্থ। ম্যাচ পরিচালনা করলেন রেফারি পবন চক্রবর্তী। কেশব স্বধর বিপতারা ত্রিপুরা-এ হলুদ কার্ড দেখিয়েছেন। আপাতত দুইটি ম্যাচ খেলে একটি ম্যাচে জয় পেয়েছে এবং একটি ম্যাচে পরাস্ত হয়েছে। আগামী ১৫ ডিসেম্বর তারা সবুজ সাগর-র মুখোমুখি হবে।

রাজ্যভিত্তিক ভলিউমে চ্যাম্পিয়ন
সিপাহিজলা জেলা, পশ্চিম জেলা



প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি,
আগরতলা, ১৩ ডিসেম্বর :
রাজ্যভিত্তিক কৃষ সাহা স্মৃতি
ভলিবলে পুরুষ বিভাগে
সিপাহিজলা জেলা এবং মহিলা
বিভাগে পশ্চিম জেলা বিজয়ী
হয়েছে। এদিন মেলাঘরে আসরের
চূড়ান্ত পর্বের খেলা অনুষ্ঠিত হয়।
রবিবার পুরুষ গুচ্ছ হয়েছিল আসর। এদিন
তার সমাপ্তি ঘটে। পুরুষ বিভাগে
সিপাহিজলা জেলা ২৫-২২,

২৫-২১, ২৫-২৭ এবং ২৫-২০
সেটে পশ্চিম জেলাকে হারিয়ে
চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। মহিলা বিভাগের
ফাইনালেও মুখোমুখি হয়
সিপাহিজলা জেলা এবং পশ্চিম
জেলা। ফাইনালে পশ্চিম জেলা
২৫-১৪, ২৫-২০ সেটে
সিপাহিজলা জেলাকে হারিয়ে
চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। পুরুষ বিভাগে
৯টি এবং মহিলা বিভাগে ৫টি দল
এতে অংশগ্রহণ করে। পুরস্কার

মূল্যের স্পনসর করেছে প্রয়াত কৃষ্ণ সাহা-র পরিবার। ২০১১ সাল থেকেই তারা এই পুরস্কার দিয়ে আসছে। বিজয়ী দল ১০ হাজার টাকার পাশাপাশি সুদৃশ্য ট্রফি পেয়েছে। দিবারাত্রি এই প্রতিযোগিতা ঘিরে এলাকায় ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গেছে। প্রতিটি ম্যাচের বিশাল সংখ্যক দর্শক ম্যাচের আনন্দ উপভোগ করেছে।

ফের ২০০-র কমে আটক ত্রিপুরা

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনি
আগরতলা, ১৩ ডিসেম্বর : অনু
১৯ দলের ব্যাটিং ব্যর্থতা অব্যাহত
কোচবিহার ট্রফির তৃতীয় ম্যাচে
২০০ রানের কমে অলআউট হ

দিকেও নজর দিলো আরমান।
এটাই আসল ক্রিকেট। এই
প্রতিভাশালী ক্রিকেটারকে এঁরা মানে
রাখতে হবে ক্রিকেট ঘণ্টা উইকেটে
করতে তো তার কোন দান নেই। রান
করালে হবে এটাই আসল। সুপর
৪৮ বলে ৩৪ রানে একটি সপ্লিন
ইনিংস খেললো আরমান। আরমান
এবং দুর্দভ'র জুটিতে উঠে ৪৪
রান। ব্যক্তিগত ও৪ রানে ফিটে ৪৪
আরমান। ৩৩ রানের অধিমুখ বর্ষণ ১০
রানে আউট হয়। ইনিংসের হাল ধরে
দুর্দভা এবং আনন্দ ভৌমিক। শেষে
দুর্দভাওই বলকে এগিয়ে নিয়ে
যাচ্ছিল। জলজ। জলটি আসরে

খ্রিষ্টপূর্ব সেরা ব্যাটসম্যান্য নিঃ
সন্দেহে আন্দাল এদিনও বড় রানের
পথেই গােছিল। যদিও তেঁা
ফিরে যায়। দুর্লভ-বাহু সাে জটিলি
েও রান উঠে। এপ্রসর দুর্ভ-ব
সাথে জটিলি বাঁধে সন্তুজিই সান। েচ
রান জটিলি াঁধে উঠে। পাঞ্জিই ে১
রান করে। দলের হয়ে সেরোঁচ ে২
রান করলে দুর্ভ-ব াঁধে একটা সময়
খ্রিষ্টপূর্ব সেরা ব্যাটসম্যান্য নিঃ
সন্দেহে আন্দাল এদিনও বড় রানের
পথেই গােছিল। যদিও তেঁা
ফিরে যায়। দুর্লভ-বাহু সাে জটিলি
েও রান উঠে। এপ্রসর দুর্ভ-ব
সাথে জটিলি বাঁধে সন্তুজিই সান। েচ
রান জটিলি াঁধে উঠে। পাঞ্জিই ে১
রান করে। দলের হয়ে সেরোঁচ ে২
রান করলে দুর্ভ-ব াঁধে একটা সময়

দেখতমি সুরকার, সৈয়দা ইফতেক
সিদ্দিকাহ স্মি ওটি রেই উইকেটে
নিরাঙ্ক। জবাবে বাট করতো নেমে
বাংলার রান বিনা উইকেটে ৩২
৬৮পাশে তেফিক উটান
ট্রায়েট-২০ ক্রিকেটের মেজাজে
কেন ২৪ বলে ২৪ রানে অপারাজিত
আছে। আগামীকাল ম্যাচের দ্বিতীয়
দিন। ম্যাচের প্রথম সেপেইন উইকেট
থেকে পেসাররা সাধাযা পায়। তবে
ঘড়না হলো, সিপুয়ায় কোন
উন্নতমানের পেসার নেই। ফলে
উইকেট ফলো ফ্যানার তোলা সত্ত্ব
নয়। ফলে ভরসা স্পিনারের। দেখা
যাক বাংলা কোথায় গিয়ে থাকে।

বিজয়ও

আজ মেঘালয়ের বিরুদ্ধে কি বদলা নিতে পারবে ত্রিপুরা

প্ৰতিবাদী কলম ক্ৰীড়া প্ৰতিনিধি,
আগন্তবলী, ১৩ জুলাইসম্বৰ :
আগামীকাল কিত প্ৰিণ্টাৰ পাৰবে
বন্দনা নিতে? না চ নভেম্বৰ
বিজয় ওয়াড়াতে য়ে ফলাফল
হবে? এবাৰ বিসিসিআই-ৰ জাতীয়
সিনিয়ৰ টি-২০ ক্ৰিকেট তথ্য স্তম্ভাক
আটা ক্ৰফিতে প্লেট গ্ৰেপে খেলতে
হয়েছে প্ৰিণ্টাৰকে। টানা চাৰ ম্যাত
জিতলেও চ নভেম্বৰ গ্ৰপে
নিজেদেৰে শেৰে মাছে মেথালৱাৰ
কাছে বিধস্ত হোৱাছে প্ৰিণ্টাৰ। তাৰ
মেথালৱাৰ কাছে হেৰে প্ৰিণ্টাৰ
যেনে নকুআটা খেলা সৰহ হানি
তেননি প্লেট গ্ৰেপে আন নম্বৰ স্থান
পাওয়ায় প্ৰিণ্টাৰকে তিনিগৰা
প্লেট গ্ৰেপে খেলতে হছে। এখন
বিষয় হাজাৰে একলৈবনি ক্ৰিকেট-
১৩ৰ ওকশ প্ৰিণ্টাৰ প্লেট গ্ৰেপে।
জগুপেৰে প্ৰিণ্টাৰ ইতিমধ্যে টানা চাৰ
ম্যাত জিতে গিছে শীৰ্ষে। আবাৰ
মেথালৱাৰ টানা চাৰ ম্যাত
জিততেছে। প্ৰিণ্টাৰ ও মেথালৱাৰ
পয়েন্ট সমান হলেও প্ৰিণ্টাৰ পাৰবে
প্ৰিণ্টাৰ বশে। তেবে আগামীকাল
প্লেট গ্ৰেপৰ যথোচিত ফাইনেল
মুখোমুখি হবে প্ৰিণ্টাৰ এং

মেঘালয়। যদিও প্লেট গ্রুপের প্রথম
দল দল হিসাবে ইতিমধ্যে উদ্ভূত।
মেঘালয় এলিগ গ্রুপের পিঠে গেছে।
তবে এবার লড়াই প্লেট গ্রুপ থেকে
কোন দল বিজয় হাজারে টফির
প্লেট-কোয়ার্টার ফাইনালে খেল
ছাড়পর পায়। ফলে আগামীকাল
প্লেট গ্রুপের অ্যাথলেট ফাইনাল
৮ নভেম্বরের পর ১৪ ডিসেম্বর।
সময়ের হিসাবে ৬০ দিন পর দুটি
দল ফের মুখোমুখি। প্লেট গ্রুপ
উ-২০ ক্রিকেট ট্রান্সব্রাকে
কিট ক্রিকেট হারতে হয়েছিল। এবার
প্লেট গ্রুপে একদিনের ক্রিকেট কি
হবে? তবে বিজয় হাজারে টফিতে
প্লেট গ্রুপে এবার দুই খেলে। বিশাল
ঘোষ ইতিমধ্যে দৃষ্টি স্পেন্ডের
নিয়োগে। পেশাদার ক্রিকেটার
সিগ্নি গোয়েল ও স্পেন্ডর পয়েছে।
অভিনয়কার কেবির পখন। বল
হাতে ভয়ঙ্কর এক মার্শেকর।
সুতরাং অজর, রাণা রাইলি আছে।
সাত-৮ শক্তির ব্যাডের ত্রিপুরা
এগিয়ে। তবে পেশাদার ক্রিকেটার
সমুদ্র মেঘালয় ও কিস্ত দারঙ্গ
খেলছে। মেঘালয়ের টানা রয় মাচ্য
খেলছে। মেঘালয়ের অন্যতম
ভরসা অভিনয়কার পুণ্ডি পিট এবং

পেনার সিজি খুরানা। বাট হাতে
এরা দরজা ফর্মে। এছোঁদা হাতে
রবী দরশন। মেমনী বল হায়ে
আকাশ কুমার, সিজি খুরানা
মেঘালয়ের অন্যতম ভরসা
মেঘালয় কিন্তু খুঁজার এবং
মিজোরামের মতো দলের বিরুদ্ধে
জয় পেয়েছে। ত্রিপুরার মতো
মেঘালয়ের সামনেও এখন বিজয়
হাজার টফির প্রি-কোয়ার্টার
ফাইনালে খেলার হাতছানি। দিল্লির
প্রাক্তন ব্যাটসম্যান পণ্ডিত বিস্তু
প্রভান মোহালায়ের অধিনায়ক
দারশন ফর্মে আছে পণ্ডিত
মেঘালয় তারিফে আছে তার
জিতবে। আগামীকাল হবে দল
জিতবে তারা। গ্রেট গ্রেন্ডের
নম্বর দল হিসাবে বিজয় হাজারে
টফির নক আউট যাবে
প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল খেলবে
গ্রেট গ্রেন্ডের সেরা দল। আগামী
২১ ডিসেম্বর ম্যাচটি হবে
এক্ষেত্রে প্রাপ্তিকর্ম হবে এলিট-এ
গ্রেন্ডের দ্বিতীয় দল। এলিট-এ গ্রেন্ডে
এক নম্বর দল ওড়িশা। আপাততঃ
দ্বিতীয় স্থানে দৌড়ে আছে চ্যাম্পিয়ন
দল। আগামীকালই ঠিক হবে কারা
যাবে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে।



রোয়িং-এ রূপো
জিতেই জ্ঞান হারিয়ে

জলে পড়ে গেলেন!

মুন্সাই, ১৩ ডিসেম্বর। রোয়িং-এ জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপের রপেজ বিভাগে অর্ধচন্দ্র অঙ্গন হায়ে জলের মধ্যে পড়ে যান বাংলার কিশোরী দুর্গায়া পাল। সঙ্গে সঙ্গে এক লাইফগার্ড তাঁকে উদ্ধার না করেই বাঁধার কোনও ঘটনা ঘটতে পারত। তবে তা হয়নি। সুস্থ রয়েছেন কিশোরী। রবিবার মহারাষ্ট্রের পুনেতে জুনবার জাতীয় রোয়িং প্রতিযোগিতায় রপেজ বিভাগে ১৬ বছরের দুর্গায়া। প্রতিযোগিতা শেষে হওয়ার পরই ঘটে ঘটনাক্রম। হঠাৎ নৌকা থেকে জলে পড়েন যান তিনি। সঙ্গে সঙ্গে সাথিগণ উপস্থিত লাইফগার্ড কন্ড সাফাল্যে সেখানে পান। মনে। দুর্গায়াকে টেনে নৌকায় তোলেন তিনি। কিছুক্ষণ চিকিৎসার পরে সুস্থ হয়ে ওঠেন কিশোরী। কিন্তু কী হয়েছিল দুর্গায়ায়? সুস্থ হওয়ার পরে কিশোরী বলেন, “আমার উচ্চতা ৫ ফুট ২ ইঞ্চি, যা এই ক্যাটগোরিতে ●এরপর লাইফগার্ড পান।

অনুশীলনে

মুন্সাই, ১৩ ডিসেম্বর। দক্ষিণ অঘি
আগে বাধ্যতামূলক নিতৃত্ববাসে
ভারতীয় দল। তবে তার আগে হাল
ভারতীয় শিবিরে।
অনুশীলন করতে
গিয়ে চোট পেলে
রোহিত শর্মা।
থো ডাউন
বিশেষজ্ঞের
বিরুদ্ধে ব্যাট
করছিলেন তিনি।
আচমকা একটী বল
লাফিয়ে উঠে সরাসরি
রোহিতের গ্লাভসে
লাগে। আঙুলের বাথায়
ছোট করতে থাকেন
রোহিত। প্রাথমিক
চিকিৎসার পরও



উদ্বোধন করেছেন
পঞ্চায়েতের সদস্য
বলেন যে বোর্ড
কড়া অনুশীলন
হাজির ছিলেন
রাষ্ট্রের এবং
দ্বিতীয় টেনিস
শোমবার প্র
তিনি। প্রো
বল সামল
রাহিত। উ
রঘু। আচম
রাহিতের

সেই ইতিমধ্যেই গুজরাটের প্রিয়ম
নাগাযোগে করে তাঁকে ভেঙে থাকতে
দেখতে ছড়বোলা যওয়ায় আসে শেষ বার
এরপর ভারতীয় দল। মুম্বইয়ের নেটে
অভিজিৎ রহাণে, খবত পথ, কেদার
ঠাকুর। 'মিডিয়ালাভের বিরুদ্ধে'
চ্যোরে চ্যোরে খেলেন। তাঁর
৪৫ মিনিট পরে নেটে পড়ে থাকলেন
উদয়ন বিশ্বাসজঙ্গমে একের পর এক
নিয়ে। রহাণের পরেই নেটে চোকেন
টি। চি চি চি চি চি চি চি চি চি চি চি চি চি
ই রবুর একটি বাল দিয়ে উঠে
ভেসে নাগে। তিনি স্বল্পায়ু কাব্যতা
থাকেন। তবে কিছুক্ষণ পরেই
সামলে নেন তিনি। এরপর
অনুলীন দেখতে হাজির
গুনভার সরে নিরাপদ
এরপর দুইয়ের পায়া

পানিসাগর স্পোর্টস স্কুলে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি,
আগরতলা, ১৩ ডিসেম্বর :
সোমবার থেকে পানিসাগর
স্পোর্টস স্কুলে নতুন বছরের জন্য
ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হলো। যা চলবে
আগামী ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত। এর
আগে বাধারঘাট স্পোর্টস স্কুলে
ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে।
সেখানে পশ্চিম জেলা, দক্ষিণ
জেলা, গোমতী জেলা, খাগিয়ৈ
জেলা এবং সিপাহিজলা জেলার

শিক্ষার্থীরা প্রক্ৰিয়ায় অংশগ্রহণ করেছিল। এদিন পানিসাগর স্পোর্টস স্কুলে ধনাই জেল, উনকোটি এবং উত্তর জেলার নির্বাচিত ছেলে-মেয়েরা চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণিতে ভর্তিরা তাদের দক্ষতা ও পারদর্শিতা দেখানোর সুযোগ পেয়েছে। এই প্রক্ৰিয়া সুষ্ঠু ও নিপুণভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে ১১ জনের বিশেষজ্ঞ দল এদিন সকালে পানিসাগর পৌছে যায়।

আগামী কয়েক দিন প্রার্থীদের উচ্চতা, স্ট্যাংথিং স্পট জাম্প, ৩০ মিটার ফ্লাইং স্টার্ট, শার্টেল রান, বল থ্রো, ৮০০ মিটার দৌঁড় এবং সাধারণ জ্ঞানের উপর পরীক্ষা নেওয়া হবে। এরই পাশাপাশি হবে মেডিক্যাল টেস্ট। মোট ৩৫ জন বালক-বালিকা এই ভর্তি প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করছেন। এরপর মধ্যে খলই জেলার ৪ জন, উনকোটি জেলার ১১ জন এবং উত্তর জেলার ২০ জন।



রাজ্যে স্কুল ক্রীড়ার বেহাল দশা স্কুলে পিআই-দের ফেরানোর দাবি

হাতিবাদী কলাম ক্রীড়া প্রতিযোগিতা
আগস্টতলা, ১৩ সেপ্টেম্বর রাতের
সুপারলীকে এক প্রকার পিআইই শূন্য
করেই মনোজ কাশি দেব-র শরদিদু
চৌধুরী-রা ঘটা করবে দুই দফা
প্রায় দুই ঘণ্টা হাতিবাঁকে কোচিং
স্টোরে ঢাঙ্গ করবে। অভিযোগ-
সংযে পথী কতিপয় শারীর শিক্ষক
স্টোরে নাকি এতে খাণ্ড ছিল। স্কুল
থেকে পাইকারি হাতি পিআইই-র
তুলে এক বন্ডিক কোচিং স্টোরে
পোশাকি দেওয়া হয়। বিক্রিময়ে
নাকি ৪০-৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত
দক্ষিণা নেন কতিপয় সংযে পথী
পিআইই নেতা। পাশাপাশি কোচিং
স্টোরেও গুরু ক্রীড়া সামগ্রী
কেনার বিনাময়ে নাকি ক্রীড়া
দফতরের কতিপয় অফিসার এবং
সংযে পথী পিআইই নেতারা লাভান
হয়। যদিও সেই সময় বিভিন্ন
মিডিয়ায় ক্রীড়া দফতরের
সিদ্ধান্তে প্রশ্ন তোলা হয়েছিল।
কেননা বর্তমান সময়ে
সরকারের নিজস্ব খেলাধুলা বাজে
এমনাও স্কুল ক্রীড়া। কিন্তু মনোজ

কাজি দেব, শরদিন্দু চৌধুরী-রা
স্কুলগুলিকেই ফাঁকা করে দেয়।
পিতাই-দের তুলে নেয়। ফলে স্কুল
ক্রীড়াতে এর ব্যাপক প্রভাব
পড়ছে। গত বছরের মাঠে এই
বছরও দেখা যাচ্ছে যে, রুক ও
মহকুম ভরেন স্কুল ক্রীড়ায়।
ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণ কম।
কয়েক স্কুলে পিতাই-ইই তাই স্কুল
কর্তৃপক্ষও ছাত্র-ছাত্রীদের মাঠে
পাঠানো নিয়ে উৎসাহী নয়। ফলে
স্কুল কর্তৃপক্ষ উদ্যোগী না হওয়ায়
রুক ও মহকুম স্কুল ক্রীড়ায়
ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা কম। যদিও
অতীতে স্কুলগুলি থেকে যাথেষ্ট
ক্রীড়া সংখ্যা ছাত্র-ছাত্রী স্কুলে
ভাঙা হয়ে আসে নিতাই। এই পদক্ষেপ
করকে জন পিতাই স্বীকার করেন
যে, আগে স্কুলে যখন তারা ছিলেন
তখন তারা নিয়ন্ত্রণ ছিল তাদের
ছাত্র-ছাত্রীদের উপর। ফলে স্কুলের
কথায় ছাত্র-ছাত্রীরা মাঠে আসতো।
বিভিন্ন স্কুল ক্রীড়ায় অংশ নিয়ে
কষ্টে তার বলেও পছন্দ্যায় আসতো
কষ্টে আনতে হয়। পাশাপাশি কয়েক

জান পিতাই বলেন, স্কুলে
স্বাক্ষারালী পিতাই-রা যেমন
থাকনা পেতেন তেমনি তখন
তাদের দায়িত্বও বেশি ছিল। এখন
কেও কষ্টপূর্ণ চলে আসায়
আমেক স্কুল সেন্টার পিতাই-দের
মেমন গুরুত্ব দিতে চায় না। পুস্ত্যার
আগের মতো স্বাভাবিক নয়। এছাড়া
কোটি সেন্টার পিতাই পোস্টিং
দেওয়া নিয়েও অস্বিম হয়েছেন।
দেখা গেছে, যে এলাকায় ফুটবল
পেই জনপ্রিয় সেখানে হারতো
সাঁতারের পিতাই। তেমনি যেখানে
ক্রিকেট জনপ্রিয় সেখানে দারার
পিতাই। ফলে কোটি
সেন্টারগুলিকে প্রায়জনীয় শিক্ষার
পা ছাড়া-ছাড়ি নেই। আর প্রচল
পড়ছে স্কুল ক্রীড়ায়। ত্রিপুরা স্কুল
ম্পোর্টস বোর্ডও নাকি এখন রুক ও
বহুমুদাভিত্তিক স্কুল ক্রীড়ায় জন্য
বাক্য কমিয়ে দিলে। এখন নাকি
বেশি খরচ রাজা আসরে। আর
এখানেই নাকি অন্য হরসা। যেহেতু
রুক ও হরমুদা স্কুল ক্রীড়ার
কম তাই নাকি আমেক পিতাই

হেলে-মেয়েদের মাঠে আবার
 ব্যাপারে তেঁটটা উৎসাহী করে। কয়েক
 জন পিআই বলেন, আগে ছিল
 থেকে সাহায্য পাওয়া যেতো। এখন
 মেয়েতু পিআই-খা স্কুলে নেই তাই
 নিজেরা টাকা দিয়ে খরচ চালাতে
 হবে। আর বেলা ব্রেক ও বহুক্ষণ স্কুল
 ক্রীড়ায় খেলায়। ডেবের সংখ্যা
 কমবে। এক্ষেত্রে পিআই-রেনে দাবী
 অবিলম্বে কোর্টিং সেন্টারের সংখ্যা
 দুইশো থেকে কমিয়ে বহুই হলে
 পঞ্চাশ করে উঠত। পিআই-রেনে
 আবার স্কুলে পাঠানো উচিত।
 নাই হলে আশী-২৩ বছরে রাজস্ব
 স্কুল ক্রীড়ায় ব্যাপক অবনতি হবে।
 খেলায়। পিআই-রেনে খেলা
 কমে। তাহলে প্রতিযোগিতা কম
 হতে পারে। তাই পিআই-রেনে
 একাংশের দাবী, কোর্টিং
 সেন্টারের ফর্মুলা কমিয়ে স্কুলে
 স্কুলে নেন। আবার পিআই-রেনে
 পিআই-রেনে। তাহলে স্কুল ক্রীড়ার
 হাল ফিরবে, নতুন নয়।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক ও সম্পাদক **অনল রায় চৌধুরী** কর্তৃক চৌধুরী ভবন, হরিগঙ্গা বসাক রোড, মেলাৱমঠা, আগরতলা, ত্রিপুরা - ৭৯৯০০১ থেকে প্রকাশিত এবং প্রতিবাসী কলম প্রিন্টার্স, চৌধুরী ভবন, মেলাৱমঠা, হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা, (৭৯৯০০১) পশ্চিম ত্রিপুরা থেকে মুদ্রিত। ফোন: (০৩৮১) ২৩৮-০৪৮৫ / ৭০৮৫৯১৭৮৫১

BAPPIRAJ FURNITURE

Highest display & Biggest Furniture Shopping Mall of Tripura

📞 9436940366

📍 Near Old Central Jail, Agartala & Dhajanagar, Udaipur

বিয়ের ফার্নিচারের বিপুল সম্ভার

অ্যাম্বুলেন্স ও বাইকের সংঘর্ষে নিহত যুবক



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,
বিশালেশ্বর / চন্ডিদাস, ৩৩
জিলেশ্বর। প্রাণ রক্ষার জন্যই
দিনরাত পরিশ্রমে দিয়ে থাকেন
আত্মশুলেপ চালাক। কিন্তু সোমের
আত্মশুলেপ এক মার্কিট দুর্দস্তায়।
ইসি আত্মশুলেপ চালকর জন্যই প্রাণ
থেকে ১১ বছরের জন্য বন্দি
তালে এও অজ্ঞাতের উঠেছে, হুই
যুবকর বইকটি ছিল দ্রুতগতিতে।
এমন দুপুরে সিপিআইজনা
ডালালাকুচিতে উদয়পুর থেকে
রোগী নিয়ে আসা আত্মশুলেপ
সাথে একটি বইকর মুহাম্মাদ
সংসর্ষ ঘট। দুর্ঘটনার পর
আত্মশুলেপ চালক রোগী নিয়ে

আগত্বারা চলে আসেন। রাজভক্ত
অপহৃত্য বাইচ চালক দীপকের
দেবমর্ষী রাস্তাতেই পড়ে থাকেন।
পঞ্চলতি মানুষ এবং পুলিশ দ্রুত
ঘনানস্থলে ছুটে আসে। আসত
যুবকের উদ্ধারে জন্য। এই সময়ে
সেই রাজা ধরে আসছিলেন
বিষ্ণুনাগড়ের মহকুমামাসক জমিদ
ভাড়াপাত্র। পঞ্চলতি মানুষ
মহকুমামাসকের গণ্ডিতে দীপকের
দেবমর্ষীকে হাসপাতালে নিয়ে
উদ্দেশে উঠিয়ে। আর তখনই
বিষ্ণুনাগড় ফারাস সানিসের কর্মীরা
ঘনানস্থলে ছুটে আসেন। দীপকের
দেবমর্ষীকে ফারাস সানিসের
গণ্ডিতে করে বিষ্ণুনাগড়

হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত হাসপাতালে আনার পরে ওই যুবকের মৃত দেহ ঘোষণা করলে কর্তৃত্বের চিকিৎসক। নিহত যুবকের বাড়ি বিশ্রামগঞ্জ ফারাদা সার্ভিস সলুথ এলাকায়। তার বাবার নাম স্বপন দেববর্মী। বাইক নিয়ে দীপবর বিশ্রামগঞ্জের দিকে আসছিলেন। এখনই ডালেকাকুচিতে আঙ্গুলেঙ্গের সাথে বাইকের সংঘর্ষ ঘটে। প্রথমে সবাই জানতে পেরেছিলেন একটি বাসের সাথে ওই বাইকের সংঘর্ষ ঘটেছে। কিন্তু পরবর্তী সময় জানাজানি হয় বাইকের সাথে আঙ্গুলেঙ্গের সংঘর্ষ ঘটেছে। প্রথমে নিহত যুবকের পরিচয় নিয়েও ধোঁয়াশার সৃষ্টি হয়। পরে তার পরিবারের সদস্যরা ঘটনার খবর পেয়ে বিশালাঙ্গ হাসপাতালে ছুটে আসেন। তারা দীপবরের মৃতদেহ দেখে কান্নায় ভেঙে পড়েন। এদিকে যে আঙ্গুলেঙ্গের সাথে বাইকের সংঘর্ষ ঘটেছে সেটি পুলিশ আটক করেছে। তবে কিভাবে দুর্ঘটনা ঘটেছে তা এখনও স্পষ্টভাবে জানা যায়নি। সিপিআইজলা এলাকাটি বারবারই দুর্ঘটনাপ্রবণ। তা সত্ত্বেও পুলিশের তরফ থেকে দুর্ঘটনা কমিয়ে আনার জন্য বিশেষ কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে না বলেই অভিযোগ।

বিয়ের তিন মাসের মাথায় যুবকের রহস্যমৃত্যু, চাঞ্চল্য



প্রতিবাদী কাম প্রতিনিধি,
সোনামুড়া, ১৩ ডিসেম্বর। বিপ্লবের
বিনে মাসের মধ্যে আত্মহত্যার পথ
ভিত্তি নাগেন ২০ বছরের মানুষ
হোসেন। সোনামুড়া থানাধী
কনস্টেবল তৎ পরায়তর ৩৩৩
ওয়ার্ড ওই যুবকের বাড়ি। পুলিশ
সূত্রে জানা গেছে, পারিবারিক
কলহের জেরেই আত্মহত্যার পথ
আছে নিরোহেন মানুষ। ঘটনার
আগে মোবাইল ফোনে ভিডিও
কলের মাধ্যমে স্ত্রীর সাথে তার
বাগাড় হয়েছিল। এলাকা সূত্রে খবর,
ভিডিও কল চালু রেখেই আত্মহত্যা
করছেন বলে জানা গিয়েছে।
সামান্য বয়সের স্ত্রী বাপের বাড়িতে
আছে। মানুষ বিয়ে করেছিল
অসমরপূর। তার স্ত্রী ভিডিও কলে
আমার প্রাণের খানটান দেখে
শ্বশুরবাড়ির প্রতিবেশীরা ফোন
করে জানান। বত্ৰক্ষেপে সবাই
মিলে মানুষনের ঘরে ছুটে
গিয়েছিলেন অনেকােই পেরি হা
য়া। তারা গিয়ে মানুষকে বলত

অবস্থায় উদ্ধার করেন। সঙ্গে সঙ্গে তাকে মেলাঘর হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। কিন্তু কর্তব্যরত চিকিৎসক মামুনকে মৃত বলে

খোলাখা করেন। ময়নাতদন্তের পর
 মেলাধর হাসপাতাল থেকে
 মামুনের মৃতদেহ তার পরিবারের
 সদস্যদের হাতে তুলে দেওয়া হয়।
 এই ঘটনা ঘটা গোটা এলাকা
 শোকের আবহ বিবাজ করছে।
 মামুনের পরিবারের সদস্যরা
 ঘটনাস্থতি কোনোভাবেই মেনে
 নিতে পারছেন না। অনেকেই
 বলছেন, পারিবারিক কলহের জন্য
 এই ধরনের চরম পদক্ষেপ
 নেওয়াটা সঠিক হয়নি।
 আলোচনার মাধ্যমেও সমস্যা
 সমাধান করা যেতো। পুলিশ ওই
 ঘটনায় অব্যাহতি মতুর মামলা
 নিয়ে তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে।

লোক চাই
একটি ফাস্টফুড দোকানের
জন্য অভিজ্ঞ কারিগর চাই।
যোগাযোগ—
Ph : 9378055300

লোক চাহ
ইউনিভার্সিটি ক্যান্টিনের
জন্য কুক এবং ২/৩ জন
সার্ভিস বয় চাই, অতিসহুর
যোগাযোগ করুন।
Ph : 9774145128
9612961661

শিক্ষক হওয়ার স্বপ্ন দেখা যুবকের আত্মহত্যা, শোক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,
ফটিকবাজার, ১৩ ফেব্রুয়ারি
ভবিষ্যতে শিক হওয়ার সপ্ন দেখা
যুবকের আত্মতত্ত্বাণ ঘনায়না
শোকের আবহ বিবাজ করছে গোলা
এলাকার। পশ্চিম পানিসাগর
এলাকার ১নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা
সুদীপা চন্দ্র নাথের বড় ছেলে সঞ্জয়
নাথের (২২) বুলন্ড মৃতদেহ উদ্ধার
হয়ে নিজ বাড়িতে। গোলায় ঘরে
হেলের বুলন্ড মৃতদেহ দেখে তার
বাবা-মা'র মাথায় যেন আকাশ
গেঁড়ে পড়ে। সোবানার সকালে
সঞ্জয়ের মা গোয়াল ঘরে
গিয়েছিলেন। তখনই তিনি ছেলের
বুলন্ড মৃতদেহ দেখতে পেয়ে
চিৎকার জেড়ে নেন। তার
আতঁচিংকারের প্রতিবেশীরা ছুটে
এলেন। বিষয়টি সন্দেহে
পানিসাগর থানার পুলিশকে
জানালে। পুলিশ এসে যুবকের
মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতত্ত্বের
জন্য পাঠায়। সঞ্জয় সবোচ্চ বিদ্যে

পাশ করেছেন। তার উদ্দেশ্য ছিল বিএও ডিগ্রি নিয়ে শিক্ষকতা করে। তবে কলেজে পড়ার সময় গৃহশিক্ষকতা চালিয়ে যান সঞ্জয়। গৃহশিক্ষকতার মাধ্যমে যে টাকা রোজগার হতো তা নিজের পাঠশালায় ব্যয় করতেন। পাশাপাশি পারিবারিক বাজারে বাবার ফলের দোকানেও ব্যবসা করতেন সঞ্জয়। তবে কি কারণে সঞ্জয় আত্মঘাতী হলেন তা কেউই বলতে পারছেন না। পরিবারের সদস্যদের কখনো অনুযায়ী রবিবার সন্ধ্যায় অন্যান্য দিনের মতই সবরা মাঠে খাওয়া শেষ করে নিজ ঘরে ঘুমিয়ে পড়েন সঞ্জয়। কিন্তু এদিন সকালে তার মা গোয়াল ঘরে গিয়ে ছেলের খুল্লন্ত মৃতদেহ দেখেন। পুলিশ আস্তাবতি করি মৃতুধন। মামলা নিয়ে ঘটনার তদন্ত করছে। এমন পুলিশের দৃষ্টিতেই সঞ্জয়ের মৃত্যুর রহস্য উন্মোচিত হতে পারে।

হারানো বিজ্ঞপ্তি
আমি গত 5/12/2021
ইং আগরতলা হইতে বাড়ি
আসার সময় আমার
G.N.M -III Year Ad-
mit হারিয়ে ফেলি। এ
বিষয় জানিয়ে আমি
বিলোনিয়া থানায় একটি
GD এন্ট্রিও করি। কোন
সহায় ব্যক্তি পেয়ে
থাকলে নিম্ন ঠিকানায়
ফিরিয়ে দিলে বাধিত
হইব।

ইতি —
প্রীতম দেববর্মা
S/o. সুভাষ দেববর্মা
উত্তর কলাবাড়িয়া,
মাইছড়া, বিলোনিয়া,
Mob - 9774588205

ধান নিয়ে
বিবাদে খুন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,
ফটিকপুর, ১৩ ডিসেম্বর। ধান
নিয়ে বিবাদের জেরে খুন হলেন
৫০ বছরের রাজীব চাকমা।
পেঁচারথল থানার অন্তর্গত দক্ষিণ
ধনিভাড়া ১নং ওয়ার্ডে এই ঘটনা।
রাজীব চাকমাকে খুনের অভিযোগে
ফেব্রুয়ারি করা হয় তারই আত্মীয়
সমীরণ চাকমাকে (৬২)। নিহত
রাজীব চাকমার বীরা বাসনা চাকমা
আজীবনের বিরুদ্ধে পেঁচারথল
থানায় খুনের মামলা দায়ের করেন।
বার নম্বর ৪৫/২১। ভারতীয়
দণ্ডবিধির ৪৮৮ এবং ৩০২ ধারায়
মামলা দায়ের হয়। বর্তমানে
আমুক্ত সমীরণ চাকমা
জেলহাজতে আছে। পুলিশ সুপে
জানা গেছে, রাজীব চাকমা তার
ভলিতে ধান চাষ করায় জন
বলিচ্ছিলেন আত্মীয় সমীরণ
চাকমাকে। চাষের পর ধান দেওয়ার
ক্ষেত্রে সমীরণ চাকমা কথার
খেলাপ করলে মধ্যে অভিযোগ। এ
নিয়ে দু'জনের মধ্যে বণগড়া হ

জমিতেই দু'জনে মিলে মারপিট করত। ঘন্টার সময় তারা নেশায় আসক্ত ছিল বলে পুলিশকে জানা গেছে। হাঙ্গামাটি গুরুতরভাবে আহত হন রাজীব। তাকে প্রথমে মামলারা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় হেফাজত করা হয় ধর্মপাণন জেলা হাসপাতালে। কিন্তু তার পরও রাজীব চাকমার প্রাপ্ত রক্ষা করা যায়নি। পুলিশের কাছে মামলা দাখলের করার পর ওর্ডিনেই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়। পুলিশ এখন ঘটনার তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে বলে জানিয়েছেন পৌরস্বত্ব থানার ওসি জাহাঙ্গীর হোসেন।
নবহত রাজীব চাকমার পরিবারে স্ত্রী এবং এক ছেলে আছে।

লোক চাই
Restaurant এর Ser-
vice Boy এবং Kitchen
Cleaner কাজ করার
লোক চাই। Bio-data
নিয়ে নিচের Phone
Number-এ ফোন করে
যোগাযোগ করুন -
9436116644

সোনার বাজার দর
 ১০ গ্রাম : ৪৮,০০০
 ভরি : ৫৬,০০০

JOB VACANCY
A Reputed Multinational Organisation hiring few energetic and Smart male and female candidates and Bank Retired personal. Qualification H.S. and above.

Contact :-
7005284688
9862396358

WANTED PARTNER
 Wanted a lady honest partner or gents if they have financial capabilities to restart a water factory in budhjunnagar Agartala by Partner-ship genuinely.

Contact :-
8257049919
7642844208
(Whatsapp).

গ্যাস পাইপ লাইনে বিপত্তি মহাবিপাকে বনমালীপুরবাসী

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,
আগস্টতলা, ১৩ ডিসেম্বর,
বামনালীপুর বিধানসভার
লালমহালাদুশ-সহ বিত্তীয় এলাকায়
সংগঠন চাট থেকে সাড়ে ১১টা
নগাল বাড়ি বাড়ি গ্যাস লাইনে
বিপত্তি দেখা দিয়েছে। নগরকারীর
তরফে অভিযোগ করা হয়েছে, গত
প্রায় ২০দিন ধরে নির্দিষ্ট এইময়ে
বাড়ি বাড়ি গ্যাস লাইনে গ্যাস
সরবরাহ করা হয় না। অফিস
কর্মচারীরা যে সময়ে রান্নাবান্না
করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন তারা
মহাপরিষদ গ্যাস পাইপে লাইনে গ্যাস না
থাকায় তারা রান্নাবান্না করতে
পারছেন না কি মনে। যেহেতু
বাড়িতে গ্যাস লাইন রয়েছে সে
কারণে অধিকাংশ পরিবারে

তরফেই গ্যাস সিলিভারের বিকল্প
বাড়ি রাখা হয় না। কারণ বাড়ি
বাড়ি গ্যাস লাইনে আছে। গ্যাস
সরবরাহ রাখার বিষয়টি
টিএনজিসিএল কর্তৃপক্ষ আগাম
নোটিশ দিয়েও নাগরিকদের
জানায়নি। যেহেতু নাগরিকরা প্রথম
প্রথম ভেবেছিল হয়তো কেনও
সমস্যা দেখা দেবে তাই
কয়েকদিনের মধ্যে হয়েছে সারাই
হয়ে যাবে। তাই নির্দিষ্ট এই সমসার
জন্য বিকল্প হিসাবে তারাও গ্যাস
সিলিভার বাড়িতে রাখেনি। আবার
হুশ করে গ্যাস সিলিভার এজায়াও
মুশকিল। এক্ষেত্রে গ্যাস এজায়া
সাথে যোগাযোগ করে চট জলদি
গ্যাস সিলিভার পাওয়াও মুশকিল।
গত কয়েকদিন ধরে গোটা
বিষয়গুলো নিয়ে চরম বিপত্তিতে

পড়েছেন বনমালীপুর নাগরিকরা।
লালবাথান চৌদ্দমিলের উত্তরাংশে
বেথবাড় গার্লস স্কুল তথা
পুকুরপাড়ের পশ্চিমাংশ-সহ বেশ
কিছু জায়গা থেকে নাগরিকরা
রাসারি অভিযোগ করেছেন, গত
প্রায় ২০দিন ধরেই এই ধরনের
সমস্যা দেখা দিয়েছে। নাগরিকরা
স্কেভ ব্যস্ত করেছে টিএনজিসিএল
কর্তৃপক্ষের ভূমিকা নিয়েও কেননা
টিএনজিসিএল কর্তৃপক্ষ আগাম
কোনও নোটিশ না দিয়েই গ্যাস
সরবরাহ বন্ধ করে রেখেছে বলে
অভিযোগ উঠেছে। তাছাড়া
টিএনজিসিএল র সংশ্লিষ্ট অফিস
যোগাযোগ করেও নাগরিকরা
কোনও সুসুন্দর পাচ্ছে না। সংশ্লিষ্ট
অফিস কর্তৃপক্ষের তরফে
নাগরিকদের স্বত্বাধার মুখে সাহসনা
দেওয়া ছাড়া তারাও আর কোনও
দারিদ্র পালন করেনি বলে
অভিযোগ উঠেছে। টিএনজিসিএল
মাসে মাসে বাড়ি বাড়ি গ্যাসপালনে
থাকার কারণে বিল মিটিয়ে নিচ্ছে
অভিযোগ, নাগরিকদের রসায়ার

সমাদানে কোনও উদ্যোগ গ্রহণ
করছে না। গোটা বিরাগিত নিয়ে
কোনও কোনও মহল থেকে
অভিযোগ উঠতে শুরু করলে
একাত্তর এিএনজিসিএল
আধিকারিকের উদাসীনতার
কারণেই নারিকরক এই সমস্যা
সম্মুখীন। তাদের সমসয়ার
কথাগুলো বহু আগেই
টিএনজিসিএল কর্তৃপক্ষ জানে
ছিল। কিন্তু কোনও ব্যবস্থা
নেওয়ায় মহা সমস্যা থাক
নাগরিকক এলাকার বিখারক তথ্য
মুখামস্তা বিপন্ন থাকে দেবের
আকর্ষণ করেছে। তারা বলেছেন
কক করদেশবিরোধে যে দুর্তোগে
শিকার। তার জন্য মুখামস্তা
কঠোর হস্তক্ষেপ করে এলাকা
স্থানীয় কর্তাপ্রদেব কিংবা অনান্য
নেতৃত্ব, জনপ্রতিনিধিগ জনগণের
এই জ্বলন্ত সমস্যাতে পাড়া দিতে
চাইছে না বলেও অভিযোগ
নাগরিকক সবসময়ধামের দ্বারস্থ
হয়েই অবশেষে মুখামস্তার
শরণাপন্ন হয়েছেন।

রেলকর্মীর রহস্য মৃত্যু



প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ ডিসেম্বর ।। রহস্যজনকভাবে এক রেলকর্মীর মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। সোমবার এই ঘটনায় চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে বাঘারতাল রেলস্টেশন কোয়ার্টারে। মৃত কর্মীর নাম সাধন ভট্টাচার্য। তিনি ইআরএফএর কর্মী। সাধন রেলস্টেশনের কোয়ার্টারেই থাকতেন। সোমবার সকালে তিনি কাজে আসেননি সহকর্মীরা তাকে কোয়ার্টারে ডাকতে যান। বহবার ডাকাতি করা হলেও অপরপ্রাণ থেকে কোনও জবাব আসিল না। এর কাজে অন্য রেলকর্মীরা আমলি থানায় খবর দেন। পুলিশ গিয়ে দরজা ভেঙে বিছানার মধ্যেই সাধন ভট্টাচার্যের দেহটি দেখতে পান। হেহেটি উদ্ধার করে মননাতপ্তেরে জনা নেওয়া হয় জিবিপি হাসপাতালে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, মৃতদেহের মনে রক্তের দাগ ছিল। এরা থেকেই সম্ভব তৈরি হয়েছে সাধনের কুন করা হতে পারে। আবার পুলিশের একটি মহলের অনুমান সাধন বিষপান করে আত্মহত্যাও করতে পারে। গোটা ঘটনাটিই হুমসাজক। কোয়ার্টারে নিজে একাই থাকতেন সাধন। কেউ এসে তাকে হত্যা করে গেলেও ঘরের ভেতর দরজা কিভাবে লাগানো হলো তা নিয়ে প্রশ্ন মেঘা দিয়েছে। এই মৃত্যু নিয়েই দিনভর আগরতলা রেলকর্মীদের মধ্যে নানা ধরনের গুঞ্জন তৈরি হয়ে রয়েছে। অনেকের বক্তব্য, এটা খুন হতে পারে। যদিও পায়নির সঙ্গে অন্য কোনও রেলকর্মীর শত্রুতা রয়েছে বলে কোনও তথ্য পায়নি পুলিশ। পেছনে কি রহস্য তা খুঁজে বের করতেই এখন পুলিশের সূঁচ উদ্ভোর দাবি উঠেছে।



**education
world**
Consultancy

Best Career Guide for Students



MBBS

INDIA		~40 Lacs.
UKRAINE		~16L.
BANGLADESH		~21L.
CANADA		~31L.
AUSTRALIA		~30L.
PHILIPPINE		~17L.

BDS-8L. BAMS-10L.

PHARM.D-10L. BHMS-9L.

NIOS: X-Xii

BA, B.COM, B.ed, M.ed.

B.SC, MA, M.COM, M.SC

LLB, B.TECH, M.TECH

BCA, MBA, POLYTECHNIC

BBA, MCA, AVIATION, JOURNALISM,

FIRE & SAFETY, FASHION DESIGN,

PARAMEDICAL, Ph.D, YOGA.

কোনো IGNOU ও কলকাতা University
তে Distance/Regular & Marks
Improvement এর কাজ করাতে হয়।

ঔষধের দোকানের লাইসেন্সের জন্য
D. Pharma Course এ ভর্তির বিশেষ সুযোগ রয়েছে।
Agartala - Colonel Chowmuhani ▶ Ker Chowmuhani
Contact : 9862622076 / 9862622086 / 8837335227
Pishorbahar - Kumarsahat - Dharmapara - Gd 7005023546

<h2 style="text-align: center;">ইন্ডিয়া আয়ুর্বেদিক মেডিসিন সেন্টার</h2>	
<p style="text-align: center;">Paradise Chowmuhani, Near Khadi Gramodyog Bhavan Agartala - 8787626182</p>	
<p>যেকোনো ব্যাধা থেকে Relife যেমন - বাতের ব্যাধা, কোমার ব্যাধা, হাটু ব্যাধা। ব্যবহার করুন - Bat Botika & Satvik Oil</p>	<p>স্বাস্থ্য ও গুজন বাড়ানোর জন্য আয়ুর্বেদিক মেডিসিন। Vita Plus Syrup & Strong Health Capsule</p>
	
	
<p>Rs. 720/-</p>	<p>Rs. 507/-</p>
<p>কাজ না হলে টাকা ফেরত</p>	



VISION
CONSULTANCY
Admission Point
 We Provide Admission Guidance for
MBBS / BDS / BAMS
 TOP PRIVATE
MEDICAL COLLEGES IN INDIA
 (Kolkata, Uttar Pradesh, Bangalore, Tamilnadu,
 Puducherry, Haryana, Bihar, Orissa & Other)
LOW PACKAGE 45 LAKH
NEET QUALIFIED STUDENTS ONLY
 Call Us : **9560462263 / 9436470381**
 Address : OfficeLane, Opp. Siksha Bhavan,
 Gaatara, Tripura (W)

NH নাইটিংগেল নার্সিং হোম
 ধলেশ্বর রোড নং-১৩, ব্রু লোটাস ক্লাব সংলগ্ন, আগরতলা

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পরিবেশে, সম্পূর্ণ শীততাপ নিয়ন্ত্রিত, উন্নত মানের
 অপারেশন থিয়েটার, আই.সি.ইউ, এন.আই.সি.ইউ, চিকিৎসা ও পরিষেবা।

সুবিধা ▶ গাইনোকোলোজিক্যাল সার্জারী, জেনারেল
 সার্জারী, অর্থো সার্জারী, এডভান্স ল্যাপ্রোস্কপি/মাইক্রো
 সার্জারী।





ঃ যোগাযোগঃ

0381-2320045 / 8259910536 / 8798106771



**SANGAM
Award
2021**

**WIN
3 Lakhs !!!**

**2nd Prize
2 Nos**

**3rd Prize
4 Nos**

Theme:
"Display of Extraordinary
Talent or extraordinary
creative expressions
rooted in the native culture
that has applications
for sustainable
human progress".

Nomination method:
Only Online in www.sangamedu.org
Nomination Form,
Terms and Conditions of Award, available in website.

Last date to submit : 20.1.2022
Results in website : 25.2.2022

For clarifications:
see FAQ in website or contact through website
Award instituted by Sangam Education,
Economic & Cultural Action Trust, New Delhi.